নিগৃহীতা

শ্রীবিজনবালা কর

আর্য্য পাবলিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

দেড় টাকা।

প্রকাশক

শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ বি, এ

আর্য্য পাবলিশিং হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,

কলিকাতা।

আশ্বিন, ১৩৩১।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস

প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,

৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫২।২৪

ইষ্টদেবতার

শ্রীচরণ কমলে

আমার স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ ফণীন্দ্রকুমার করের আন্তরিক
যত্ন ও উৎসাহেই এই পুস্তক প্রকাশিত হইল,
এজন্য আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রীবিজনবালা কর।

নিগৃহীতা

কার্ত্তিক মাসের হিমানী-সিক্ত প্রভাত। রায়-বাড়ীর গৃহিণী স্নান সারিয়া আসিয়া বড় দালানের বারাণ্ডায় বসিয়া বড়ি দিতেছিলেন। প্রভাতের সোনালী রৌদ্র তাঁহার মোটা মোটা গিনি সোনার অনন্তের উপর পড়িয়া এক অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিতেছিল। তাঁহার সম্মুখে তিন-চারিটা বড় বড় কলা পাতায় তেল মাখানো—তাহার একটার অর্দ্ধাংশ ভরিয়া বড়ি দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

"মা! ওমা! পোড়ারমুখী তরু আমার কি করে দিয়েছে দেখ!" গৃহিণীর কনিষ্ঠা কন্যা অমিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া নালিশ করিল। মেয়েটির বয়স বারো বছরের বেশী হইবে না। গায়ের রংটি মায়ের মতই টক্ টকে, কিন্তু সমস্ত অবয়বে বালিকা-সুলভ কমনীয়তার পরিবর্ত্তে একটা উগ্র উদ্ধত ভাব ফুটিয়া রহিয়াছে।

বড়ি দেওয়া স্থগিত রাখিয়া গৃহিণী ফিরিয়া চাহিলেন। কন্যার সর্ব্বাঙ্গ ধূলামাখা, বাঁ হাতে দংশন চিহ্ন, রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আদরিণী তনয়ার দুরবস্থা দেখিয়া গৃহিণীর রোষ-তীব্র কণ্ঠস্বর সপ্তমে উঠিল—"কেন—কেন?—একদিন নয়, দু'দিন নয়, আজ নিয়ে তিনদিন মেয়েটার এই দশা করলে! কোথাকার মানুষ-খাওয়া রাক্ষুসে মেয়ে গো,—আজ ওর একদিন কি আমারি—একদিন! ডাক্ দেখি তোর পিসিকে—"

পাশেই পূজার ঘর। অর্দ্ধরুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অমিয়া ডাকিল—"পিসি মা, মা ডাক্‌ছে এসো।"

গৃহ-মধ্যবর্ত্তিনী সবই শুনিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, ধীর পদে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহিণী বক্র দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"অমিয়ার দিকে চেয়ে দেখ দেখি—"

চাহিয়া দেখিয়া পিসি-মা কহিলেন—"কি হয়েছিল?"

অমিয়া নাকি সুরে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল—"হবে আবার কি, আমার সেই রবারের বড় পুতুলটা তরুর বাক্সে দেখে আমি চাইলুম, তা সে বল্‌লে,—'ওটা আমার' এমনি মিথ্যেবাদী। আমি বল্‌লাম, 'আমার পুতুল চুরি করে নিয়ে আবার মিছে কথা বলা হচ্ছে'—বলে আমি—" ঢোক গিলিতে গিলিতে অমিয়ার কথা বাধিয়া আসিল।

গৃহিণী ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—"তার পরে?"—

"তার পরে আমি তার বাক্সটা কেড়ে নিতে গেছ্‌লাম"—বলিয়াই অমিয়া কাঁদিবার উপক্রম করিয়া দুইহাতে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে নাকিসুরে কহিল, "আমার পুতুল কেন নেবে সে?"

মা ও পিসি-মা দু'জনেই তাহার দিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া অমিয়া আবার সুরু করিল—"তরু চোখ রাঙিয়ে বল্‌লে 'খবরদার আমার বাক্সে হাত দিয়ো না, মার খাবে তা'হলে'—আমি কেন তাকে ভয় করতে যাব—সে-ই আমাদের বাড়ী রয়েচে—আমরা ত তার বাড়ী থাকিনে; বল্লুম 'কেমন মারবি মার দেখি,' সে বল্‌লে 'হাত দিয়ে দেখনা'—"

পিসি-মা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু গৃহিণীর ধৈর্য্য

সহিতেছিল না। রোদ তাতিয়া উঠিতেছে বড়ি শুকাইবে কখন? ঈষৎ ঝাঁঝিয়া কহিলেন—"কি হয়েছিল তাই বল্ না—অত কথার ভণিতে কেন?"

অমিয়া আর একবার কাঁদিবার সুযোগ পাইল; কারণ পিসি-মার সামনে সে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। অন্তরালে সকলেই স্পষ্ট ভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করিলেও স্বল্প-ভাষিণী গম্ভীর-প্রকৃতি মহামায়ার অচঞ্চল দৃষ্টির সামনে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে সকলেরই মুখে কথা আটকাইয়া যায়।—"আমি বল্‌ছি-ইত, তুমিই গোল করচ; আমার লাগে না বুঝি, না? এম্‌নি জ্বলে যাচ্চে—" অমিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

গৃহিণী কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—"আহা লাগ্‌বে বৈ কি, রক্ত বার করে দিয়েছে একেবারে, সেই জন্যেই ত বল্‌তে বল্‌ছি পাগলী, ও মেয়েকে রীতিমত শাসন করতে হবে আজ—নইলে কোনদিন তোমায় খুন করে ফেল্‌বে—যে কেউটে সাপের মত রাগ—"

ভরসা পাইয়া অমিয়া আবার আরম্ভ করিল, "আমি তার বাক্সটা আস্তে করে তুলে আছাড় দিলুম—সে অমনি আমায় একটা চড় বসিয়ে দিলে—আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে চলে আসছিলুম তার লাগেনি—তবু দৌড়ে এসে আমায় কাম্‌ড়ে দিয়েচে—"

গৃহিণী মুখ ফিরাইয়া বড়ি দিতে দিতে কহিলেন—"শুন্‌লে ত সব যা হয় বিচার কর, এমন দিন-রাত্তির দস্যিপণা আমি সইতে পার্‌বনা তা বলে দিচ্চি; উচিত কথা বল্‌লে তোমার সয়না কিন্তু এমন্ হিংসুটে মেয়ে আর দু'টি নেই; দু'চক্ষে কাউকে দেখ্‌তে

পারে না—একি ছোট মন। তবু যদি পর-ঘরি পর-ভাতি না হতো—”

মহামায়া কহিলেন, “তারাকে ডাকো।”

—“ডাক্‌তে হবে না, তারা আপনি আস্‌ছে”—বলিয়া টিনের সবুজ রং করা একটা ভাঙা বাক্স হাতে করিয়া উল্লিখিতা তরু বা তারা আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী তীব্র কণ্ঠে কহিলেন, “সাতবার করে খেয়েও তোমার আশ মেটে না, তাই মানুষ খেতে চাও? এমনি মেয়েটাকে তুমি কাম্‌ড়ে দিয়েছ, রক্ত ফুটে বেরুচ্চে একেবারে, দিন দিন একটা আস্ত ডাইনি হচ্চো; নিজের বল্‌তে চালচুলো নেই, অত তেজ তোমার সইবে কে?”

মহামায়া কহিলেন, “ওকে কামড়েছিস্ কেন তুই?” প্রত্যুত্তর হইল—“বেশ করেছি।”

গৃহিণী সরোষে চেঁচাইয়া উঠিলেন, “কি, বেশ করেছ? এখুনি এখান থেকে দূর হয়ে যাও,—আমার খেয়ে আমারই ঘরে সিঁধ দেবে, কেমন? রাক্কুসী কোথাকার।”

চীৎকার শব্দে রান্নাঘর হইতে বধূরা ও বহির্ব্বাটী হইতে ছেলেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। উঠানে মহা কোলাহল বাধিয়া গেল। অমিয়ার মেজদিদি কিরণ ঘরের মধ্যে ইজি চেয়ারে শুইয়া নভেল পড়িতেছিল; ডাকিয়া কহিল—“দুধ দিয়ে কাল্ সাপ আর পুষোনা মা, বাড়ী থেকে দূর করে দাও।”

এতগুলি লোকের তীব্রদৃষ্টিতে তারা একটুও বিচলিত হইল না এতগুলি প্রশ্নের একটা উত্তরও দিল না; তাহার চোখ অশ্রুহীন কিন্তু ঠোঁট দুটি কাঁপিতেছিল। মুখের উপর হইতে

ধূলায় ধূসর চুলগুলি সরাইয়া গৃহিণীর দিকে চাহিয়া কহিল, "ও আমার কি করে দিয়েছে দেখ"—বলিয়া সে পিঠের কাপড় সরাইল।

পিঠে গভীর ক্ষত চিহ্ন, রক্ত 'থান থান' হইয়া জমিয়া আছে; দেখিয়া মহামায়া শিহরিয়া মুখ ফিরাইলেন। তারা কহিল, "ইটের উপরে ফেলে দিয়েছিল, আর আমার এই নূতন বাক্সটা ভেঙ্গে দিয়েছে—"বলিয়া বাক্সটা সে মাটিতে ফেলিয়া দিল।

অমিয়ার দাদা প্রবোধ অগ্রসর হইয়া আসিয়া তারার হাত ধরিল, কহিল—"আয়, রক্তটা ধুইয়ে দিইগে। অমি-টা ভারি পাজি হয়ে উঠেছে, আবার মার কাছে এসে লাগানো হচ্ছিল, না?"

গৃহিণী বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "যা-যা তোকে আর মমতা দেখাতে হবে না; ওর পুতুল কেন চুরি করলে?"

"আমি ওর পুতুল কখখ্‌নো নিইনি—এটা আমার; বাক্সর সঙ্গে এই পুতুলটা আমায় দাওনি দাদা?"

প্রবোধ কহিল—"দেখি, এইটাই ত তারার, ওর নামের অক্ষর 'টি' লিখে দিয়েছিলুম—"

অমিয়ার ছোট ভাই অমল কহিল, "দিদি তোমার পুতুল সেই যে আমার বাক্সে রেখেছিলে মনে নেই? চুরি যায়নি ত?"

প্রবোধ কহিল, "ঐ শোন, খামকা ও নতুন বাক্সটা ভেঙ্গে দিলে, এমনি লক্ষ্মীছাড়া—"

গৃহিণী ধমকাইয়া উঠিলেন, "যা-যা তোকে আর জ্যাঠামো করতে হবে না; নিজের বোনকে দুষী করে তরুর ওপর ওর"

মমতা উছ্‌লে উঠ্‌লো। তরু ওকে রাজ্যিপাট দেবে; আসলে মেয়ে দিন দিন বদরাগী হয়ে উঠ্‌চে—"

ঘরের মধ্য হইতে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কিরণ কহিল, "ঘরের বিভীষণ আর কি!"

২

বেলা প্রায় একটা বাজে। মেজেয় বিছানো মাদুরের উপর শুইয়া পানের ডিবা ও সুরতির কৌটা পাশে রাখিয়া গৃহিণী দিবা নিদ্রার প্রতীক্ষায় ছিলেন। কাছে বসিয়া অমিয়া পুতুল খেলিতেছিল। গৃহিণীর কোলের কাছে তাঁহার শিশু পৌত্রটী নিদ্রামগ্ন, স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে চারিদিক শান্ত ও নিঝুম হইয়া রহিয়াছে।

বড় বধূ ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "মা, তরু কি আজ খাবে না? আমরা বসে থাক্‌তে পারিনে আর—"

মাথা তুলিয়া চাহিয়া গৃহিণী কহিলেন, "সে কি, তোমরা এখনো খাওনি?"

বৌ কহিল, "এই খেয়ে উঠ্‌ছি, তা তরু কি আজ খাবে না? মেজ বৌ হেঁসেল নিয়ে বসে আছে এখনো—"

গৃহিণী বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ভালো জ্বালা বাপু, কে খাবে না খাবে তার আমি কি জানি? হাঁড়ি হেঁসেলে তুলে ফেলগে যাও, ভারি আমার সাত পুরুষের কুটুম, তার জন্যে বসে থাক্‌তে হবে!"

বধূ কহিল "পিসি-মা যদি মনে করেন—" বোয়ে গেছে আমার, যে গুণের মেয়ে তাঁর! যাও তুমি, এখনো রান্নাঘরে বসে রয়েছ

কি বলে বল দেখি, ছেলেটা ক'বার ত কেঁদে উঠ্‌লো ; তিন ছেলের মা হলে, তবু ঘটে বুদ্ধি হল না।"

সুশীলা বধূটির মত লজ্জিত ভাবে একটু হাসিয়া বড় বৌ চলিয়া গেল। অমিয়া কহিল, "বসে থাকে নি মা,—ভাঁড়ার ঘরের বারেণ্ডায় বৌদি'রা তাস খেল্‌ছিল।"

কিছুক্ষণ পরে মেজ-বৌ আসিয়া গামছা দিয়া ভিজা হাত মুছিয়া শাশুড়ীর কাছে বসিল। পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "পিসি-মা আজ রাঁধেন নি মা। শুয়ে আছেন—"

বালিশটা সরাইয়া রাখিয়া পাশ ফিরিয়া গৃহিণী কহিলেন, "কেন, কি হয়েছে তাঁর ?"

মেজ-বৌ বলিল, "কি জানি, তরু কোথায় গেছে—সে খায়নি, সেই জন্যে বুঝি ! আসুন কাকীমা—"

মেজ-বৌ সরিয়া বসিল। প্রতিবেশী উকীল জগৎবাবুর স্ত্রী নিস্তারিণী গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী সহাস্যে কহিলেন, "ভাগ্যি যে, কি মনে করে ?"

"আর দিদি, সময়ই পাইনে তার আস্‌ব কি ! আজ একটু সকাল করেই খাওয়ার হাঙ্গামটা মিট্‌ল তাই মনে করলুম, দিদির ওখান থেকে একবার ঘুরে আসি। তুমি ত' আর যাবে না—"

"বোসো—শোওনা একটু। আর ভাই যে সুখে আছি, বেড়াব না আরো কিছু—"

আরাম করিয়া অর্দ্ধশায়িত হইয়া নিস্তারিণী কহিলেন, "কে-।, তোমার আবার কি হলো ? হাঁা, কে শুযে আছে বলছিলে গা বৌ-মা ?"

"—কে আবার, ঠাকুরঝি।" গৃহিণী মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "বল্‌তেও পারিনে—সইতেও পারিনে—আমার হয়েছে মরণ-জ্বালা ; মেয়ে রাতদিন দস্যিপণা করে বেড়াবে, তা কেউ কিছু বল্‌লেই অমনি রাগ হলো। এই দেখ না, অমিয়ার হাতটা কি করে দিয়েছে !"

নিস্তারিণী কহিলেন, "কামড়ে দিয়েছে যে, রাক্ষস না কি ?"

"ওই ত ভাই, তুমিও ওকথা বল্লে, আমি না হয় মন্দ ; তা তাইতে রাগ হয়েচে—বল্‌লেন 'বারে বারে খাবার কথা তোল কেন, সবার চেয়ে ও-কি বেশী খায় !' সবাই কি ওঁর মেয়ের মত ? আদুরে মেয়ে অনর্থ ক'রে তুলবে আর আমি বল্‌তেও পারব না ? কেন, চোর-দায়ে ধরা পড়েছি নাকি ?"

নিস্তারিণী একটু হাসিয়া কহিলেন, "তাই রাগ হয়েছে ?"

"—হ্যাঁ, এই আর কি, রোজ তরুই ওঁর জন্যে রান্না করে—আজ সে হতভাগা মেয়ে কোন চুলোয় গেছে তার ঠিক নেই ; উনিও রাঁধেন নি। এ ঘরের রান্নাটা সেরে শুধু কর্ত্তাকে আর ওদের ক'ভাইকে খেতে দিয়েই বেরিয়ে গেছেন। আর সব বৌ-মারাই করলে—বেলা তখন বারোটাও বাজেনি। পূজো সেরে নাকি শুয়ে আছে, আমি দেখিনি—বৌমা বল্‌ছে ; তা তিনি শুয়ে থাকবেন বৈকি, অবসর নেই শুধু আমার, এই ত একটু শুয়েছি, তিনটে না বাজ্‌তেই উঠে আবার চৌকিদারী ক'রে বেড়াতে হবে—"

নিস্তারিণী বিজ্ঞভাবে কহিলেন, "তুমিও যেমন মানুষ ঠিক করতে জান না, আমার ননদটিও ত অমনি আহ্লাদেপণা ক'রতেন;

আমার যা-ও বুনো ওলের বাঘা তেঁতুল—দু'বেলা রান্নার ভার তাঁর ওপরেই দিয়েছিলেন। বোন আদরের ছেলে মেয়ে নিয়ে বসে বসে খাবেন, কাজ করবার বেলা আমরা, তার দেওর এসে শেষে তাঁকে নিয়ে গেল। যদিও ঠাকুর রাখ্‌তে হয়েচে, তবু আগেকার চেয়ে খরচ কমেছে বৈকি।”

গৃহিণী কহিলেন, “তোমাদের কথা আলাদা, আমার কি কিছু বলবার যো আছে? নামেই গিন্নী;—কর্ত্তা মহামায়া বল্‌তে একে-বারে অজ্ঞান—প্রবোধটা কলির বিভীষণ হয়েছে, অমল-অমির চেয়ে তরুর উপরে ওর টান্ বেশী, নইলে কি ব্যবস্থা হতো না? নন্দাই রোজগার কর্‌তেন তা একটি পয়সা রেখে যান নি। সব উড়িয়ে গেছেন দু'হাতে; এখন মা ও মেয়ের যোলআনা খরচ আমাকেই যোগাতে হচ্চে; আমারি বা এমন কি রাজার সংসার বল। তবু মানুষের একটু আক্কেল পছন্দ যদি থাকে তাহলেও হয়; কিন্তু ঐ কর্ত্তার খাওয়া হ'লেই উনি হেঁসেলে আর এক মিনিটও থাক্‌বেন না। এবেলা ত রান্না ঘরের ছায়াও মাড়ান না। বড়-বৌ কচিছেলের মা, মেজ-বৌ ছেলে মানুষ, ওদেরই সব করতে হয়।”

যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া সকাল বেলা হইতে ঘরে ঘরে এত আলোচনা চলিতেছিল, সেই তরু তখন নিঃশব্দে ভেজানো দ্বার খুলিয়া তাহার মায়ের ঘরে প্রবেশ করিল। অর্দ্ধ অন্ধকার গৃহে শয্যার উপরে মহামায়া শুইয়াছিলেন। পাশেই রামায়ণখানি খোলা রহিয়াছে; মেয়েকে দেখিয়া শ্রান্তকণ্ঠে কহিলেন— “কোথায় ছিলি?”

"বাগানে গাছতলায়।" বলিয়া তরু অগ্রসর হইয়া নিত্যকার মত কুশী হইতে নির্ম্মাল্যটুকু মুখে ঢালিয়া দিল। মহামায়া কহিলেন, "এখানে আয়।" তরু মায়ের কাছে আসিয়া বসিল। তাহার মাথার চুল রুক্ষ—অনাহারে মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, শুধু কালো চোখ দু'টীর দীপ্ত চাহনি তেমনি জ্বল জ্বল্ করিতেছে।

মহামায়া কন্যাকে বুকে টানিয়া লইলেন, অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, "মা তুই যেন আমার কি ?"

তারা দুইহাতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল ; নিজের কোমল মুখখানি তাঁহার মুখের উপরে রাখিয়া মৃদু মধুর কণ্ঠে কহিল— "তোমার চোখের তারা—তোমার বুকের নিধি—"

নিজের এই শেখানো কথায় মহামায়া আজ কোন সান্ত্বনা পাইলেন কি না কে জানে ;—কন্যার ঈষৎ তপ্ত বাহু বেষ্টনীর মধ্যে নীরব হইয়া রহিলেন।

হঠাৎ মুখ তুলিয়া তারা কহিল, "নিধি মানে কি মা ?" মহামায়া কহিলেন, "রত্ন।" তারা ছাড়িবার মেয়ে নয় ; কহিল, "আমি কি রত্ন ? মা, তবে আমাকে কেউ ভালবাসে না কেন ?" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া জননী কহিলেন,—"ভগবান জানেন মা।"

ক্ষণেক পরে তারা উঠিয়া বাহিরে আসিয়া বাগানের দিকে চলিল। বাগানটিতে ফল ও ফুলের গাছ সমানভাবেই রোপণ করা হইয়াছিল। একদিকে ফুলের বাগান, মধ্যে মধ্যে আম জাম কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের গাছগুলি সমান্তরালে শ্রেণীবদ্ধ ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। এক দিকে কলার ঝাড়, তাহারই সম্মুখ দিয়া মুলা ও কপির চারা এবং পালং শাকের বীজ বপন করা হইয়াছে।

বৈঠকখানা ঘরের দক্ষিণে এই বাগান এবং বাগানের পাশ দিয়া লোক চলাচলের পথ চলিয়া গিয়াছে।

বাগানে ঢুকিবার দরজায় প্রকাণ্ড একটা আম গাছ, তাহার তলা গোল করিয়া বাঁধানো, সেইখানে বসিয়া তারা তাহার ছড়ানো পুতুল ও খেলার জিনিষগুলি গুছাইয়া বাক্সে তুলিতে লাগিল।

একজোড়া তাস হাতে প্রবোধ ও তাহার বন্ধু প্রকাশ বৈঠকখানার দিকে যাইতেছিল। প্রকাশ দেখিল, সেই অনর্থকারিণী মেয়েটি আকাশপানে চাহিয়া চুপ করিয়া গাছের নীচে বসিয়া আছে। সকালবেলাকার ঘটনাস্থলে সে-ও উপস্থিত ছিল।

প্রবোধ কহিল, "এই যে তরু, খাস্‌নি কেন রে পাগলি? যা যা খেয়ে আয় শীগ্‌গীর—"বলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল; "লক্ষ্মী বোন্‌টী আমার, যা।" "আমি খাবনা।" "কেন?" "না" বলিয়া তরু তেমনি সুদূরের দিকে চাহিয়া রহিল।

"চল্‌ প্রকাশ, ও কথা শোন্‌বার মেয়ে নয়"—বলিয়া প্রবোধ আর একবার শেষ চেষ্টা করিল: কহিল, "তোরও দোষ আছে, অমিয়াকে কি ক'রে কামড়ে দিয়েছিস্‌ বল্‌ দেখি? সে তো রাগ করে নি।" তারা গম্ভীর মুখে কহিল, "অমি আমার কাছে এলে আবার কামড়ে দেব।"

প্রবোধ কহিল, "আমরাও তবে তোর কাছে আসবো না?" "কাছে এলে কি হয়? যে আমার নামে মিছে কথা বল্‌বে তাকে—"

প্রকাশ ঈষৎ কৌতুক মিশ্রিত স্বরে কহিল, "আমি যদি বলি?"

এ কথার উত্তর দেওয়া তরু প্রয়োজন বোধ করিল না। শুধু একবার প্রকাশের দিকে চাহিয়া অবজ্ঞায় মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার নির্ম্মল ক্ষুদ্র ললাটখানিতে বিরক্তির ভ্রূকুটী-রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

৩

প্রকাশ নিস্তারিণীর কনিষ্ঠা যা সুনীতির একমাত্র ভাই; ছুটীতে প্রায়ই দিদির কাছে আসিয়া থাকিত। সে বড়লোকের সন্তান, তাহার বাস করিবার জন্য ত্রিতল অট্টালিকা ও বেড়াইবার মোটরকার থাকা সত্ত্বেও সে কলিকাতায় নাগরিক জীবন যাত্রার চেয়ে এই ছোট সহর খানির প্রান্ত দেশে নিভৃত শান্তিপ্রদ জীবনযাপন বেশী সুখকর বলিয়া মনে করিত। প্রকাশের ভগ্নীপতি একজন উপার্জ্জনশীল উকীল। প্রকাশ নিজেও বিদ্বান, বিনয়ী ও মধুরভাষী বলিয়া নিস্তারিণী ও তাঁহার বড় যা উভয়েই তাহাকে ভাল বাসিতেন—অন্ততঃ খাতির করিয়া চলিতেন। সে যেন ক্রমে তাঁহাদের দেবরের মত এ বাড়ীর একটি ন্যায্য অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রবোধ প্রকাশের সহপাঠী; কলিকাতায় উভয়ে একই কলেজে বি, এ, পড়ে। ছেলের বন্ধু ও মেয়ের প্রতিবেশী বলিয়া প্রকাশের মাতা প্রবোধকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

এই প্রকাশের সঙ্গে কিরণের বিবাহের কথা চলিতেছিল। কন্যা বয়স্থা, সুন্দরী ও সদ্বংশজাতা;—অলঙ্কারে ও নগদে পাঁচ হাজার টাকার উপরে ঘরে আসিবে। ইহার পরে যৌতুক ও

বরাভরণ ত আছেই। সহরে বরদাকান্ত বসুর সুনাম, সম্মান ও প্রতিপত্তি দশজনের চেয়ে অনেক বেশী; সর্ব্বোপরি তিনি নিজে খুবই অমায়িক ও সহৃদয়। এমন লোকের মেয়েকে বধূরূপে ঘরে আনিতে প্রকাশের মাতার কোন আপত্তি ছিল না, বরং তিনি আগ্রহান্বিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার মধ্যে তিনি একদিন কন্যাকে বিবাহ সম্বন্ধে পাকা কথা-বার্ত্তা বলিয়া ঠিক করিতে পত্র লিখিলেন। উত্তরে কন্যা লিখিল—"মা, এ সব লেখা-লেখির কাজ নয়; চিরদিন যাকে নিয়ে তোমায় সংসার ক'রতে হবে, অন্যের চোখে তাকে দেখ্‌লে ঠিক হবে কেন? তুমি নিজে এসে আগে মেয়ে দেখে যাও, কথাবার্ত্তা পরে হবে।"

প্রকাশের জননী কন্যার বাড়ী আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। শেষে একদিন শরৎ গিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিল; জামাতাকে তিনি পুত্রাধিক ভালবাসিতেন।

বাড়ীতে ধূম পড়িয়া গেল। বৌয়ে বৌয়ে যতই মনোমালিন্য এবং ঝগড়াঝাঁটি হোক না কেন, তিনটি ভাই ছিলেন একেবারে অভেদাত্মা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সর্ব্বেশ্বর ভগ্নস্বাস্থ্য; তিনি নিজের পূজার্চ্চনা ও ছোট ভাই দু'টীর পুত্র কন্যাগুলিকে লইয়া দিন কাটাইয়া দিতেন। মধ্যম জগৎ ও কনিষ্ঠ শরৎ উপার্জ্জনশীল উকীল; কিন্তু প্রত্যেক বিষয়েই তাহারা জ্যেষ্ঠের মুখাপেক্ষী হইয়া আদেশ গ্রহণ করিত। মেজ ও ছোট বৌ যথোচিত শাসনাধীনা হইলেও কলহপ্রিয়-মুখরা বড় বৌকে আঁটিয়া ওঠা কাহারও সাধ্য ছিল না এবং সে চেষ্টাও কেহ করিত না। বাড়ীতে তিনিই

ছিলেন সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ; দেবর ও যায়েরা তাঁহাকে রীতিমত ভক্তি ও সম্মান করিয়া চলিত।

সর্ব্বেশ্বর ও জগৎ ভক্তিভরে মাঐমাকে প্রণাম করিয়া কুশল-বার্ত্তা আদান প্রদানের পর ফিরিয়া গেলে, নিস্তারিণী ও বড়-বৌ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। পাশে বসিয়া কহিল—"আমাদের শাশুড়ী নেই, একবারও কি এসে দেখে যেতে হয় না মা ? আমরা কি তোমার মেয়ে নই ?"

প্রকাশের মা সস্নেহে কহিলেন, "ষাট্—তোমরা যে আমার বড় মেয়ে, সুনীতির চেয়ে তোমাদের দাবীই বেশী।" ঈষৎ অভিমানের সুরে বড় বৌ কহিলেন—"তাই বুঝি এত দিনে মনে পড়লো ? ভাগ্যি প্রকাশ বিয়ের যুগ্যি হয়েচে, নইলে ত তোমার দেখা পেতাম না।"

প্রকাশের মা হাসিয়া কহিলেন,—"তার বিয়ে যে তোমরাই দেবে মা, সে যে তোমাদেরই ছোট ভাই ; সুনীতিও তাকে তোমাদের মত এত ভালবাসে না। বড়-দি মেজ্-দি বল্‌তে প্রকাশ অজ্ঞান—"

সবিনয়ে নিস্তারিণী কহিলেন—"সেটা তার নিজ গুণেরই পরিচয় যে মা। সবাইকে সে ভাল দেখে, আমরা কি-ই বা করি।"

রায় বাড়ীতে সংবাদ গেল। বরদাকান্ত আহারে বসিয়াছিলেন ; গৃহিণী পাখাখানি হাতে করিয়া কাছে বসিয়া কহিলেন - "প্রকাশের মা এসেছেন মেয়ে দেখ্‌তে, আজই দেখানো যাক্, কি বল ?"

কর্ত্তা কহিলেন, "ভালই ত।"

"ওগো, একটু মনোযোগী হও, মেয়ে কত বড় হ'য়ে উঠেছে,

দেখ্‌তে পাচ্ছ? প্রকাশের মত ছেলে ক'টা আছে? কিরণ আমার যেমন অভিমানী তেমনি ঘর-বর মনের মত হয়েচে। পাঁচটার ঘর হ'লে মেয়ের অসুখ অশান্তির সীমে থাক্‌ত না।"

বরদাকান্ত কহিলেন, "কিন্তু পাঁচটার ঘরই ভাল, যথার্থ করে তাতেই সুখী হওয়া যায়।"

গৃহিণী কহিলেন, "সুখ ত কত! রাত দিন সকলেরই মন যুগিয়ে মাথা নীচু করে চল্‌তে হয়। আমার মেয়েরা কখনও তা পারবে না, ওরা কি হাবাতে ঘরের মেয়ে? আপনার বলে গর্ব্ব করবার যার কিছু থাকে, তেজ অহঙ্কারও তাকেই মানায়। ওদের মামা, দাদা মশায়—"

কন্যার মাতুল বংশের সুনাম কীর্ত্তনটা কাণে না তুলিয়াই কর্ত্তা কহিলেন, "আগেই চটো কেন? ফুলীর বিয়ের সময় তুমি যে গোল বাধিয়েছিলে আমার তা' মনে আছে। ভয় নেই, তোমার মেয়েদের দেবর ননদ থাক্‌বে না—এমনি ঘরেই বিয়ে দিতে হবে আমাকে বাধ্য হয়ে; কারণ, ভদ্র সন্তানদের দুর্গতির কারণ হবার পাপটা আর সঞ্চয় করবার ইচ্ছা নেই।"

ফুল কুমারী ইঁহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাহার দু'জন ভাসুর ছিলেন। গৃহিণী এ কথা ঠিক বিবাহের দিন জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মত এই যে, শ্বশুর বাড়ীতে কন্যা সর্ব্বপ্রধানা হইয়া থাকিবে। অগত্যা পক্ষে দেবর না হয় দু'একজন সহিতে পারা যায় কিন্তু ভাসুর—ওরে বাপরে! তা হইলে চিরদিনই বধূ হইয়া বড় যায়ের অধীনে মুখচোরা দাসীর মত হুকুম তামিল করিয়াই দিন কাটাইতে হইবে। অথচ তাঁহার আদরের কন্যার

দুই দুইটা ভাসুর—পিতা হইয়া কোন্ প্রাণে জুটাইয়াছেন। এই মনঃক্ষোভে কর্ত্তার সহিত কলহ করিয়া বিবাহ বাড়ী পরিপূর্ণ লোক-জনের মধ্যে অভিমানে গৃহিণী শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দেন নাই। তখন বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবার উপায় ছিল না, সুতরাং বাধ্য হইয়া কর্ত্তাকে সবই সহিতে হইয়াছিল। বিবাহের অনতিকাল পরেই ফুলকুমারীর অসহনীয় বাক্য যন্ত্রণায় ও কলহপ্রিয়তায় উত্যক্ত হইয়া ভাসুরদ্বয় সস্ত্রীক দেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। এই ঘটনা নানা মুখে অতিরঞ্জিত হইয়া ফুল-কুমারীর যে অখ্যাতি রটনা করিয়াছিল আজও অনেকের তাহা মনে আছে। সুতরাং বরদাকান্তের প্রচ্ছন্ন শ্লেষপূর্ণ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া গৃহিণী উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। "তুমি কেবল আমার দোষই দেখ, ফুলীর বায়েরা কি মানুষ ছিল? পৃথক হবে না তবে কি আজন্ম ভাইয়ের ঘাড়ে চেপে থাকবে? ওদের নিজেদের সংস্থান করতে হবে না কিছু? না কেবল গুষ্ঠীর পেট ভরালেই দিন চল্‌বে; তুমি ত' ফুলীকে ভালবাস খুবই—যে তার ভাল দেখ্‌বে। দেখ্‌তে শুনতে অমন মেয়ে ক'জনার—"

বাধা দিয়া কর্ত্তা কহিলেন, "সে, আমার—আমারও মেয়ে; যাক্, প্রকাশের সঙ্গে কিরণের বিয়েটা দিতে পারলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলেই মনে করব। ছেলের মতই ছেলে সে, আমিও চেষ্টায় আছি; কথাবার্ত্তা সব শরতের সঙ্গেই বলব। তবে তুমি প্রকাশের মাকে বল্‌তে পার যে প্রকাশের উপযুক্ত দান যৌতুক করতে আমি ত্রুটি করব না।"

মহামায়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। দুধের বাটীটা বরদাকান্তের

সাম্‌নে রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিসের দান যৌতুক দাদা ?"

"—ও, তোমারও মত জানা উচিত। কিরণের সঙ্গে প্রকাশের বিয়েটা হয় এ আমাদের সকলেরই ইচ্ছা ; ওদের মত আছে—প্রকাশের মা মেয়ে দেখ্‌তে এসেছেন শুন্‌লাম—তা তুমি কি বল ?"

"তিনি কাল এসেছেন। প্রকাশ জামাই হ'লে ভাগ্যি বল্‌তে হবে দাদা,—রূপ গুণ বিদ্যা কিছুরই ঘাট নেই, বংশও ভাল ; কিরণ বড় হ'য়ে উঠেছে, শীগ্‌গীর বিয়েটা দিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এর পর অমিয়া আছে, সে-ও বিয়ের যুগ্যি হ'য়ে উঠ্‌লো। দাদা, এবার তোমার মোটা রকম টাকাটাই লাগ্‌বে ব'লে বোধ হচ্চে।" বলিয়া মহামায়া ঈষৎ হাসিলেন।

গৃহিণী ননন্দার প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"অমিয়া তরুর চেয়ে ছোট নয় ?" মহামায়া কহিলেন—"মাস কয়েকের ছোট হবে, বেশী নয়।"

"ওই তো হলো ; ছোট, তার আবার বেশী কমি কি ? তরুর কম বাড়ন্ত গড়ন নয়—দেখ্‌তে অমিয়ার চাইতে ঢের বড় দেখায় ; তা তারই নাম গন্ধ নেই, অমিয়ার এখনই কি—"

বরদাকান্ত কহিলেন—"যাক্, যাক্—যে কথা হচ্ছিল তাই হো'ক। মহামায়া, যদি আজই ভাল মনে কর মেয়ে দেখিয়ো, উপযুক্ত আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখো।"

গৃহিণী কহিলেন—"আজই ভাল, শুভ কাজে বিলম্ব ক'রতে নেই।"

মহামায়া বাধা দিলেন—"আজ বৃহস্পতি বার, বারবেলা প'ড়ে এলো যে—"

"আচ্ছা, তবে কালকের দিন ঠিক কর।" বলিয়া গৃহিণীর দিকে একবার চাহিয়া বরদাকান্ত আসন ত্যাগ করিলেন।

সে দৃষ্টির অর্থ গৃহিণী বুঝিলেন। মা হইয়া শুভাশুভ দিনের কথা তাঁহার মনে হয় নাই বলিয়া তাঁহার মাতৃস্নেহে আঘাত লাগিল। এ সব ব্যাপারে ননন্দাকে তিনি চাহিতেন না। উপযাচক হইয়া আসিলে ধৃষ্টতা বলিয়া মনে করিতেন। অথচ সেই মহামায়াকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা ও তাঁহার কথামত মেয়ে দেখিবার দিনও ঠিক করা হইল,—ইহাতে গৃহিণী অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মহামায়া সম্মুখে বলিয়া অগত্যা তখনকার মত নীরব হইয়াই থাকিতে হইল।

শুক্রবার প্রভাতে শরৎদের বাড়ীর সকলকে এবং আরও দু'চার জন প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করা হইল। গৃহিণী বধূদ্বয়ের প্রতি রন্ধনের ভার দিলেন। প্রকাশের জননী নূতন লোক, বিধবা মহামায়াকে এত বেলা অবধি রান্না করিতে দেখিয়া ইঁহাদের ব্যবহারের নিন্দা করিতে পারেন। নূতন লোক—ভিতরের খবর কিছুই জানেন না; উপরটা কেবল দেখিলে সকলেরই অমন দয়া হয়। তথাপি অযথা নিন্দার ভাগী হইয়া দরকার কি; অতএব বড়-বৌ, মেজ-বৌ রান্নার জন্য প্রস্তুত হইয়া স্নান করিতে গেল।

নিমন্ত্রণের রান্না হইতে অনেক বেলা হইবে। বরদাকান্তের

শরীর ভাল নয়। বেলা করিয়া খাইলে তাঁহার অসুখ করে। মহামায়া তাঁহার জন্য রান্না করিতেছিলেন। বড়-বৌ স্নানের পর কেশবিন্যাস করতঃ ধীরে সুস্থে রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"একি, আপনি রান্না চড়িয়েছেন কেন? আজ আমরা রাঁধব যে—"

কড়া হইতে ভাজা মাছগুলি থালায় তুলিতে তুলিতে মহামায়া কহিলেন—"বেলায় খাওয়া দাদার সহ্য হয় না। তাঁকে দুটো রেঁধে দিয়ে যাই। তারপর তোমরা চড়াও।"

ভাঁড়ার ঘরের বারাণ্ডায় গোটা পাঁচ ছয় তরকারীর ঝুড়ি লইয়া বসিয়া গৃহিণী কুটনা কুটিতেছিলেন। তাঁহার কাছে কিরণ গহনার বাক্সটা লইয়া বসিয়া কোন জিনিসটা পরিলে মানাইবে ভাল, মায়ের সহিত তাহারই পরামর্শ করিতেছিল। বড়-বৌ গম্ভীর মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল—"মা, পিসি-মা বাবার জন্যে রাঁধছেন—"

গৃহিণী বিস্মিত হইয়া চাহিলেন। "কেন?"

বৌ কহিল "বেলায় খেলে নাকি বাবার অসুখ করে, সেইজন্যে—"

গৃহিণী ভ্রুকুটী করিয়া কহিলেন—"দরদ দেখ, সাত তাড়াতাড়ি খেতে দিয়ে জানাবেন, উনিই যত্ন করতে জানেন,—আমরা কেউ কিছু করিনে। কেন বাপু এত তাগাদা, এত রকম রান্না হবে একটু দেরী না হয় হ'লই বা; যাও, বারণ করগে, এত সকালে রান্নার কোন দরকার নাই। সবতাতেই এত গিন্নীপণা কেন বাপু। যা আমি দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারিনে তাই—"

বড়-বৌ গিয়া শাশুড়ীর আদেশ জ্ঞাপন করিল। শুনিয়া মহামায়ার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল; কহিলেন—"দাদা সন্ধ্যার পরেই ত খান। সব জিনিষ তাঁর জন্যে আগে আলাদা ক'রে রাখলেই চল্‌বে, শেষে গরম ক'রে দিও। আমার রান্না হয়েছে, তোমরা এসো।"

বড়-বৌকে আর যাইতে হইল না। কথাগুলি একটু জোরেই বলা হইয়াছিল। গৃহিণী স্বকর্ণেই শুনিতে পাইয়া পাল্টা জবাব দিলেন—"আমিও বলি, তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি ঠাকুরঝি। আমরা কি সারাদিন ওকে না খাইয়ে রাখতাম? না আমাদের শরীরে মানষের আক্কেল নেই, যে তুমি—"

বরদাকান্ত বহির্ব্বাটী হইতে অন্দরে আসিতেছিলেন। প্রশ্ন করিলেন—"কি হ'য়েছে তোমাদের?"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—"হবে আবার কি। তুমি মনে কর, সারাদিনই আমরা ঝগড়া ক'রি, না? তোমার বোন তোমার জন্যে রাঁধছেন গো। নইলে নন্দঘোষের বাড়ীতে তোমার খোঁজ ক'রত কে? আমরা ত সব ম'রে রয়েছি—"

"বেশ ত'—বেশ ত' কি হয়েছে তাতে—" বলিতে বলিতে গৃহিণীর কথায় বাধা দিয়া প্রসন্নকান্তি বরদাকান্ত রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন—"রান্না কি হ'য়েছে মায়া? আমি তাহ'লে স্নান করে নিই; আজ একটু সকালেই কোর্টে যাবার দরকার ছিল; তা বেশ করেছিস্।"

কিরণ মৃদুকণ্ঠে কহিল—"বাবার জন্যেই পিসিমা অত আস্কারা পান।"

নিগৃহীতা

বড় বৌ ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—"বাবা আমাদের চেয়ে—অমিয়ার চেয়েও তরুকে বেশী ভাল বাসেন; নইলে কি ওঁর অত বাড়াবাড়ি হতো?"

গৃহিণী রোষপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া কহিলেন—"কি রাঁধছেন গা তোমাদের ঠাকুরুণ?"

বড় বৌ মৃদুকণ্ঠে কহিল—"মুগের ডাল আর মাছের ঘণ্ট আগেই হয়েছিল—এখনো ত' সব মাছ কোটা হয়নি; আমি যখন বাটি মাছ ভাজা নামিয়ে মাছের ঝোল চড়িয়েছিলেন। ছোট্টো উনুনে জ্বাল দিয়েছেন।"

"আচ্ছা—আচ্ছা হয়েছে, খুব কাজের লোক বুঝলাম; এবারে যাও তোমরা। মাছ এখনো কোটা হয়নি কেন? রান্না কখন হবে?"

"—অত মাছ বিন্দি একা পারছে না—কিশোরটাকে ডেকে দিন না ওকে—" বলিয়া বড় বৌ চলিয়া গেল।

স্নান করিয়া আসিয়া নন্দাকান্ত আহারে বসিলেন। গৃহিণীর আদেশক্রমে ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায়ই খাবার জায়গা দেওয়া হইল। কারণ আজ তিনি কুটনা কোটা ফেলিয়া আহারের কাছে যাইতে পারিবেন না।

খাবার সাজাইয়া দিয়া মহামায়া কাছে বসিলেন। ভাঁড়ার ঘরের পাশেই হবিষ্যের ঘর; সেখান হইতে প্রচুর ধোঁয়া বাহির হইতেছিল। মহামায়া ডাকিয়া কহিলেন—"তারা, তোর মামার দুধ জ্বাল হয়েছে?"

ধোঁয়ায় চোখ মুখ লাল করিয়া তারা দরজার সামনে

আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"হ'য়েছে—যাচ্ছি। উনুন নিবে গেল মা।"

মহামায়া কহিলেন—"যাক্‌গে তুই দুধ নিয়ে আয়।"

তারা দুধের বাটী আনিয়া পাতের কাছে রাখিল। বরদাকান্ত সহাস্যে কহিলেন—"পাগ্‌লীটা খুব কাজের লোক হচ্ছে না মায়া? ওর শাশুড়ী পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে খাবে দেখ্‌চি।"

বড় মিষ্টি কুমড়োটা বটির উপর ফেলিয়া জোর দিয়া সেটাকে দু'খানা করিতে করিতে অর্দ্ধস্বগত ভাবেই গৃহিণী কহিলেন—"সেবা ক'রবার লোকের দরকার আছে বটে,—কিন্তু সেবা নেবার লোকও চাই;—দু' রকম লোকই আছে, নইলে সংসার চলত না।"

ভ্রাতা ভগিনী কেহ কথা কহিলেন না। তারা একবার মামী-মার অপ্রসন্ন গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

নিমন্ত্রণ ব্যাপার সাঙ্গ হইতে বেলা ২টা বাজিয়া গেল। বড় দালানের বারেণ্ডায় (গৃহিণীর খাস্ মজলিশ ঘরের বারেণ্ডা) বসিবার জায়গা করা হইয়াছে। ধব্‌ধবে সাদা চাদর বিছানো সুদীর্ঘ বিছানার উপরে বর্ষীয়সিগণ বসিয়া কন্যা আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রকাশের মা সহাস্যমুখে সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। তাঁহার পাশেই গৃহিণী বসিয়াছিলেন।

একে একে মহিলাগণ আসিয়া বসিলেন। ঝি রূপার ডিস্ ভরিয়া পান আনিয়া রাখিয়া গেল। গৃহিণী ঘরের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"বৌমা, কিরণকে নিয়ে এসো।"

ঘরের মধ্যে মধুর শব্দে অলঙ্কার বাজিয়া উঠিল। উৎসুক

হইয়া সকলে দ্বারের দিকে চাহিলেন ; সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারভূষিতা বেণারসী সাড়ী পরিহিতা কিরণ বড় বৌয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং প্রকাশের মাকে প্রণাম করিয়া মাকে প্রণাম করিল : তারপর সমাগত নারীবৃন্দের উদ্দেশে একটি নমস্কার করিয়া আনতমুখে দাঁড়াইল।

প্রকাশের জননী স্মিতমুখে কন্যার দিকে চাহিয়া তাহার হাত ধরিয়া কোলের কাছে বসাইলেন। চিবুক ধরিয়া মথখানি তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া দেখিয়া সস্নেহে কহিলেন—"বেশ মেয়ে, তোমার নাম কি মা ?"

কিরণ মৃদুস্বরে কহিল —"কিরণশশী রায় !"

একজন কৌতুকপ্রিয়া রমণী কহিলেন—"রায় কেন,—বোস্ বল।"

প্রকাশের মা কহিলেন—"আজ এখনও তো হয় নি, কেন ওকে লজ্জা দাও।" বলিয়া অঞ্চল হইতে একজোড়া মুক্তার ইয়ারিং খুলিয়া কিরণের কানে পরাইয়া দিলেন এবং তাহার কান ও ইয়ারিং খুলিয়া গৃহিণীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন—"তুমি আর কোন গহনা বাকী রাখনি ভাই।"

গর্ব্বমুখে ঈষৎ হাসিয়া গৃহিণী কহিলেন—"আমার মেয়েকে মনে ধরল তোমার ?"

প্রকাশের মা কহিলেন—"প্রতিমার মত মেয়ে তোমার,—অপছন্দের কি আছে বল ?"

ইয়ারিং পরিয়া কিরণ আর একবার প্রকাশের মাতাকে প্রণাম করিল। তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া সস্নেহে তিনি কহিলেন—

"বেঁচে থাক মা—রাজরাণী হও," পরে গৃহিণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন—"এখন বাকী রইল তোমাদের ছেলে দেখা।"

গৃহিণী কহিলেন—"প্রকাশ আমাদের ঘরের ছেলে, নতুন ক'রে আর দেখ্‌তে হবে না; তবে পাকা আশীর্ব্বাদ বিয়ের দিন সকাল বেলাই হবে—কি বল? সেটা উনি নিজে ক'রবেন কি না।"

আরও কিছুক্ষণ গল্প-আলাপের পর প্রায় সন্ধ্যার সম-সময়ে সভাভঙ্গ হইল। নিজের বাটীতে পা দিয়াই সুনীতি মাকে কহিল—"মা, মেয়ে কেমন দেখ্‌লে বল!"

স্নেহময়ী জননীর চিত্তে কিরণের ছবিখানি বধূরূপেই অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল; কহিলেন—"বৌ ক'রবার মত বটে।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল—"কিন্তু, মা ক্ষীরের ধার, তোমায় সাত ঘাটের জল খাইয়ে দেবে তা' বলে রাখ্‌চি কিন্তু।"

মাতা কপট ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"যা-যা ভাংচি দিস্‌নি—দুষ্টু মেয়ে কোথাকার।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল—"না মা, সত্যি বলচি ভারি দজ্জাল মেয়ে—দেখ্‌লে না চেহারা? যেন খাঁড়ার মত ধারালো—কোমল লাবণ্য একটুও নেই, কোমলতার ধারও ধারে না। স্বভাবও খাঁড়ার মতনই কিন্তু—"

মা কহিলেন—"তা হোক গে, আমরা ঠিক ক'রে নেব। বাছা বনের পশু ভালবাসায় বশ হয়, আর মানুষ পোষ মানবে না?"

সুনীতি একটু হাসিয়া কহিল—"মা, তা' নয়, আমার বড় ভাসুর ত মহাদেব: অথচ মা-টি উগ্রচণ্ডা। এতদিনেও কৈ পোষ

মানলে ? বাবারে, কেউ শুনে ফেল্‌লে নাকি !" বলিয়া ভীতভাবে একবার চারিদিকে চাহিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

জননীর প্রসন্নমুখে চিন্তার ছায়া পড়িল। একটু ভাবিয়া কহিলেন—"তা' চেহারাটায় যেন কেমন লক্ষ্মীশ্রী নেই, একটু কাঠ কাঠ ধরণ—তা' হোক নিখুঁত সুন্দর কোথায় পাওয়া যায় বাছা ? মেয়েটিকে মনে আমার বেশ ধ'রেছে— না হয় আমরা একটু স'য়ে থাকব। তারপর প্রকাশ নিজে যেমন বৌকেও তেমনি ক'রে আস্তে আস্তে গড়ে' নেবে। আমরাও ছেলে বেলা এমন ভালমানুষটী ছিলাম না, কিন্তু শ্বশুর বাড়ীতে এসে যেদিক ফিরিয়েছে সেই দিকেই ফিরেছি। যা বলিস্ বাছা, মেয়েটিকে বেশ লাগ্‌ল আমার।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল—"তা লাগবে না, ছেলের বৌ মনে ক'রেই তুমি তাকে দেখেছ যে—" বলিতে বলিতে নিস্তারিণীকে দেখিতে পাইয়া সে চুপ করিল।

নিস্তারিণী আসিয়া কাছে বসিলেন। কহিলেন- "মেয়ে পছন্দ হ'ল মা ?"

"হাঁ মা, বেশ মেয়ে দেখ্‌লুম।"

নিস্তারিণী কহিলেন—"তা হ'লে তুমি আর দেরী করো না মা। অগ্রহায়ণের প্রথমেই বিয়েটা দিয়ে দাও।"

সপরিহাসে সুনীতি কহিল—"মা, নিজে রেঁধে আজীবন খেতে হবে তোমাকে, কিরণ রাঁধ্‌তে জানে না।"

প্রকাশের জননী জিজ্ঞাসু নয়নে নিস্তারিণীর দিকে চাহিলেন। নিস্তারিণী কহিলেন—"মায়ের আদুরে মেয়ে, কোন কাজ করতে দেয় না" বলিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন— "করতেও চায় না ; বই

টই নিয়ে ব'সে থাকতেই ভালবাসে। তা বৌয়ের কাজের জন্যে তোমার কি আটকাবে মা ?"

প্রকাশের মা কহিলেন—"তা' হ'লেও রান্নাটা অত বড় মেয়েকে শেখানোই মায়ের উচিত ছিল। তবে নিজের সংসার হ'লে সবই শিখে নিতে হবে। তখন নিজে থেকেই সব ক'র্‌বে।"

নিস্তারিণী হাসিয়া কহিলেন—"যদি রাঁধুনী ভাজ চাস্ ছোট বৌ, তবে প্রকাশের সঙ্গে ঐ তারার বিয়ে না হয় দে'।"

প্রকাশের মা প্রশ্ন করিলেন—"তারা কে ?"

নিস্তারিণী কহিলেন—"ঐ যে মেয়েটিকে দেখ্‌লে ছোট বৌয়ের কাছে বসেছিল ?"

"হ্যাঁ, দেখেছি ত! দু'হাতে দু'গাছা চুড়ি শুধু, ও ত' গিন্নীর ভাগ্নী ; তা' ও মেয়েটিও ত' বড় হ'য়ে উঠেছে, ওর বিয়ের কিছু ঠিক ঠাক্ হলো ?"

নিস্তারিণী কহিলেন—"তুমিও যেমন মা 'কার গোয়ালে কে দেয় ধূয়ো।' নিজের এক পয়সা সম্বল নেই তার উপর গিন্নীও তেমনি শক্ত ; মেয়েও ফরসা নয় এই ব্রাহস্পর্শের পাকে প'ড়ে ওর কি আর বিয়ে হবে মনে করেছ ?"

"আহা, মেয়েটির চেহারা বেশ লক্ষ্মীশ্রী অথচ এমন কপাল—" বলিয়া প্রকাশের মা ব্যথিত ভাবে নিশ্বাস ফেলিলেন। সুনীতি কহিল—"ঠাট্টা নয় মা, মেজদি যা বল্লে সত্যিই ; মেয়েটি খুব কাজের, ওর মা বেশ শিক্ষিতা, মেয়েকে লেখাপড়াও শিখিয়েছেন—দোষের মধ্যে কপাল মন্দ।"

নিস্তারিণী গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন—"হুঁ মেয়ে

নয় যেন কেউটে সাপ বাবা, কি রাগ! মুখে কিছু বলবে না সাপের মত আপনা আপনি গজরাবে; বাড়ীর কারও সঙ্গে মিল নেই। ছোট বৌ, বিশল্যকরণী যোগাড় করে নে আগে, তার পর তারাকে বৌ ক'রবার কথা মনে আনিস—" বলিয়া নিস্তারিণী খুব খানিকটা হাসিলেন।

সে হাসিতে কেহ যোগ দিল না। সুনীতি একটু গম্ভীর ভাবে কহিল—"বিশল্যকরণী কার দরকার হয় দেখা যাবে—" বলিয়া সে উঠিয়া কাজে চলিয়া গেল।

সার্ট গায়ে দিয়া বোতাম পরাইতে পরাইতে প্রকাশ ঘর হইতে বাহির হইল। সে যে ঘরে ছিল কেহ জানিতেন না; নিস্তারিণী একটু সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া বসিলেন। প্রকাশ চলিয়া গেল।

৪

তারা প্রভাতেই মায়ের সঙ্গে স্নান করিত। মহামায়া প্রাতঃ-সন্ধ্যা সারিয়া রান্নাঘরে আসিতেন। তারা নিরামিষ ঘরের উনুন জ্বালিয়া দুধ জ্বাল দিয়া রাখিয়া মায়ের জন্য রান্না চড়াইয়া দিত।

বড় বৌ বরদাকান্তের জন্য চা এবং খাবার প্রস্তুত করিত। প্রাভাতিক জলযোগের সময় নিত্য বরদাকান্ত তারাকে ডাকিতেন। পুত্রকন্যা নাতি নাতিনীর সঙ্গে তারাও তাঁহার প্রসাদভাগী হইত। কিন্তু তারপরে ভাঁড়ার ঘর অথবা রান্নাঘরের বারেণ্ডায় মহাকলরবের সহিত প্রাতরাশ সম্পন্ন হইত; তারা তাহাতে যোগ দিত না। মাছের ঘরেও সে খাইত না। তাহার জন্যই গরজ

করিয়া মহামায়াকে দ্বিতীয় বারের স্নান এবং সন্ধ্যা সারিয়া আসিতে হইত।

আজ গৃহিণী রান্নাঘরে নিজেই ছেলেমেয়েদের খাবার দিতে-ছিলেন। মহামায়াকে কহিলেন—"ঠাকুরঝি, তারাকে খেতে বল এসে!"

আদেশ অনুসারে মহামায়া ডাকিলেন—"তারা, খাবি আয়।"

উচ্চ কণ্ঠে তারা উত্তর করিল—"কোন ঘরে?"

"এই ত' এখানে, তোর মামী সবাইকে দিচ্চেন।"

তারা কহিল—"ওখানে গেলে তোমার এ ঘরে আর আসতে পারব না যে।"

মহামায়া কহিলেন—"নাই-বা পারলি, আমি—না' হয় ক'রে নেব এখন।"

"তা হবে না"—বলিয়া তারা আপন কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল।

গৃহিণী কহিলেন—"আইবুড়ো মেয়ের বিধবার মত অমন বাচ বিচার কেন? সবই সৃষ্টি ছাড়া বাপু!"

কিরণ কহিল—"ঐ সব মেয়েরাই বিয়ের পরে বিধবা হয় না মা?"

কথাটা মায়ের কানে বাজিল। দীপ্তনেত্রে তিনি একবার কিরণের দিকে চাহিলেন। গৃহিণীর সঙ্গে চোখো চোখি হইল; মহামায়া নীরবে মুখ ফিরাইলেন। গৃহিণী অন্তরে একটু লজ্জিত হইলেন। তিরস্কারের চেয়ে নীরবতাই অনেক সময় বেশী মর্ম্মভেদী হয়।

নিগৃহীতা

বেলা প্রায় বারটা বাজে। তারা রান্না সারিয়া ঘরের সম্মুখে বসিয়া এক কুলা খই বাছিতেছিল। প্রবোধ আসিয়া ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। চাহিয়া দেখিয়া তারা কহিল—"দাদা, আমার কবিতা মুখস্থ হয়েচে, কখন নেবে ?"

প্রবোধ বিস্মিত ভাবে কহিল—"সে কিরে, অত রাত্রে দিলাম—মুখস্থ ক'রলি কখন ?"

"এখনি—" বলিয়া তারা খাতাখানা দেখাইল। প্রবোধ ডাকিল—"অমিয়া---অমিয়া—"

অদূরে পেয়ারা গাছের নীচে বসিয়া অমিয়া পুতুল গড়িতেছিল—কাদামাখা হাতে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রবোধ কহিল—"আজ দুপুর বেলায়ই তোদের পরীক্ষা নেব, তৈরি হয়েছে ?"

স্বর টানিয়া অমিয়া কহিল—"বা—রে, আমার কবিতা এখনো মুখস্থ হয়নি যে—আমি মনে ক'রেছি দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে ক'বব।"

প্রবোধ বিদ্রূপ করিয়া কহিল—"কি, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ? এক সঙ্গেই ত দিয়েছি। তাবার মুখস্থ হ'ল কি করে ?"

—"ওর যেন কোন কাজ নেই, আমার ত তা নয় ? পরশু আমার মেয়ের বিয়ে—সব পুতুলের কাপড়ে পাড় বসা'তে হ'ল না ? আর এই ত পুতুল গড়্‌চি, তুমিই বলেছিলে—"

"দাদা---এই দেখ, আমিও গড়েচি—" বলিয়া তারা উনানের ধার হইতে দু'টা মাটির বেগুন ও একটা আম আনিয়া দেখাইল।

প্রবোধ কহিল—"তা হ'লে কাল বিকেলেই পরীক্ষাটা নেওয়া

যাবে। অমনি আর টুনিকে বলে দিস্—প্রকাশও কাল সকাল বেলাই এসে পৌঁছবে হয়ত’।”

“এবার কি জিনিস আন্‌তে দিয়েছ দাদা?”—বলিয়া তারা উৎসুক চোখে প্রবোধের দিকে চাহিল।

“সে দেখ্‌তে পাবি তখন—” বলিয়া প্রবোধ স্নান করিতে চলিয়া গেল। পুতুল গড়িতে গড়িতে অমিয়া কহিল—“এবার ফার্ষ্ট প্রাইজ আমি নেবো—আষাঢ় মাসের টা তুমি নিয়েছিলে।”

তারা কহিল—“তার আগেরটা তুমি নিয়েছিলে যে?”

“তা হোক্ এবারকারটা আমারি—” অমিয়ার কথার উত্তরে তারা কহিল—“যে ফার্ষ্ট হবে, সেই পাবে ”

ভ্রূ’টী একটু টানিয়া অমিয়া উত্তর করিল—“আমিই হব দেখো।”

স্নান পূজা সারিয়া মহামায়া আসিলেন। তারা কহিল—“মা, পিঁড়িখানা কোথায় রেখেছ?”

মহামায়া কহিলেন—“বাক্সের পেছনেই রয়েছে—মাঝের পদ্মটায় আরও একটু লাল রং দিতে হবে; রাত্রিতে ভাল বোঝা গেল না।”

তারা মায়ের কাছে আল্‌পনা দিতে শিখিতেছিল। রাত্রি জাগিয়া একখানা পিঁড়িতে সে আল্‌পনা দিয়াছে। কহিল—“কাউকে বোলোনা মা।”

পরদিন বিকালে দালানের বারেণ্ডায় সভা বসিল। প্রবোধ, তারা ও অমিয়াকে যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছিল। মাঝে মাঝে ইহাদের চিত্রাঙ্কন, মূর্ত্তি গঠন, বিশুদ্ধ রচনা, কবিতা আবৃত্তি

করিতে দিয়া পুরস্কৃত করিয়া উৎসাহিত করিত। পাড়ার আরও দু'তিনটি বালিকা প্রবোধের ছাত্রী ছিল। প্রতি তিন মাস অন্তর পরীক্ষা গ্রহণ এবং পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা ছিল।

সভার মাঝখানে গৃহিণী জাঁকাইয়া বসিয়াছিলেন। এসব ব্যাপারে তিনিও খুব উৎসাহ দিতেন। তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকজন বর্ষীয়সী উকীলগৃহিণী বসিয়াছিলেন। পরীক্ষার্থিনী বালিকাগণ আপন আপন নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ও খাতাপত্র লইয়া উপস্থিত হইল।

প্রকাশকে লইয়া প্রবোধ আসিয়া তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিল। প্রকাশ কলিকাতায় গিয়াছিল। তাহারই কাছে এবার-কার প্রাইজ আনিতে দেওয়া হইয়াছিল; এ খরচ প্রবোধের নিজের।

চামড়ার ছোট বাক্সটি খুলিয়া গৃহিণীর কাশীর সুরতি, মেজ বৌয়ের শাঁখা, অমিয়ার চুলের ফিতা, ছোট নাতিটীর কাঠের ঘোড়া ইত্যাদি ফরমায়েসী জিনিসগুলি বাহির করিয়া দিয়া পাঁচ-ছয়টি কাগজের মোড়ক প্রকাশ নিজের কাছে রাখিল। এ সভায় শুধু কিরণ ছিল না। কিন্তু তাহার দর্শনের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। ঘরের জানালা খুলিয়া সে ও মেজবৌ বসিয়াছিল।

"দেখি কি এনেছিস্—" বলিয়া প্রবোধ মোড়কগুলি খুলিতে লাগিল। শ্বেতপাথরের কারুকার্য্যময় চারিটি সুন্দর কৌটা, আর অপেক্ষাকৃত বড় একটি বাক্স—এটি ফাষ্ট´প্রাইজের জন্য প্রকাশ নিজ ব্যয়ে আনিয়াছে। জিনিসটি ভারি সুন্দর—লাল রংয়ের পাথর বসানো চমৎকার কারুকার্য্যযুক্ত,—দেখিয়া বালিকাদের

চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গৃহিণী সহাস্যে বাক্সটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া কহিলেন—"এনেছ ত, কিন্তু কাকে মনঃক্ষুণ্ণ ক'রবে বল? সবার চোখই যে ঐ—"

প্রকাশ হাসিয়া কহিল—"তিনমাস বইত নয়? ওটা দেখে এদের উৎসাহ বাড়বে, পরের বার আরও ভাল দেখে জিনিস আনানো হবে।"

ঘরের ভিতর হইতে কিরণ মৃদুস্বরে কহিল—"ওটা অমিয়ার বরাতেই আছে; তা হ'লেই আমার টেবিলে আসবে।"

গৃহিণী জানালার কাছেই বসিয়াছিলেন। কন্যার কথা শুনিতে পাইয়া ঈষৎ হাসিলেন। পরীক্ষা আরম্ভ হইল। মাটির জিনিসগুলির মধ্যে অমলার শশা ও কলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। আকারেও ঠিক বাস্তব জিনিসটির মত,—কোন খুঁৎ নাই। টুনি ও অমিয়ার পটল, বেগুন এবং নাসপাতি মন্দ হয় নাই। তারার মাটির জিনিস ভাল হয় নাই, গড়ন বড় বেখাপ্পা হইয়াছে। তারপর চিত্রাঙ্কন—ড্রইংবুকের পাতায় টুনির গোলাপ ফুলটি সুন্দর ফুটিয়াছে। অমলার কোকিল পাখী মন্দ হয় নাই। তারার ময়ূর ও অমিয়ার বিড়াল একটুও ভাল হয় নাই।

সর্ব্বশেষে আবৃত্তি। বিষয়টি কুরুক্ষেত্র কাব্যের একটি অধ্যায়; তিন জনের পর তারার পালা, খাতাখানা প্রবোধের হাতে দিয়া তারা ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিতে লাগিল। নিশীথে রণক্ষেত্রে সুভদ্রার আহত পরিচর্য্যার সকরুণ কাহিনীটি তারার মিষ্ট মধুর কণ্ঠে বিশুদ্ধ ভাবে উচ্চারিত হইয়া প্রত্যেকের হৃদয় স্পর্শ করিল। তাহার ভাস্কর-শিল্প ও চিত্রাঙ্কনের সব দোষ-ত্রুটি ঢাকিয়াই

যেন তাহার মধুর করুণ সুর ক্রমশঃ উচ্চ ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতে শুনিতে অনেকের চোখে জল আসিয়া পড়িল।

শিক্ষক মুস্কিলে পড়িয়া গেল। ফার্ষ্ট প্রাইজটি এখন কাহার প্রাপ্য—অমলা ত' দুই বিষয়ে প্রথম হইয়াছে। আবার তারা এক কবিতা আবৃত্তি করিয়াই সকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে; প্রত্যেকের সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে বিচার করিতে হইবে ত', নহিলে শিক্ষকত্বের মহিমা বজায় থাকে কই?

তারা উঠিয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আলপনা দেওয়া পিঁড়িখানি ও দু'খানা ভাঁজ করা নূতন রুমাল আনিয়া প্রবোধের সামনে রাখিল। রুমাল দু'খানার কোণে কালো রেশমে প্রবোধ ও প্রকাশের নাম লেখা, রুমালের কিনারার কাজটিও বেশ পরিস্কার ও সুন্দর। আলপনাটিও সুচিত্রিত, রং মিলাইয়া দেওয়ায় দেখিতে মনোরম হইয়াছে। মাঝখানে "মেজ দাদা" লেখা।

এই দু'টি জিনিস এবারকার পরীক্ষায় তারার নিপুণত্ব ও নূতনত্বের নিদর্শন, শিক্ষকদ্বয়ও রুমাল দু'খানি উপহার পাইয়া সন্তুষ্ট; সুতরাং সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে প্রথম পুরস্কার তারাই লাভ করিল।

গৃহিণী ঈষৎ অপ্রসন্ন হইলেন। প্রবোধ সহাস্যে কহিল—"তারা এবার একটা নূতন পথ দেখালে। সত্যিই ত, বিনালাভে তোদের জন্যে কেন খেটে ম'রব আমরা,—এবার থেকে কম্ফার্টার, রুমাল, ষ্টকিং, ঘড়ির কার এই সব আমাদের জন্যে তোরা তৈরি করবি। আর এই রকম আলপনা দেওয়াও শেখা

চাই। পিঁড়িটা আমার জন্যে ঠিক ক'রে রাখিস তারা, ওটায় আমি দু'বেলা বসে খাব।"

সবচেয়ে অপ্রসন্ন ও রুষ্ট হইল অমিয়া। একে ত তাহার এত সাধের ও আশার জিনিসটী তারা রাক্ষসী পাইল। তার উপর আবার ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় আরও দু'টি বিষয় তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়ায় তারার উপর সে ভয়ঙ্কর রুষ্ট হইয়া উঠিল। বাহাদুরি ক'রে মেয়ে আবার রুমাল বুনতে গেছেন। পরীক্ষার এই তিনটা বিষয়ই তাহার ভাল আসে না। মায়ের সাহায্য লইতে হয়। এর উপরে আবার আল্‌পনা আঁকিতে ও গলাবন্ধ বুনিতে গেলে যে তার একটা পুরস্কারও পাইবার আশা থাকিবে না।

প্রকাশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল—"রাগ ক'রলে কি হবে অমিয়া? ফার্ষ্ট প্রাইজ এবার তুমি নেবে মনে ক'রেই যে আমি ওটা এনেছিলুম। তোমার বরাতে নেই, আমি কি ক'রবো বল? আচ্ছা এবার তুমি মন দিয়ে কাজ কোরো—সামনের বারে ওর চেয়ে ভাল জিনিস তোমায় এনে দেবো।"

এ কথায় অমিয়ার রাগ পড়িল না। মায়ের গা ঘেঁসিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

প্রাইজ দেওয়া হইল। প্রবোধ ও প্রকাশকে প্রণাম করিয়া বালিকাগণ পুরস্কার গ্রহণ করিল। প্রবোধ কহিল—"এবারকার ফার্ষ্ট প্রাইজ প্রকাশ দিচ্চে ওরই হাতে থেকে নাও।"

প্রকাশ অমিয়ার জন্যই পছন্দ করিয়া বাক্সটি আনিয়াছিল এবং নিজ হাতে তাহাকে দিবে মনে করিয়াছিল। ঘটনা অন্যরূপ হওয়ায় সেও মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তারা

যখন তাহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল, তখন জিনিসটি তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া তাহার অচঞ্চল কালো চোখ দু'টির প্রতি চাহিয়া প্রকাশ আপনার মনে লজ্জিত হইল। সেও ত বিনাপণে দান গ্রহণ করে নাই, তবু এ কি কৃতার্থতা! এমন নীরব অকপট ধন্যবাদ যে দাতাকে কুণ্ঠিত করিয়া দেয়!

সন্ধ্যার পরে মহামায়া বারেণ্ডায় বসিয়া মালাজপ করিতে-ছিলেন; ধীরপদে তারা আসিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল—"বাক্সটায় কি রাখ্‌ব মা? আমার কিছু নেই যে—"

একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস জননীর বুক ঠেলিয়া উঠিতে চাহিল; সেটাকে চাপিয়া মৃদুকণ্ঠে তিনি কহিলেন—"কি আর রাখ্‌বে, অমনি তুলে রেখে দিয়ো।"

তারা পুনরায় কহিল—"না মা, তুমি কিছু জান না; মামীমা বল্‌ছিলেন, কৌটো বাক্স অমনি রাখ্‌তে হয় না। কিরণদির মত হার ওর ভেতরে রাখলে বেশ মানায় না? আচ্ছা, কৌটোটা সুরেনকে দিই না? সে ছেলেমানুষ যে মা, তারও নিতে ইচ্ছে করে; আমি দু'টো দিয়ে কি করব?"

মহামায়া কহিলেন—"বেশ্‌ ত' দাও।"

সেই সময় প্রবোধ ও প্রকাশ মহামায়ার ঘরের পাশ দিয়া প্রবোধের ঘরে তাস খেলিবার জন্য আসিতেছিল। চক মিলানো দালানের বৈঠকখানা ঘরের বামপার্শ্বের ছোট ঘরখানাই প্রবোধের এবং সেটা মহামায়ার ঘরের অতি সন্নিকটে।

তারার কথা শুনিয়া প্রবোধ কহিল—"ওর বিয়ের সময় আমি ওকে একটা ভাল হার গড়িয়ে দেবো; এ ক্ষোভ রাখ্‌ব না—"

প্রকাশ হাসিয়া কহিল—"পাবে কোথায় ? এখনও ত উপার্জ্জনশীল হওনি।"

টেবিলের উপর হইতে তাসজোড়া বিছানায় ছুড়িয়া দিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে প্রবোধ কহিল—"যেখান থেকে পারি ; না হয় আমার ঘড়ি চেন ভেঙ্গে দেব।"

তারা সুরেনকে ডাকিয়া আনিল ; কৌটাটি তাহাকে দিয়া কহিল—"এইটা দিয়ে তুমি খেলা কোরো ভাই।"

আনন্দিত বালক সকলকে নবলব্ধ খেল্না দেখাইতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই ও ঘর হইতে কিরণের রুষ্ট তর্জ্জন শোনা গেল—"লক্ষ্মীছাড়া, ক্যাঙ্লা ছেলে, চেয়ে এনেছ ?"

গৃহিণী মেয়েকে একটা ধমক দিলেন।

"এনেছে বেশ্ ঘরের জিনিস ঘরেই থাক্। মেয়েটা তবু পরাণ ধ'রে দিয়েছে ; অমিয়া ত খুঁটিনাটি নিয়ে রাতদিন সুরোর সঙ্গে ঝগড়া করে।"

জননীর কথার উত্তরে কিরণের কণ্ঠ আরও একটু উচ্চে উঠিল—"হ্যাঁ, ভালবেসে দিয়েছে কি না তুমিও যেমন ! বলে বানরের গলায় মুক্তাহার,—কদর বোঝেনা কাজেই দিয়েচে। দাতা ভারি ! 'চালচুলো নেই দাতা গিরি'।"

তারার দু'টী চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। অন্ধকার বারেণ্ডায় তখনও মাতাপুত্রী বসিয়া ; আস্তে আস্তে মায়ের কোলের মধ্যে মুখ রাখিয়া তারা কহিল—"আচ্ছা মা, আমার কি সবই দোষ ?"

মহামায়া তারাকে বুকে টানিয়া লইলেন। রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—"কি জানি মা, ভগবান জানেন।"

প্রবোধ ও প্রকাশ সব শুনিতে পাইল। তারার সকরুণ মৃদুকণ্ঠের প্রশ্নে প্রবোধের চোখে জল আসিয়া পড়িল। পিতার মতই সে উদার ও কোমলহৃদয়।

প্রকাশ নীরবে রহিল। অন্দরের দিকের মুক্ত দরজাটা বন্ধ করিতে করিতে প্রবোধ নিজের অবিবেচকতাকে ধিক্কার দিল। দু'দিন পরে যে জামাই হইবে, পারিবারিক কথাবার্ত্তা এমন ভাবে তাহাকে শোনানো কতটা অনুচিত তাহা প্রবোধ মনে মনে বুঝিল। বিশেষতঃ, কিরণের এমন মুখরতা প্রকাশের পক্ষে কতখানি প্রীতিপ্রদ যে হইতে পারে, তাহাও তাহার অগোচর ছিল না। প্রকাশ তাহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু, সেই জন্যই বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাকে সঙ্কোচ, সমীহ করিয়া চলিতে প্রবোধের মনে থাকে না; অথচ তাহার ফল তিক্তরসে ভরিয়া উঠে।

প্রবোধ একবার প্রকাশের মুখের দিকে চাহিল। কিছু বলিলেও সেটা অযাচিত কৈফিয়তের মতই শ্রোতার কানে বাজিবে। অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া প্রবোধ মনে মনে স্থির করিল, বিবাহের পূর্ব্বে কখনও আর প্রকাশকে এ বাড়ীতে—অন্ততঃ, এ ঘরে আনিবে না।

আনত মুখে সে তাস খেলিল, কিন্তু খেলা ভাল জমিল না।

সুনীতি মুখে চোখে রাগের ভাব আনিয়া ভ্রাতাকে শাসন করিতেছিল—"তুই অত ঘন ঘন ওদের বাড়ী যাস নে।"

প্রকাশ হাসিয়া কহিল—"কেন? ওরা মনে ক'রবে আমি বিয়ের জন্তে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছি—না?"

"তা বই কি, নিমন্ত্রণ ক'রলে যাবি, নইলে নয়। মান থাকে না ওতে।"

প্রকাশ জামা পরিতে পরিতে কহিল—"আচ্ছা এখন লক্ষ্মীটির মত আমার খাবারটা শীগ্‌গীর এনে দাও তো, আমাকে প্রবোধের কাছে যেতে হবে।"

সুনীতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিল—"বল্‌লাম ব'লে বুঝি আহ্লাদ বাড়্‌লো—নয়? কথ্‌খনো যেতে পাবি নে; মাকে চিঠি লিখে দেবো তা হ'লে।"

প্রকাশ হাসিয়া কহিল—"বাড়ীর ভিতরে যাব না, প্রবোধকে ডেকে নিয়ে খেলতে যাব। আর আমার কাপড় জামা গুছিয়ে ঠিক করে রেখো, কিছু ফেলে যাইনে যেন।"

সুনীতি কহিল—"গেলেই বা, তোমার যা রকম দেখ্‌তে পাচ্ছি ঘর জামাই নিশ্চয় থাক্‌বে। তখন এসে নিয়ো।"

প্রকাশ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিল—"অমন কর যদি, ছুটী হ'লে আর আস্‌ব না বলে দিচ্চি।"

পরিহাস ভুলিয়া সুনীতি ভয় পাইল। সানুনয় কোমল স্বরে কহিল—"না-না আমি ঠাট্টা করচি। লক্ষ্মীভাই আমার, ছুটী হ'লেই অমনি চলে আস্‌বি, একটুও দেরী করিস নে।"

প্রকাশের মা কলিকাতায় ফিরিয়াই বিবাহের দিন ঠিক করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মাঘ মাসে বিবাহ দিতে গৃহিণীর তেমন মন সরিতেছিল না। শেষে উভয় গৃহিণীর মতানুসারে

ফাল্গুন বিবাহের দিন স্থির করা হইয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বদিন ছেলে মেয়েকে "আশীর্ব্বাদ" করা হইবে।

পূজার ছুটী ফুরাইলে প্রবোধ ও প্রকাশ কলিকাতায় চলিয়া গেল। গৃহিণী একদিন কর্ত্তাকে কহিলেন—"মাঘ মাসে বিয়েটা দিয়ে ফেল্‌লেই ভাল হতো; কি জানি, মানুষের মন।"

বরদাকান্ত কহিলেন—"তুমিই ত অমত করলে, ওরা মাঘ মাসেই দিন ঠিক করেছিল ত।"

গৃহিণী ক'হিলেন—"ক'রলাম কি সাধে? মাঘের শীত বাঘকে দূর করে। পাঁচজনে শীতে হি হি করে ম'রবে না আমোদ আহ্লাদ ক'রবে? কিন্তু এখন দেখ্‌চি ভাল করিনি। পাকা আশীর্ব্বাদ ক'রে রাখলেই ঠিক হতো, এমন মনের মত ঘর কি পাওয়া যায়? চৌধুরীরা কত দর হেঁকেছিল মনে নেই? এগার হাজার বুঝি নগদ—তার পরে—"

বরদাকান্ত একটু হাসিয়া কহিলেন—"আমার ভাগ্য ফুলীর বিয়েতে তারা বেশী কিছু নেয়নি; তবু হাজার ছয়েক নেমেছে। কিরণের বিয়েতে ওর অনেক উপরে উঠ্‌বে ব'লেই মনে হয়। এর পরে অমিয়ার জন্যেও মোটা হাতেই রাখ্‌তে হবে।"

গৃহিণী কহিলেন—"একা তুমি দেবে না ত। দেবেন এবার তোমার সাহায্য ক'রতে পারবে।"

বরদাকান্ত কহিলেন—"নূতন উকীল ক'তই পারবে সে; তবে যৌতুকের ভারটা সে নিয়েছে।"

গৃহিণী উত্তর করিলেন—"সে যাই হোক, আমার অমিয়ার আমি সব চেয়ে ভাল পাত্র চাই। তাতে যত খরচই হোক।

আমার কোলের মেয়ে, আরও আমার এমনি ন্যাওটো, একদণ্ড আমার কাছছাড়া থাকে না।”

বরদাকান্ত কহিলেন—“মেয়ে সবারই আদরের হ’য়ে থাকে। তবে সুখ সৌভাগ্য ওটা নিতান্তই অদৃষ্টের কথা।”

বরদাকান্তের কথায় বাধা দিয়া গৃহিণী কহিলেন—“হ্যাঁ, ভাল দেখে শুনে দিলে আবার সুখ সৌভাগ্যি হয় না! তোমার যেমন কথা।”

ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত বরদাকান্ত উত্তর করিলেন—“ঠিক কথাই বলছি। এখানে মানুষের হাত একটুও নেই; তবে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা উচিত। মহামায়ার বিয়ে বাবা অনেক দেখে শুনেইদিয়েছিলেন,—কিন্তু আজ ও’ আমার গলগ্রহ হ’য়ে এমন অশান্তিতে জীবন কাটাবে, তখন কি তা’ কেউ ভেবেছিল?”

বরদাকান্তের কথার ভাবে গৃহিণী মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন। কহিলেন—“অশান্তি কিসে? দিব্যি সুখে রয়েচেন; এর চাইতে—”

বরদাকান্ত কহিলেন—“হুঁ, এরই নাম সুখ বটে! ওর জমীদারী যে নীলামে কিনে নিয়েছে, সে আজ কতবড় নামজাদা লোক, আর ও পরমুখাপেক্ষী। ওর ঐ একমাত্র মেয়েটি আমি কতই ভাল দেখে বিয়ে দিতে পারবো! অদৃষ্টে থাকে তবে সুখী হবে।” শেষের দিকে বরদাকান্তের কণ্ঠস্বর ঈষৎ গাঢ় হইয়া আসিল।

গৃহিণী অর্দ্ধ বিস্ফারিত চোখে কর্ত্তার দিকে চাহিলেন। “তরুর বিয়ে কি তুমি দেবে না কি?”

বরদাকান্ত কহিলেন—“আর কে দেবে, আমি ছাড়া?”

"কেন, ওর কাকা ?"

বরদাকান্ত গম্ভীর মুখে কহিলেন—"জেনে শুনেও তুমি যে এমন কথা বল্‌চ, তাতে আমি বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হচ্চি। সে যদি মানুষ হতো, তা'হলে কি ওর এমন দশা হয় ?"

এবার গৃহিণী প্রকাশ্যে রাগ করিলেন—"একশ' বারই তুমি ঐ কথা বল্‌চ। কেন, কি দশাটা হয়েচে শুনি ? সা তোমার বোন্ ভাগ্নীর গুণ ! আমি বলেই মানিয়ে চল্‌চি। এতকাল ধ'রে খাইয়ে পরিয়ে এখন একটা কথাও সয়না। যেমন আমার কপাল।"

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। গৃহিণী বোধ হয় মনে মনে নিজের মন্দ অদৃষ্টেরই আলোচনা করিতেছিলেন। ক্ষণেক পরে কহিলেন—"ভাগ্নীর বিয়ের টাকার যোগাড় তা হ'লে আগে থেকেই করে রেখেচো ? সেই জন্যেই বুঝি কিরণের বিয়ের খরচ কম ক'রে ধ'রচো ? মেয়ে মুক্তোর টায়রা ব'লে বায়না ধ'রলে, তা তুমি দিতে পারলে না।"

"থাম—থাম", সহাস্যে বরদাকান্ত কহিলেন—"তুমি সন্তানের মা, এতটা নিষ্ঠুর হওয়া তোমার উচিত নয়। যথার্থই কি কিরণ বা অমিয়ার মত ক'রেই কি আমি তারার বিয়ে দিতে পারব ? তবে প্রবোধ উপার্জ্জনশীল হ'লে এ দায়িত্বের অর্দ্ধাংশ সে-ই নেবে ব'লেই আমার বিশ্বাস,—আমি তত দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রব।"

তবেই হইয়াছে ! গৃহিণীর মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল। কহিল—"কেন, আইবুড়ো থাকায় দোষ কি ? মায়ের একটি

মেয়ে—মার কাছে থাকুক, ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রত নিয়ম করুক—কত মেয়ে ত এমনি রয়েচে—সৎভাবে দিব্যি জীবন কেটে যাচ্চে।”

বরদাকান্ত সহাস্যে কহিলেন—“দয়ামায়ার কথা দূরে যাক, লোকনিন্দার ভয়ও কি নেই তোমার? বেশ্ অমিয়াও তোমার আদরের মেয়ে কাছেই থাকুক; বিয়ে না-ই দিলে।”

বাধা দিয়া গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—“বালাই! আমার মেয়ে আইবুড়ো থাকবে কি দুঃখে? তার কি কিছু নেই, না সে পরের ঘাড়ে চেপে রয়েচে? তা তুমি ভাগ্নীর বিয়েতে লাখো টাকা খরচ করোনা কেন! আমার তাতে কি! আর আমি ব'ল্‌লেই বা তুমি শুন্‌বে কেন? তবে অমিয়ার বিয়ে—আমি যেমনটি চাই, ঠিক তেমনি দিতে হবে মনে রেখো।”

বরদাকান্ত ধীর গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—“লাখ টাকা খরচ ক'রতে পারবো কিনা ব'লতে পারিনে, কিন্তু অমিয়ার সঙ্গে তরুর কোন তারতম্য আমি ক'রব না। ধর্ম্মে পতিত হব তা হলে।”

পরাজিত হইয়া গৃহিণী নীরব হইলেন।

তখনকার মত প্রত্যুত্তর করিতে তাঁহার সাহস হইল না। গৃহিণী বিবাহের সময় যে পিতৃযৌতুক পাইয়াছিলেন, কন্যাদিগের বিবাহের জন্যই তাহা ব্যয় করিবেন ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই জন্যেই ফুলীর বিবাহের উৎসব সমারোহ আজ পর্য্যন্তও সর্ব্ব-সাধারণের নিকট একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইয়া আছে। কিরণের বিবাহেও সেইরূপ বা ততোধিক আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে। কিন্তু তারার বিবাহের আগাগোড়া ব্যয়ভার

একা বরদাকান্তকেই বহিতে হইবে, কোন দিক হইতে এক কপর্দ্দকও সাহায্য পাইবেন না, এই জন্যই তিনি প্রবোধ উপার্জ্জনশীল না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন এবং সাধ্যমত উপযুক্ত পাত্রে তারাকে সমর্পণ করিবেন তাহা আজ গৃহিণী স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু বুঝিয়া তাঁহার মনের ভাব যে সুমধুর হইয়া উঠিল না তাহা বলাই বাহুল্য। সময়ান্তরে সুযোগ মত কথাটা পাড়িবেন ঠিক করিয়া তখনকার মত উঠিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পরে দেবেন বিছানায় অর্দ্ধ শায়িত ভাবে শুইয়া সংবাদ-পত্র পড়িতেছিল। সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া গৃহিণী পুত্রের ঘরে প্রবেশ করিলেন। মাকে দেখিয়া দেবেন উঠিয়া বসিল। গৃহিণী কাঠের চেয়ারটা একটু সরাইয়া আনিয়া বসিলেন। কহিলেন—"শুনেছিস্ তরুর বিয়ে অমিয়ার মত ঘটা ক'রেই দেওয়া হবে।"

দেবেন জিজ্ঞাসুভাবে মার মুখের দিকে চাহিল। কহিল—"কে বল্লে তোমায়?"

"নিজেই ব'ল্‌লেন—আবার কে ব'লবে! মেয়ে আজন্ম অমিয়ার সঙ্গে বাদ ক'রে আসচে: ছোট মেয়েটার বিয়ে একটু মনের মত খরচ-পত্র ক'রে দেবো ব'লে ভেবেছিলুম; এখন কি তা পারবো? এত টাকা কোত্থেকে আস্‌বে? সবার সুখ সাধে বাদী হ'য়ে দাঁড়াবে, এ কি—অপয়া মেয়ে বাবা!"

দেবেন কহিল—"পিসিমার কি কিছু নেই নাকি?"

তাচ্ছিল্যের সুরে গৃহিণী কহিলেন—"কে জানে নেই আবার! কেবল নেবার ফন্দি; খেতে প'রতে দাও, প্রতিপালন কর;

আবার ঘরের কড়ি খসিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও! যে গুণের বোন্ ভাগ্নী—বালাই নিয়ে মরে যেতে ইচ্ছে করে।"

দেবেন চিন্তিতভাবে কহিল—"আমি কি ক'রতে পারি বল?" তরুর বিবাহে ঘর হইতে অর্থব্যয় করিতে সেও মাতার মতই নারাজ।

মা কহিলেন—"তুমি পাত্রের খোঁজ কর। বিনা পণে অনেকেই আজকাল বিয়ে করে। দোজবরে হ'লেও মন্দ হয় না, কিছুই লাগবে না। যদিই দু'চারশো লাগে দেওয়া যাবে। আমার কাঁটা আমাকেই তুলতে হবে।"

দেবেন কহিল—"কিন্তু বাবা যে দোজবরে বিয়ে দিতে রাজী হবেন, তা বোধ হয় না।"

দেবেনের কথা শেষ না হইতেই গৃহিণী ঝাঁঝিয়া উঠিলেন—"হ'তে হবে। আমার ছেলে মেয়ের মাথায় হাত বুলানো চ'লবে না।"

কিরণের বিবাহ একরকম হইয়াই গিয়াছে। সেদিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াই যে গৃহিণী আদরের কনিষ্ঠা কন্যার মনোমত পাত্র অন্বেষণ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, দেবেন তাহা বুঝিতে পারিল। মাতাকে কহিল—"আচ্ছা, আমি চেষ্টা ক'রবো।"

৬

দেবেন যথার্থই মনোযোগের সহিত তারার পাত্র খুঁজিতে লাগিল। মাসখানেকের মধ্যেই সে একটা সম্বন্ধ প্রায় স্থির করিয়া ফেলিল। পাত্র দ্বিতীয়পক্ষ, বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশের বেশী হইবে

না ; অবস্থা মন্দ নয়। বিনা পণে সালঙ্কারা কন্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক আছেন ; এবং অতিথিরূপে একদিন আসিয়া তারাকে দেখিয়া পছন্দও করিয়াছেন।

শুনিয়া গৃহিণী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। সহাস্য মুখে কহিলেন—"ওমা, ওবেলা যে ভদ্র লোকটী এসেছিল, সেই ? আমি বলি কে না জানি। তা বেশ দেখ্‌লুম তো, দিব্যি সম্বন্ধ এসেচে। এর চেয়ে আর কি চাই ? এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠি মাসেই তুমি ও ল্যাঠা মিটিয়ে ফেল ; আষাঢ় শ্রাবণ পর্য্যন্ত আমিয়ার বিয়ে দেওয়া যাবে"—বলিয়া মহামায়াকে ডাকিয়া আনিয়া সব শুনাইলেন। কহিলেন—"মেয়ে পরম আদরে থাক্‌বে ঠাকুর ঝি ; ঘরে জ্বালা যন্ত্রণা দেবার কেউ নেই। অবস্থাও দিব্যি।"

মহামায়া নীরবে সব শুনিলেন। শেষে কহিলেন—"আমি কি ব'ল্‌ব বৌ ? দাদা যা করবেন তাই হবে—" বলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

গৃহিণী রুষ্ট হইয়া কহিলেন—"ওঁর পছন্দ হয়নি ; এক পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই, রাজপুত্র জামাই অম্‌নি আস্‌বে। পরের উপর সব ভার কি না তাই যত ইচ্ছা চাপ দিচ্চেন। আমি ও সব শোনবার পাত্র নই, তুই বিয়ের যোগাড় কর।"

দেবেন কহিল—"বাবাকে জানাতে হবে আগে।"

গৃহিণী কহিলেন—"তা জানাস্—আজই বলিস্। রাজী হবেন নিশ্চয় ; সম্বন্ধ মন্দ নয় ত।"

বরদাকান্তকে সব বলা হইল। শুনিয়া তিনি কহিলেন—"তারা এখনও ছোট ; ওর বিয়ের চেষ্টা যথাসময়েই আমি ক'রবো।

সে জন্যে তোমাদের অনর্থক ব্যস্ত হ'বার কোন প্রয়োজন নেই; কিরণের বিবাহটা যাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তোমরা তাই দেখো।"

বরদাকান্ত শান্ত ও সহিষ্ণু প্রকৃতির হইলেও অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত। সকলেই মনে মনে তাঁহাকে ভয় করিত; সুতরাং দেবেন আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

গৃহিণী অন্তরালেই ছিলেন। এ ক্ষেত্রে সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হন নাই। পুত্রের মুখে কর্ত্তার অভিমত জানিয়া যেমন অসন্তুষ্ট তেমনি ক্রুদ্ধ হইলেন; কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না, এবং হালও ছাড়িলেন না। ভিতরে ভিতরে চেষ্টায় রহিলেন।

অগ্রহায়ণ মাস শেষ হইয়া গেল। বড় দিনের ছুটীতে প্রবোধ ও প্রকাশ আসিয়া পৌঁছিল। বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়াইয়া তারা সুরেনকে পেন্‌সিল কাটিতে শিখাইতেছিল—প্রবোধ ও প্রকাশকে আসিতে দেখিয়া আনন্দোজ্জ্বল নেত্রে চাহিয়া রহিল।

নিকটে আসিয়া প্রবোধ কহিল—"তারা, মোটরে চড়ে' বেড়াবি?"

উৎসুক চোখে চাহিয়া তারা কহিল—"কই দাদা?"

প্রবোধ কহিল—"ঠিক ক'রে এসেচি, এখনও আসেনি।"

সন্দিহান তারা প্রকাশের দিকে চাহিল—"সত্যি, প্রকাশ দা?"

"সত্যি বইকি"—বলিয়া প্রকাশ শরৎদের বাড়ীর অভিমুখে চলিয়া গেল, প্রবোধ বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণের পর প্রবোধ মহামায়াকে প্রণাম করিবার জন্য তাঁহার ঘরে গেল। মহামায়ার পূজা সেইমাত্র

সাঙ্গ হইয়াছিল ; তিনি তারার কপালে চন্দনের ফোঁটা পরাইয়া দিতেছিলেন ; নির্ম্মাল্যের ফুল তারার চুলের মধ্যে বিরাজ করিতেছিল।

প্রবোধ ঘরে ঢুকিয়াই কহিল—"পিসিমা, তারার বিয়ে ঠিক ক'রে এসেচি।"

তারা ঘর হইতে চলিয়া গেল। প্রবোধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। সে হাসিয়া কহিল—"ঠাট্টা নয় পিসিমা, আমারই ক্লাস ফ্রেণ্ড দু'জন ; খুব বড়লোক তারা, জমীদার, একজনের বাপ আছেন, আর একজন নিজেই কর্ত্তা। তারা বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করবে না, প্রতিজ্ঞা করেচে।"

মহামায়া ধীরে ধীরে কহিলেন—"আজকালকার দিনে কি এমন উন্নত মনের ছেলে আছে ?"

সোৎসাহে প্রবোধ কহিল—"আছে বই কি পিসিমা, আজ-কালকার ছেলেরাই ত যথার্থ উন্নতমনা ; এই ধর আমিই যদি গরীবের—" বলিতে বলিতে অপ্রতিভ হইয়া কথা ঘুরাইয়া ফেলিয়া প্রবোধ কহিল—"সম্প্রতি খবরের এই দু'জন ছেলে আমাদের ক্লাসে আছে।"

প্রবোধের কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সত্যই যে তারার এতটা সৌভাগ্য হইবে তাহা মহামায়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সে যে জন্মদুঃখিনী !

প্রবোধ বরদাকান্তকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা কহিল। শুনিয়া তিনি সুখী হইলেন। কন্যা দেখিয়া মতামত স্থির করিবার জন্য প্রবোধকে পাত্রদের নিকট পত্র লিখিতে বলিলেন।

সুবিধা হইলে মাঘ ফাল্গুনেই তিনি বিবাহ সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত আছেন।

পত্র লিখিয়া দিয়া প্রবোধ বাড়ীর ভিতরে আসিল। গৃহিণী নবাগত পুত্রের জন্য ক্ষীরের ছাঁচ প্রস্তুত করিতেছিলেন। পুত্রকে দেখিয়া কহিলেন—"এসেই ত পিসির ঘরে ঢুকেছিস, কি পরামর্শ তোদের হলো, তোরাই তা জানিস্; আবার সন্ধ্যেটা বাইরে কাটিয়ে এলি,—আমার কাছে কি একবার আসতে হয়না ?"

মাতার অনুযোগ পুত্রের হৃদয় স্পর্শ করিল। প্রবোধ হাসিয়া কহিল—"সকলের আগেত তো তোমায় প্রণাম করেছি মা। তারার বিয়ে ঠিক করে এসেছি কিনা, তাই বাবাকে বলছিলাম।"

গৃহিণী সাগ্রহ দৃষ্টিতে পুত্রের প্রতি চাহিয়া কহিলেন—"উনি কি বল্লেন ?"

প্রবোধ কহিল—"বাবা খুব খুসী হয়েছেন। মাঘ ফাল্গুনেই বিয়ে দিতে ইচ্ছে করেছেন। নাইবা ক'রবেন কেন, অমন সুন্দর ঘর—"

গৃহিণী ক্ষুব্ধ অভিমানের স্বরে কহিলেন,—"এখন রাজী হয়েছেন—আর আমি যখন সম্বন্ধ এনেছিলাম, তখন তারা ছোট ছিল।" বলিয়া সাভিমানে পুত্রের প্রতি চাহিলেন—কহিলেন—"বোনের বিয়ে ঠিক ক'রে এসেচ, আর আমাকে বলোনি ?"

প্রবোধ হাসিয়া কহিল—"পিসিমাকে বলেছি—বাবাকে বলে এলাম, আর তোমাকে এইতো বল্‌তে এসেছি"—বলিয়া প্রবোধ পাত্রদ্বয়ের রূপ, গুণ ও ধনমানের পরিচয় দিয়া শেষে কহিল—"যদিও তারা ছোট, তবু এমন সম্বন্ধ হাত ছাড়া করা উচিত নয়—

সেধে যখন বিয়ে কর্‌তে চাচ্চে ; বাবাও তাই বল্‌লেন। দ্বিজেনের মা খুব ভাল লোক, ঐটে হলেই ভাল হয়”—বলিয়া প্রবোধ আর একবার উল্লিখিত পাত্রের জুড়ী-গাড়ী ও ত্রিতল অট্টালিকার বিস্তৃত বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল।

গৃহিণীর হাতের ছাঁচে আর ক্ষীর উঠিল না। স্তব্ধ হইয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রবোধ হাসিয়া কহিল—“মা, প্রকাশদের চেয়েও ভাল ঘর। জুড়ী ছাড়া মোটর আছে দু’খানা। তারার যেমন বেড়া’বার সখ, ভগবান তেমনি মিলিয়ে দিয়েছেন—” বলিয়া আনন্দে মায়ের দিকে চাহিয়া হাসিল।

গৃহিণী কহিলেন—“কিছু নেবে না তারা ?”

প্রবোধ কহিল—“কিছু না,—তাদের তো অভাব নেই। বিনা পণে বিয়ে করবে প্রতিজ্ঞা করেছে।”

অন্য মনে খানিকটা ক্ষীর তুলিয়া ছাঁচে ভরিতে ভরিতে গৃহিণী সহসা মুখ তুলিয়া কহিলেন—“আচ্ছা, তুই কিরণকে ভালবাসিস্ ?”

মাতার প্রশ্নে প্রবোধ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—“বাস্‌বোনা কেন ?”

গৃহিণী গম্ভীর মুখে কহিলেন—“তা’ হ’লে ঐ দ্বিজেনের সঙ্গে কিরণের বিয়ের ঠিক করে দে।”

মাতার কথা শুনিয়া প্রবোধ বজ্রাহতের মতই স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গৃহিণী কহিলেন—“কিরণ যে ননীর পুতুল, ঐ ঘরই তার যোগ্য।”

প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রবোধ কহিল—“কি সর্ব্বনাশের কথা বল্‌ছ মা তুমি ? প্রকাশের সঙ্গে যে তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।”

' বাধা দিয়া গৃহিণী কহিলেন—"ঠিক আবার কি? 'পাকা দেখা' 'গায়ে হলুদ' কিছুই ত হয়নি; আইবুড়ো ছেলে মেয়ের অমন কত জনার সঙ্গে সম্বন্ধ আসে, তাই বলে কি সবার সঙ্গেই বিয়ে হয়? ওসব কোন কাজের কথা নয়; মেয়ে যেখানে সুখে থাক্‌বে, সেই খানেই বিয়ে দিতে হবে।"

প্রবোধ কহিল—"প্রকাশের সঙ্গে বিয়ে হ'লে কি কিরণ অসুখী হবে মা? তার মত ছেলে ক'জন আছে?"

মাতা কহিলেন—"কেন, এই যে তুই বল্‌লি এ সম্বন্ধ প্রকাশের চেয়েও ভালো। প্রকাশের মা'র যে নিষ্ঠে-নিয়ম—কিরণকেই তাঁর সব ফায়-ফরমাস যোগাতে হবে, রেঁধেও দিতে হবে।"

প্রবোধ কহিল—"দ্বিজেনের মা'ও তো বিধবা"—

পুত্রের কথায় বাধা দিয়া গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—"ওরা নতুন ফ্যাসানের মানুষ, অত বিচারের ধার ধারে না। তুই চিঠি লিখে দে' সে আসুক। আমার কিরণকে দেখ্‌লে কারো অ-পছন্দ হবে না। এ আমি জোর করেই বল্‌তে পারি; আর একটা সম্বন্ধের কথা বল্‌ছিলি—সে ঘরটা কেমন রে? অমিয়ার জন্যে হয় না?"

প্রবোধ ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—"আরও গোটা দুই বোন থাকা উচিত ছিল আমার; সব ক'টাকেই রাজরাণী করে দেওয়া যেতো"—বলিয়া একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অনুনয় করিয়া কহিল—"মা, এ মতলব ছাড়। প্রকাশের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবো না তা'হলে।"

মা কহিলেন—"কি এমন অন্যায় কাজটা করা হচ্চে শুনি যে তুই অমন ধারা কর্‌ছিস্ ?—তার সঙ্গে বোঝা-পড়া আমি করবো—ঐ অমলার সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক করবো। একটি মেয়ে, বাপের সব ঐশ্বয্যি তার।"

প্রবোধ তেমনি ম্লান মুখে কহিল—"তারা বড় দুঃখী মা, যদি একটু সুখী হয়, তাতে কি আমাদের বাদ সাধা উচিত ?"

গৃহিণী তীক্ষ্ণ স্বরে কহিলেন—"হ্যাঁ. সবার সুখে আমিই বাদী, বিবেচনা করে কাজ করলে কেউ কিছু বলতে যায় না ; তোর মায়ের পেটের বোনটার কথা মনে করলিনে, তুই গেছিস্ তারার বিয়ে দিতে, সে-ই তোর আপন হলো "

প্রবোধ বিমর্ষ মুখে কহিল—"তারার বিয়ে দিতে হবে না কি ?"

গৃহিণী কহিলেন—"হয় হবে, ঢের সময় আছে। এক ফোঁটা মেয়ে, এখনই বিয়ের এত ভাবনা কেন ? কর্ত্তা নিজেই খরচ পত্তর করে তার বিয়ে দেবেন বলেছেন। ওখানে আমি কিরণের বিয়ে দেবো।"

প্রবোধ অধোমুখে বসিয়া রহিল। গৃহিণী উঠিয়া আসিয়া পুত্রের হাত ধরিলেন। কহিলেন—"আমার ওপর যদি একটুও ভক্তি থাকে তোর, তা'হলে, আমি তোর মা, হাতে ধরে বল্‌চি—এতে কি তোর পাপ হবে না ? বিয়ের দিন ঠিকই থাক্—ঐ দিনেই প্রকাশের সঙ্গেও অমলার বিয়ে হবে। কারুর কোন ক্ষতি নেই, অথচ সব দিকেই ভালো হবে। তুই তাদের মেয়ে দেখ্‌তে আস্‌তে লিখে দে ; আচ্ছা, তুই না পারিস্ নাম ঠিকানা আমায় দে' আমি সব কর্‌ছি।"

প্রবোধ মাতার পদধূলি লইয়া মাথায় দিল। "আমার সর্ব্বনাশ করলে তুমি"—বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণী দেবেনকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। দেবেন প্রবোধের নিকট হইতে পাত্রদ্বয়ের নাম ঠিকানা জানিয়া লইয়া পরদিনই ট্রেণে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

দুইদিন পরে সে ফিরিল। গৃহিণী উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্নানাহার সারিয়া দেবেন সুস্থ হইলে গৃহিণী তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেবেন আনন্দিত মুখে কহিল —"মনের মত ঘর বটে, খুব অমায়িক স্বভাবের লোক, ক'লকাতাতেই বার মাস থাকে, দেশে মস্ত জমীদারী, আয়ও খুব।"

গৃহিণী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কহিলেন—"তা হ'লে একেবারে ঠিক করেই এসেছিস্?"

দেবেন কহিল—"না, একেবারে ঠিক নয়। আগে মেয়ে দেখ্‌তে আস্‌বে; তারপর কথা।"

গৃহিণী কহিলেন—"আর অন্য ছেলেটি—সুবোধ না কি নাম? সে কেমন?—"

দেবেন কহিল—"তাদেরও অবস্থা বেশ ভালো, কিন্তু বংশ বড় খারাপ।"

গৃহিণী নিজে উচ্চ কুলীন বংশজাতা—ততোধিক সৎকুলীন ঘরের ঘরণী; সুতরাং অবহেলাভরে ভ্রু-কুঞ্চিত করিলেন।

আহারাদি সারিয়া বরদাকান্ত শয্যায় বসিয়া ফুরসির নল টানিতেছিলেন। ডিবা ভরা পান লইয়া গৃহিণী সম্মুখে রাখিলেন।

পাশে বসিয়া কহিলেন—"প্রবোধ তারার যে সম্বন্ধটা এনেছে, তারা সুন্দরী মেয়ে চায়।"

বরদাকান্ত কহিলেন "কই, প্রবোধ সে কথা আমায় বলেনি তো ?"

গৃহিণী কহিলেন—"বলবে আবার কি,—টাকা পয়সা কিছুই না নিয়ে কালো মেয়ে বিয়ে করবে, এতই কি মহৎ তারা ?"

বরদাকান্ত চিন্তিত ভাবে নীরব রহিলেন। গৃহিণী ধীরে ধীরে কহিলেন—"আমি কিরণের ওখানে বিয়ে দেবো মনে করেছি।" বরদাকান্ত বিস্মিত হইয়া গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিলেন। কহিলেন—"সে কি ? প্রকাশের সঙ্গে যে তার বিবাহ স্থির হ'য়ে রয়েচে।"

গৃহিণী কহিলেন—"স্থির আবার কিসের ? আশীর্ব্বাদ, গায়ে হলুদ কি পাকা দেখা—কিছুই-ত হয়নি। বিয়ের কথা অমন অনেকের সঙ্গেই হ'য়ে থাকে তাতে কিছু হয় না।"

বিরক্ত হইয়া বরদাকান্ত কহিলেন—"না, সে হবে না।"

গৃহিণী বিস্তর তর্ক-যুক্তি-জাল বিস্তার করিয়া কর্ত্তাকে রাজী করিতে না পারিয়া শেষে পরাজয় ও মনঃক্ষোভের বেদনায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন—"মেয়েটাকে তুমি একটু ভালোবাসনা ; প্রকাশের মায়ের বাঁদীপনা ক'রতে হবে ওকে চিরটা কাল ; আর ওখানে অমন সুখে থাকবে তাতে তুমি বাপ হ'য়ে বাদী হচ্ছো।"

বরদাকান্ত গৃহিণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন—"প্রকাশকে কি ব'লবে ? কথা ভাঙ্গতে লজ্জা ক'রবে না তোমার ? শরৎই বা কি ব'লবে ?"

গৃহিণী কহিলেন—"সে আমি ঠিক ক'রেছি ; আমি তেমন অবিবেচক নই। অমলার সঙ্গে প্রকাশের বিয়ের যোগাড় ক'রে দেবো। মেয়েও সুন্দরী, তার উপরে বাপের সব বিষয় পাবে।"

বরদাকান্ত নীরবে রহিলেন। গৃহিণী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া কহিলেন—"একটা কাজ আমার কথামতই হোক্, এটুকুও কি আমি তোমার কাছে চাইতে পাবিনে ? আমার কোন কথাই ত' তুমি রাখোনা ; না হয়, মেয়েটার মুখের দিকে চাও।"

বরদাকান্ত স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে গৃহিণীর দিকে চাহিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন—তা' হলে এটাও জেনে রাখ, কিরণের বিবাহে আমি উপস্থিত থাক্‌ব না।

দিন কাটিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ফুলকুমারী পিত্রালয়ে আসিয়াছিল। সে এবং বড়-বৌ, মেজ-বৌ সর্ব্বদা কিরণকে জমীদার গিন্নী বলিয়া পরিহাস করিত। অমিয়াও সখীদিগের নিকট গল্প করিত—তাহার দিদি জুড়ী-গাড়ী চড়িয়া বেড়াইবে এবং বিবাহের পরে সেও দিদির সঙ্গে কলিকাতায় গিয়া থাকিবে। এ সব জায়গায় কি থাকিতে ইচ্ছা হয় ? কলিকাতায় না গেলে আর মজা হইল কি, কত দেখ্‌বার জিনিস—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

মহামায়া প্রথম প্রথম এ সকল কথায় কাণ দিতেন না। শেষে একদিন অমিয়ার কাছে শুনিয়া আর অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। প্রবোধকে ডাকিয়া কহিলেন—"এসব কি কথা শুনছি-রে ? এটা কি তারার সেই সম্বন্ধ ?"

"আমায় কিছু ব'লোনা পিসিমা, আমি জানিনে—" বলিয়া প্রবোধ চলিয়া গেল।

মহামায়ার কিছু বুঝিতে বাকী রহিল না। একবার মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া নীরবে তিনি নিত্যকার কর্ম্মে আত্ম-নিয়োজিত করিলেন। তাঁহার ব্যথাভরা তপ্তশ্বাস ধীরে ধীরে শূন্যে মিলাইয়া গেল; সংসারের কেহই জানিতে পারিল না।

রাত্রিতে শয়ন করিয়া কিরণ আবদারভরা সুরে কহিল—"মা, বাবা আমায় মুক্তোর টায়রা দিলেন না?"

জননী সস্নেহে কহিলেন—"না-ই দিলেন মা, যে ঘরে তোমায় দিচ্চি—সোনার মুকুট পরিয়ে নিয়ে যাবে।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে দ্বিজেন্দ্র বন্ধুগণসহ কন্যা দেখিতে আসিল। বলা বাহুল্য, কিরণকেই দেখানো হইল। মূল্যবান অলঙ্কারমণ্ডিতা সুন্দরী কন্যা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া তাহারা কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। দ্বিজেন প্রকাশেরও পরিচিত এবং সহপাঠী; সেও কিছু কিছু শুনিয়াছিল। কন্যা দেখিয়া সে প্রকাশকে কহিল—"এরই সঙ্গে কি তোমার বিয়ের কথা হচ্চে?"

প্রকাশ উত্তর করিল—"কথা হ'য়েছিল বটে, কিন্তু ঠিক হয় নি।"

গ্রামময় এ সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল। মহিলাগণ সকলেই একবাক্যে কিরণের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নিস্তারিণীরা এবং কলিকাতায় বসিয়া প্রকাশের মাও এ সংবাদ জানিতে পারিলেন; প্রকাশের সহিত অমলার নূতন উত্থাপিত বিবাহ-প্রস্তাবও তাঁহাদের অগোচর রহিল না।

অমলার পিতামাতা রায় গৃহিণীকে ধরিয়া পড়িলেন। কিন্তু ইঁহাদের আচরণে শরৎ ও সুনীতির মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল।

সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে গৃহিণী কোন ভরসার কথা পাইলেন না। তাই বলিয়া প্রকাশ্য মনোমালিন্যও কিছু ঘটিল না। আসা-যাওয়া আলাপগল্প সব পূর্ব্ববৎই ছিল।

বরদাকান্তের এক খুড়ীমা বহুকাল হইতে কাশী বাস করিতে-ছিলেন। তিনিই বরদাকান্তকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছেন। মাঘমাসের মাঝামাঝি বরদাকান্ত তাঁহার কাছে কাশী চলিয়া গেলেন।

বহুদিন পরে সংসারত্যাগিনী প্রিয়পুত্রকে দেখিয়া আনন্দে চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। প্রণত বরদাকান্তের হাত ধরিয়া অসীম স্নেহভরা চোখে তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"এত দিনে এলি? আর কি আমাকে মনে পড়ে তোর?"

উদাস অথচ ক্লান্তকণ্ঠে বরদাকান্ত কহিলেন—"যখন পড়ে, তখনই যে আসি ছোট মা।"

৭

১৬ই ফাল্গুন সদলবলে বর আসিয়া উপস্থিত হইল। জমিদার পুত্রের উপযুক্ত জাঁকাল সমারোহ সঙ্গে না দেখিয়া গৃহিণী একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু পরদিন প্রাতে 'গায়ে হলুদের' বাসন্তী রংয়ের বেনারসী সাড়ীখানি ও পাত্রের মাতার প্রেরিত 'আশীর্ব্বাদী' হীরার টায়রাটি দেখিয়া তাঁহার ক্ষোভ দূর হইল। সুসজ্জিতা কিরণ রমণীগণ বেষ্টিত হইয়া পাটীর উপরে বসিয়াছিল। সযত্নে টায়রাটি

তাহার মাথায় পরাইয়া দিয়া হাসিয়া গৃহিণী কহিলেন—"তোমার মুক্তোর টায়রার দুঃখ মিটল মা।"

সমবয়সী সখী ও কন্যা বধূগণ ঈর্ষ্যাপূর্ণ নেত্রে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া আপন সুখ-সৌভাগ্য-গর্ব্বিতা কিরণ ঈষৎ হাসিল।

এ বিবাহে দেবেন কন্যাকর্ত্তা। মেজভাই অমর কয়েক দিনের ছুটিতে আসিয়াছিল। প্রবোধ আসে নাই। সে বলিয়া গিয়াছিল, এ বিবাহে সে আসিবে না।

সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে বাড়ীতে উৎসব পড়িয়া গিয়াছিল। বিবাহের আয়োজন-প্রাচুর্য্যতা সহরের সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া তুলিয়াছে। ধনী কুটুম্বের কাছে সর্ব্ববিধ মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য গৃহিণী নিজের ভাণ্ডার হইতে কতকগুলি সেকেলে গিনি বাহির করিয়া দেবেনের হাতে দিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা না হইতেই উজ্জ্বল আলোকে বিবাহ বাড়ী আলোকিত হইয়া উঠিল। রাত্রি সাড়ে আটটায় লগ্ন ; যথাসময়ে সজ্জিতা কিরণকে সম্প্রদান করা হইল। চিকের আড়ালে বসিয়া রমণীগণ বিবাহ দেখিতেছিলেন। অমিয়া গোলাপী রংয়ের সাড়ী পরিয়া রঙ্গীন প্রজাপতিটির মত সারা বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার আজ আনন্দের সীমা নাই। মহামায়া পূজার ঘরের কাজে নিয়োজিত ; বিবাহের মঙ্গল কর্ম্মে তাঁহার স্পর্শাধিকার নাই। তারাও মায়ের কাছে ছিল ; শিশুকাল হইতেই দুঃখের আঘাত সহিয়া সে আত্মসংযম শিখিয়াছিল। আর আজ বরদা-কান্ত কি প্রবোধ কেহই নাই। কে তাহাকে হাত ধরিয়া

কাছে আনিয়া বসাইবে ? এবং তাহাকে সাজাইয়া না দেওয়ার জন্য মহামায়াকে অনুযোগ করিবে।

গৃহিণী আসিয়া মহামায়াকে কহিলেন—"ঠাকুরঝি যাও ভাই,—প্রবোধের ঘর থেকে বেশ দেখ্‌তে পাবে; জামাইকে দেখে এসো, আশীর্ব্বাদ কোরো.—আমার কিরণ যেন সুখী হয়।" মনের পরিপূর্ণ আনন্দের দিনে আজ গৃহিণী তাঁহার মাতৃ-হৃদয় হইতে ঈর্ষা, বিদ্বেষ সব মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন।

মহামায়া তারাকে লইয়া প্রবোধের ঘরে আসিয়া জানালার কাছে দাড়াইলেন। তখন দেবেন মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ভগিনী সম্প্রদান করিতেছিল। কি সুন্দর কমনীয় কান্তি ওই সভাস্থ পাত্র যেন মহাদেব হাত পাতিয়া হিমালয়ের দান,—তাঁহার গৌরী কন্যাকে গ্রহণ করিতেছিলেন।

চাহিয়া দেখিয়া অজ্ঞাতে তাঁহার একটী দীর্ঘনিশ্বাস উঠিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। তারা হাসিয়া মুখ তুলিয়া কহিল—"মেজদির বর বেশ সুন্দর হয়েছে নয় ?"

মেয়ের হাস্তোজ্জল মুখের পানে চাহিয়া মহামায়ার মনের বিষাদ ভার লঘু হইয়া আসিল। ঈষৎ লজ্জিত হইয়া তিনি অন্তরের সঙ্গে আশীর্ব্বচণ উচ্চারণ করিলেন—"সুখী হোক, চির সুখী হোক—কিরণও যে আমারই।"

বলিতে বলিতে স্নেহে তাঁহার চোখে জল আসিল। বিবাহ নির্ব্বন্ধের কথা; এখানে মানুষের কি হাত আছে ? তারার ভাগ্য-সূত্র বিধাতা যাহার সহিত গাঁথিয়া দিয়াছেন, সে ছাড়া আর কে তাহার স্বামী হইতে পারে ?

বিবাহ হইয়া গেল। বরকন্যা বাসরে নীত হইল। গৃহিণী আসিয়া জামাতাকে বরণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। স্নেহপূর্ণ চোখে চাহিয়া দেখিলেন। জামাতার সুন্দর মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত ও সুখী কবিল।

মহামায়াও আসিয়া বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দ্বিজেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া পুত্রস্নেহে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। বুঝি বা একটু বেদনাও বাজিল। তারার সঙ্গে ইহার বিবাহের কথা হইয়াছিল; তাই কি এ অজ্ঞাত স্নেহের সঞ্চার?

নিমন্ত্রিত লোকজন এবং বর-পক্ষীয়দিগের খাওয়া দাওয়া বিবাহের পূর্ব্বেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। তথাপি সকলেই বরদাকান্ত ও প্রবোধের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। সকলেরই মনে হইতেছিল, এত আয়োজন-সম্পূর্ণতার মধ্যেও যেন কোথায় ফাঁক রহিয়াছে!

কন্যা-জামাতার জলযোগের সুবন্দোবস্ত করিবার ভার ফুল-কুমারীর উপর অর্পণ করিয়া গৃহিণী এতক্ষণে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। সারাদিনের পরিশ্রমের শ্রান্তিতে তাঁহার সুখালস দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

ক্ষিপ্রহস্তে দাসী শয্যারচনা করিয়া দিল। গৃহিণী কহিলেন—"দেখ্ তো, ওদের খাওয়া হলো কিনা—সারাদিনের উপোষ, মেয়েদের তো সে আক্কেল নেই; গল্পই ক'রবে বসে।"

ঝি চলিয়া গেল; একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"খাওয়া হ'য়ে গেছে; এবারে গান হবে—ফুলী দিদি কলের গান নিয়ে বসেচে।"

"আচ্ছা"—বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহিণী শয়ন করিলেন। লেপটা টানিয়া গায়ে দিয়া আলস্যভরে নেত্র নীমিলিত করিলেন।

সশব্দে দ্বার খুলিয়া অমিয়া প্রবেশ করিল। মাতার কাছে আসিয়া কহিল—"শুয়ে আছ কেন মা ?"

মা হাসিয়া কহিলেন—"তবে কি বসে থাক্‌বো না কি ?"

"আমারও ভারি শীত ক'রছে"—বলিয়া অমিয়া মার কাছে শুইয়া পড়িল এবং গল্প করিতে আরম্ভ করিল—"জামাই বাবুরা খুব বড়লোক নয় মা ?"

গৃহিণী তন্দ্রালস কণ্ঠে কহিলেন "হাঁ—"

"আচ্ছা, জুড়ীগাড়ী কাকে বলে মা ? জামাইবাবুর ছেলে-মেয়ে রোজ তাতে চড়ে বেড়ায়। দিদির সঙ্গে আমিও কিন্তু যাব মা, যেতে দেবে ?"

গৃহিণী তাহার শেষ কথায় কাণ দিলেন না। বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন—"কার ছেলে মেয়ে বল্‌লি ?"

অমিয়া সোৎসাহে কহিল—"জামাই বাবুর, ভারি সুন্দর তারা! মেয়ের নাম বেলা, বেশ সুন্দর নাম নয় ? বড়দির মেয়ের নাম আমি রাখ্‌বো বেলা—"

গৃহিণীর নিদ্রা ঘোর ছুটিয়া গিয়াছিল। বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া তিনি কহিলেন—"কার কথা শুনে এসে কি পাগলের মত বক্‌চিস্ ? দ্বিজেনের ছেলে মেয়ে ?"

মায়ের কথায় অমিয়া মুখ ভার করিল—"বেশ আমি পাগল! না জেনেই বল্‌ছি বুঝি ? জামাই বাবুর সঙ্গে তারা আস্‌তে চেয়েছিল; জামাইবাবু বলে এসেছেন যে তাদের জন্যে মা

নিয়ে যাবেন। মেজ্‌দিকে তারা খুব ভালবাস্‌বে, মা বলে ডাক্‌বে।"

গৃহিণীর সর্ব্বাঙ্গের উত্তপ্ত শোণিতস্রোত সবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অসহ্য উদ্বেগে তিনি গায়ের লেপ ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন—"তুই কার কাছে শুনে এলি ?"

মায়ের মুখের ভাব দেখিয়া অমিয়া আশ্চর্য্য ও ভীত হইল। ধীরে ধীরে কহিল—"জামাইবাবুর ভাগ্নের কাছে; যাকে তুমি ওবেলা কাছে বসে খাইয়েছিলে ? সেই কিশোরই তো সব বল্লে।"

"একবার ডেকে নিয়ে আয় দেখি তাকে।"

অমিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। তখনও বিবাহ-সভা আলোকিত ও জনাকীর্ণ। কিন্তু গৃহিণীর উদাস দৃষ্টির সম্মুখে যেন বহুদূর ব্যাপিয়া আলোকশূন্য—শব্দশূন্য এক মহাশ্মশান বিরাজ করিতে লাগিল।

অনতিবিলম্বেই অমিয়া একটি সুদর্শনকান্তি বালককে সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিল। কহিল—"মা, এইনে কিশোর এসেচে।"

গৃহিণী চাহিয়া দেখিলেন। কহিলেন—"এখানে বোস ত একটু"—ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বালক তাঁহার কাছে বসিল।

গৃহিণী কহিলেন—"তুমি নাকি বলেছ যে, তোমার মামার দু'টি ছেলে আর একটি মেয়ে আছে,—সে কোন্ মামার কথা বলেছ ?"

ঈষৎ আশ্চর্য্যভাবে বালক তাঁহার প্রতি চাহিয়া কহিল—"এই মামার; আমার আর মামা নেই।"

অমিয়া কহিল—"মা আমার কথা বিশ্বাস ক'রছিল না ভাই।

কিশোর খুব ভাল গাইতে পারে; জামাইবাবুর কাছে শিখেচে কিনা,—আমি এতক্ষণ শুন্‌ছিলাম; তুমি শুন্‌বে মা ?”

গৃহিণী উদাসদৃষ্টিতে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন। যাহা শুনিয়াছিল, সব ঐ একটি কথাতেই শোনা হইয়া গিয়াছে।

বালক উঠিবার উপক্রম করিল। তন্দ্রা-জাগ্রতের মতই—সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহিণী কহিলেন—“কয়টি ছেলে তোমার মামার ? তোমার মামী আছেন না কি ?”

তাঁহার কণ্ঠস্বর সর্ব্ব রিক্ততার বেদনায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বালক কহিল—“না,—তিনি ম’রে গিয়েছেন। ছেলে দু’জন অমল আর কমল; আর আমাদের খুকীর নাম বেলা।”

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অমিয়া কিশোরকে লইয়া বাসর-ঘরের উদ্দেশে প্রস্থান করিল। গৃহিণী দীপ নিভাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে শয়ন করিলেন।

তখন অন্ধকার গৃহকে উপহাস করিয়াই যেন ঈষৎ মুক্ত জানালা পথে স্নিগ্ধ চন্দ্ররশ্মি আসিয়া বিছানার উপরে পড়িল। বাসর ঘর হইতে গ্রামোফোনের গানের একটি লাইন গৃহিণীর কাণে আসিয়া পৌঁছিল—

“সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল ”

বাসর ঘরের আনন্দ উৎসবের মাঙ্গলিক গানই বটে !—গৃহিণীর আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে সহসা এই বজ্রাঘাত না হইলে বাসরের আমোদিনীগণকে আজ দারুণ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু এখন এই মুহূর্ত্তে, গানটি ঠিক সময়োচিতই হইতেছিল। অবশ

দেহে কাণ পাতিয়া গৃহিণী শুনিলেন, জড় পদার্থ গ্রামোফোনটা ও আজ গাহিয়া গাহিয়া সত্য কথাই বলিতেছে—

"লছমী চাহিতে দারিদ্র বেঢ়ল
মানিক হারানু হেলে।"

৮

অতি প্রত্যুষে মহামায়া আসিয়া গৃহিণীকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন— "অমন দেখাচ্চে কেন তোমাকে? অসুখ করেছে কি বৌ?"

"না"—বলিয়া গৃহিণী মুখ ফিরাইয়া লইলেন; বিরক্তিতে নয়, লজ্জায়; মহামায়াকে মুখ দেখাইতে তাঁহার লজ্জা করিতেছিল।

"—তা হ'লে আর দেরী করো না, এসো; বেলা আটটার মধ্যেই বাসা-বিয়ের যোগার ক'রতে হবে। ওরা তিনটের গাড়ীতেই যেতে চাচ্ছে।" মহামায়া চলিয়া গেলেন।

গৃহিণী উঠিয়া বসিলেন। সারাটি রজনী তাঁহার মনের উপর দিয়া ঝড় বহিয়া গিয়াছে। তারাকে তিনি অবহেলাভরে যে দণ্ড দিতে চাহিয়াছিলেন, মা হইয়া মেয়েকে তাহাই আদর করিয়া সাধিয়া দিলেন। তাঁহার একটি মেয়েও সুখী হইবে না, এই কি বিধাতার লেখা! যাহার সুখের জন্য স্বামীর সঙ্গে মনান্তর ঘটিয়াছে, প্রকাশকে প্রত্যাখান করিয়াছেন—তারা বঞ্চিতা হইয়াছে; সেই কিরণ আজ তিন তিনটি সপত্নী সন্তান বেষ্টিতা হইয়া দ্বিতীয় পক্ষ পাত্রকে বরণ করিল, ইহার চেয়ে দুর্ভাগ্যের পরিহাস আর কি হইতে পারে।

তাঁহার মাতৃহৃদয় অনুতাপে হাহাকার করিয়া উঠিতেছিল—“কিরণ—কিরণ, মা হ'য়ে আমি তোর এমন সর্ব্বনাশ কর্‌লাম !—”

বরদাকান্তকে মনে করিয়া গৃহিণী যেন মাটির সহিত মিশিতে চাহিতেছিলেন। লোকজন আলোক আনন্দ উৎসবে বিবাহ বাড়ী পরিপূর্ণ ; এত আনন্দের মাঝখানে—এই যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর আজ কোথায় ? তাঁহারি হৃদয়-ব্যথা কি অভিশাপের মূর্ত্তি ধরিয়া কন্যার সুখের কাননে দাবানল জ্বালিয়া দিল ? আর কি গৃহিণী কখনও মুখ তুলিয়া সেই উচ্চ মহানুভব পতির মুখের দিকে চাহিতে পারিবেন ? সে পথ কি তিনি রাখিয়াছেন ?

আজই কিরণ চলিয়া যাইবে। সে এখনো জানে না, তাহার কল্পনার নন্দনে কি বাড়বানল-জ্বালা সহিতে হইবে ; দূর হইতে যে স্বচ্ছনীরা সুশীতলা সরসীরূপে প্রতীয়মান হইতেছে উহা যে মরুভূমির মরীচিকা মাত্র ; এ দারুণ সত্য কিরণ কেমন করিয়া সহিবে ?

মেয়ের আনন্দদীপ্ত মুখখানি মনে হইতেই গৃহিণীর চোখে অশ্রুর বান ডাকিয়া আসিল। কাহাকে কি বলিবেন ? এ যন্ত্রণা চিরদিন হৃদয়ে বহিতে হইবে ; কোন কালে ইহার অংশীদার মিলিবে না। তিনি যে নিজে সাধিয়া গরলপান করিয়াছেন।

দিন কাটিয়া গেল। রাত্রির ট্রেণে বরযাত্রীগণ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সুসজ্জিতা কিরণকে পাল্কীতে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণী শয্যাগ্রহণ করিলেন।

দেবেন সঙ্গে গেল। গৃহিণী নিজের খাসদাসী মোক্ষদাকেও সঙ্গে দিয়াছিলেন। কলিকাতায় গৃহিণীর কনিষ্ঠা ভগিনীর বাড়ী ;

দেবেন সেখানেই ছিল। প্রত্যহ মাতাকে সংবাদ লিখিয়া পাঠাইত, এবং প্রতিদিন একবার করিয়া কিরণকে দেখিয়া আসিত।

গৃহিণীও ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। যে গোপন দুঃখের ভার প্রকাশ করা চলে না, তাহাতে অধীর হওয়াও লজ্জাকর। ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে সান্ত্বনা আসিল; দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী অত্যন্ত আদরিণী হয়, মানাইয়া চলিতে পারিলে কিরণ অসুখী হইবে কেন।

ফুলকুমারীই মায়ের একমাত্র সান্ত্বনাদায়িনী ছিল। সে কহিল—"মা,—তুমি অত ভাবো কেন, কিরণ ঠিক চলতে জানে; দশটা ছেলেমেয়ে থাকুক না কেন? নিজের ষোল আনা ন্যায্য দাবী ও ঠিক বজায় রাখবে।"

গৃহিণী কহিলেন—"বাছা, ছেলেরাই যে অর্দ্ধেকের মালিক; মেয়ের পিছনেও কোন হাজার পঞ্চাশেক না খরচ করবে? তা' হলে কিরণের কি রইলো বল?"

একমাস পরে কিরণ ফিরিল। দুয়ারে আলিপনা দেওয়া,—মঙ্গলঘট বরণডালা সাজানো রহিয়াছে। পাড়ার মহিলারা নিমন্ত্রিতা হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের সামনে কিরণ পাল্কী হইতে নামিল।

এই একমাসে কিরণ আরও ফরসা হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ দামী রত্নালঙ্কারে মণ্ডিত; যে বেনারসী সাড়ীখানি সে পরিয়া আছে, তাহার দাম তিন চারিশোর কম হইবে না।

সকলের দৃষ্টিই তাহার বস্ত্রালঙ্কারের উপরে পড়িল। গৃহিণী সুখী হইলেন। সত্যই কিরণ বড় ঘরের গৃহিণী হইয়াছে।

দ্বিপ্রহরে সমস্ত কাজকর্ম্ম মিটিয়া গেলে নির্জ্জনে নিজের ঘরে বসিয়া গৃহিণী দেবেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার কাছে কিরণ শুইয়া ফুলীর সহিত গল্প করিতে করিতে এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মোক্ষদা গৃহিণীর মনোরঞ্জনে অতিশয় নিপুণা; ইহারই মধ্যে তাহার মুখে কিরণের জুড়ীগাড়ী, মোটর, স্প্রীংয়ের খাট, মার্ব্বেল টেবিল, সিন্দুকের হীরা মুক্তার অলঙ্কার ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ পুনঃপুনঃ শুনিয়া সকলের একরূপ কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। কিরণ যে 'বেল্' টিপিয়া দাসীকে ডাকিয়া হুকুম করে, যখন ইচ্ছা মোটরে করিয়া বেড়াইতে যায়; দাসীরা পরিচ্ছদ পরাইয়া দেয়—এ সকল সংবাদ ও প্রতি-বেশীদের অগোচর রহিল না। হাজার হোক, কিরণ তাহাদেরই একজন; তাহার এ আকস্মিক সুখ সৌভাগ্য সকলের চিত্তেই ঈর্ষ্যার ছায়াপাত করিয়াছিল,—বিশেষতঃ সমবয়স্কা সখীদিগের।

কিন্তু এখন আসল কথা জানা প্রয়োজন। দেবেন আসিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া চেয়ার টানিয়া কাছে বসিল। গৃহিণী কহিলেন—" হ্যাঁ রে, বৌ দেখে সবাই খুসী হয়েচে তো ?"

দেবেন কহিল—"হয়েছিল তো—"

গৃহিণী কহিলেন—"কিন্তু জামাই যে দ্বিতীয় পক্ষের, তা আমায় বলিস্‌নি কেন? জেনে শুনে বোন্‌টাকে জলে ফেলে দিলি!"

দেবেন ক্ষুণ্নভাবে কহিল—"আমিই কি জানি মা? এইবার গিয়ে না সব জানতে পারলুম। ওদের সব কথা গোপন ছিল, প্রবোধ ছেলে মানুষ ধরতে পারে নি। আর আমিও দুদিন মোটে ছিলাম প্রথমবারে,—এ'সব বিষয়ের কোনই খোঁজ করিনি;

এমন যে একটা বিষয় লুকানো থাকতে পারে এ সম্ভাবনার কথাও কখনো আমাদের মনে হয়নি—"

গৃহিণী নীরব হইয়া রহিলেন। দেবেনও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"সবই ভাগ্য! গাড়ী ঘোড়া থেকে আরম্ভ করে দালানের প্রত্যেক খানা ইট কাঠ পর্য্যন্ত দেনার দায়ে বিকিয়ে আছে। আর দ্বিজেনকে যা দেখ্‌লাম,—প্রায়ই বাগান বাড়ীতে থাকে; বাড়ীর ঠাট্‌ এখনো বজায় রেখেচে, কিন্তু বেশী দিন চলবে না। তবে ওর মায়ের নামে একটা সম্পত্তি আর দু'খানা বাড়ী আছে; সেইটাই ওদের সম্বল। এ বাড়ী শীগ্‌গীর ছেড়ে দেবে—।"

দেবেনের প্রত্যেকটা কথা গৃহিণীর বুকে শেলের মতই বিঁধিয়া বিঁধিয়া বসিতে লাগিল। কোন কথা বলিবার শক্তি তাঁহার ছিল না; কিছু বলিলেনও না। নিস্পন্দভাবে বসিয়া কেবল শুনিয়া যাইতে লাগিলেন।

দেবেন কহিল—"আর ব্যবহারেও কিরণ সুখী করতে পারেনি তাদের; বেলা,—ওর সৎমেয়ে—মেয়েটি ভারি সুন্দর,—তা এরই মধ্যে তাকে একদিন মেরেছিল; যে আদরের মেয়ে সে, বাড়ী শুদ্ধ একেবারে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল; দ্বিজেনের মা ত' কিরণকে মারতে বাকী রেখেছিল শুধু,—তারা আমাদের মত তো নয় যে রাতদিন ছেলেমেয়েকে টিপ্‌ টিপ্‌ করে মারবে। তা' কিরণ না কি শাশুড়ীর সঙ্গে কি সব তর্ক করেছিল—বলেছিল—"আমার কাছে আসেনা যেন—"শুনে দ্বিজেনের মা বল্‌লেন—"ওর বাড়ীতে ও যেখানে—ইচ্ছে থাক্‌বে, তোমার ভাল না লাগে বাপের বাড়ী গিয়ে

থাক—আরও সব কি কি কথা হয়েছিল, অত আমার মনে নেই, কিরণের কাছে শুনো—"

অনেক চেষ্টায় রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া গৃহিণী কহিলেন—আর দ্বিজেন? যার হাতে মেয়েকে দিয়েছি, সে—সে কেমন?"

দেবেন কহিল—"সে লোক নেহাৎ মন্দ নয়। মেয়েকে খুবই ভালবাসে; কিরণকে কিছু বলেনি, আমাকে বল্লে—'যে তিরিশটা দিনও সংযত হয়ে থাক্‌তে পারে না, ভদ্র লোকের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়া উচিত নয়।' সেদিন ওদের বাড়ীতে গিয়ে আমি কি মুস্কিলে পড়ে গিয়েছিলাম! কিরণ এসে কেঁদে পড়লো—দ্বিজেনের মা এলেন বৌয়ের গুণ বর্ণনা করতে,—কাকে কি বলি ভেবে পাইনে—"

গৃহিণী কহিলেন—"তারা খুব ভদ্র,—জেনে শুনে আমার সর্ব্বনাশ করলে!—"

দেবেন কহিল—"তাদের দোষ কি মা? তারা তো যেচে আসেনি। আর তরুর সঙ্গে বিয়ে হলে কি এ ঘটনা আমাদের মনে লাগ্‌তো? তরু মানিয়েও চল্‌তে পারতো; ঐ ছেলে মেয়েকে প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌ত। ছেলেমেয়েগুলি ভারি সুন্দর মা, ঠিক যেন ননীর পুতুল। কিরণটা আসলেই খারাপ, দেখোনা, সুরেন অমিয়া তরু কাউকে ও দেখ্‌তে পারে না?"

গৃহিণী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। দেবেন কহিল—"দ্বিজেনের মা দু'বেলা চা খান; চা টা কিরণকে ক'রে দিতে হয়। এতবড় হয়েচে অথচ কোন কাজ করতে শেখেনি।

একদিনও চা ভাল হয় না আর বকুনি খেতে হয় ; দেখে শুনে আমারই রাগ হতো, ও যে এত অকর্ম্মা আগে তা বুঝতে পারিনিত'—"

গৃহিণী কহিলেন—"এখন ওদের উপায় কি,—দিন চল্‌বে কি করে ?"

দেবেন হাসিয়া কহিল—"তার জন্যে ভাবনা নেই। দ্বিজেনের মার সম্পত্তিটা নেহাত কম নয়। দ্বিজেন মাকে ভয় ভক্তি করে খুব,—মার সম্পত্তি নষ্ট করতে পারবে না সে—"

ফুল কুমারী কহিল—"সব দোষ ঐ দ্বিজেনের। তিন তিনটে ছেলে মেয়ে যার, কোন মুখে সে বিয়ে করতে আসে ? কিরণ ও তেমনি আক্কেল দেবে, সে সোজা মেয়ে নয়—"

দেবেন হাসিয়া কহিল—"ও সব ওখানে খাটবে না। অবশ্য দ্বিজেনের সঙ্গে একদিন আমার খুব তর্ক হলো ; আমাকেই হার মানতে হলো। দাদা বলে ডেকে নম্র বিনীত ভাবে এমন সব কথা বল্লে যে আমিই রাগ ভুলে গেলাম। আর তাদের কি দোষ ? আমাদেরই ভাল করে খোঁজ খবর নেওয়া উচিত ছিল।

গৃহিণী ধীরে ধীরে কহিলেন—"প্রবোধ প্রকাশ ওরাও কি টের পায় নি কিছু, এতদিনের আলাপে ?

দেবেন কহিল—"আলাপ আর কই ? এক ক্লাসে পড়ে এই মাত্র। দ্বিজেনতো মার জন্যেই কলেজে নাম রেখেচে। বছরে দু'মাস কলেজ করে কিনা সন্দেহ।"

গৃহিণী চুপ করিয়া রহিলেন। দেবেন কহিল—"দ্বিজেনের মা কিরণকে প্রথমটা খুবই ভাল বাসতেন। এখন ওর ব্যবহারে

যদি বিরক্ত হন সে কার দোষ? মা, দেখে শুনে আমার কেবলই মনে হত' তরুর ঘরে আমরা জোর করে কিরণকে দিয়েচি।"

ফুলকুমারী প্রবীণার মত গম্ভীর ভাবে কহিল—"সবই অদৃষ্টের দোষ, নইলে কিরণের কপালে এমন হবে কেন?"

দেবেন হাসিয়া কহিল—"অদৃষ্টে মন্দ হয়েছে কি? মানিয়ে চলতে পারলে কিরণ ভালই থাকবে। কিন্তু বাঁকা হলেই মুস্কিল; এরা অনাথদের মত ভাল মানুষ নয় যে বৌয়ের কথা মত চলবে। কিরণকে নম্র হতে হবে, কাজ কর্ম্ম শিখতে হবে—নইলে শ্বশুর-ঘর করা চলবে না এ আমি বলে দিচ্ছি।

কিরণ ঘুম ভাঙ্গিয়া চুপ করিয়া শুইয়া দাদার কথা শুনিতেছিল। এইবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল—"মানিয়ে চলা কি রকম? ভোর না হ'তেই গুষ্টীর চা করে দিতে হবে; ছেলে মেয়ের আবদার সইতে হবে, চার পাঁচবার করে খাবার দিতে হবে, আবার কথা কইতেও পাবোনা? আমি কি কেনা বাঁদী? সে সব আমি পারবো না বলে দিচ্চি।"

দেবেন হাসিয়া কহিল—"না পার, এখানেই থাকতে হবে চিরদিন; ফুলীর শ্বশুর বাড়ী নয় সেটা,—মনে রেখো।"

ফুলী একটু হাসিল। গৃহিনী মেয়েকে দোষ দিতে পারিলেন না। সত্যই তো, অৰ্দ্ধেক ভাগীদার সতীন কাঁটাকে কে ভাল-বাসিতে পারে?

দেবেন উঠিয়া গেলে কিরণ রাগে ও অভিমানে পূর্ণ হইয়া কাঁদিয়া মায়ের কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল—"কেন ওখানে

আমার বিয়ে দিলে মা ; সারা জীবন দাসীপনা করতে হবে আমাকে, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে—"

ফুলী কহিল—"এর চেয়ে প্রকাশদা অনেক ভাল ছিল মা,—"

গৃহিণী কিছু কহিলেন না ; কন্যাকে কোলে টানিয়া লইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

কয়েক দিন পরে বরদাকান্ত ফিরিয়া আসিলেন। কিরণের বিবাহের কথা বলিতে গিয়া অপরাধিনীর মত সঙ্কুচিত ভাবে সব কথাই গৃহিণী তাঁহাকে বলিলেন : স্বামীর কাছে আর কিছু গোপন করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তিনি দিবানিশি অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হইতেছিলেন।

বরদাকান্ত দেবেনকে ডাকিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন। বিষাদ-গম্ভীর মুখে একবার গৃহিণীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন মাত্র। কোন কথা কহিলেন না।

মহামায়া বরদাকান্তের কাছেই বসিয়া ছিলেন। এতদিন তিনি এসব কথার কিছুই জানিতেন না। গৃহিণীর শাসনে মোক্ষদা ও অমিয়ার চঞ্চল রসনা রীতিমত সংযত ছিল। আজ মহামায়া সব শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

ভারাক্রান্তচিত্তে মহামায়া উঠিয়া গিয়া পূজায় বসিলেন। পূজা সারা হইলে তারা ধীরে ধীরে আসিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল—নির্ম্মাল্য এবং চন্দনের ফোঁটা লইবার জন্য। প্রতিদিন সে এই সময় মায়ের কাছে বসিয়া থাকিত।

কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া মহামায়া যেন অন্তরের মধ্যে ঈষৎ শিহরিয়া উঠিলেন। দুঃস্বপ্ন জাগ্রতের মতই পরিপূর্ণ

নির্ভর বিশ্বাসে "দুর্গা-দুর্গা" বলিয়া গভীর স্নেহে কন্যার মুখ চুম্বন করিলেন।

৯

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তৃতীয় বৎসরের মধুমাস গন্ধ-সুখে ধরণীর শ্যামল অঙ্কে বিরাজ করিতেছে। শীতের জড়তা ঘুচিয়া চারিদিক নবীন জীবনোৎসাহে জাগিয়া উঠিয়াছিল। দেবদারু বৃক্ষের নবীন পত্র পল্লবে যেন তাহারই জয় নিশান উড়িতে ছিল।

বেলা দ্বিপ্রহর। প্রখর রৌদ্রে চারিদিক যেন ঝলসিয়া যাইতেছে। ফুলের উদ্যানটার দ্বারের পার্শ্বে বৃক্ষতলে সেই বাঁধানো বেদীটিতে বসিয়া তারা একমনে একখানি বই পড়িতেছিল। তাহার কাছে বসিয়া ফুলকুমারীর মেয়েটি এক রাশ খেলনা লইয়া খেলিতেছে। আমগাছের একটা নিম্নতম শাখায় একটা দড়ির দোলা টাঙানো; তাহাতে বসিয়া অমিয়া মুক্তকেশ উড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে দুলিতেছে; এবং এক একবার দুলিতে দুলিতে তারার সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া কোন বার একটু ঠেলা দিয়া অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেছে। অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে পাঠে রত থাকায় তারা তাহার এ উৎপাত গ্রাহ্য করিতেছেনা।

সম্মুখের নির্জ্জন পথটির ধূলি কণা রৌদ্র তপ্ত হইয়া উঠিয়া ছিল। দীর্ঘ দুই বৎসর পরে সেই পথ বাহিয়া আজ প্রকাশ আসিতেছিল।

নিকটে আসিয়া তারার দিকে চাহিয়া প্রকাশ সহসা তাহাকে

চিনিতে পারিল না। এই কি সেই বালিকা তারা ? তাহার সর্ব্বাঙ্গ নিরাভরণ কিন্তু গঠন সৌকুমার্য্যে প্রকৃতি সকল অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছে। বাম হাতের উপর চিবুক রাখিয়া গভীর অভিনিবেশের সহিত সে কোলের বইখানির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ললাটে চন্দনের ফোঁটা ; সুদীর্ঘ কেশ রাশি আনত মুখখানিকে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়া পিছনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই খররৌদ্র-ঝলসিত বিশ্ব প্রকৃতির মাঝখানে তরুতলে উপবিষ্টা কিশোরীর মাধুরীময়ী ছবিখানিকে পথশ্রান্ত আতপক্লিষ্ট প্রকাশের চোখে ঠিক মরুভূমির মাঝে শান্তি-শতদলের মতই বলিয়া মনে হইল।

অমিয়া প্রকাশকে দেখিয়াই উচ্চকণ্ঠে সম্বর্দ্ধনা করিতে করিতে দোলা হইতে নামিয়া পড়িল। তারা মুখ তুলিয়া চাহিল ; তাহার চোখে প্রথমে বিস্ময় পরে আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। হাতের বইখানা পাশে রাখিয়া দিয়া সে উঠিয়া আসিয়া প্রকাশকে প্রণাম করিল। একটু হাসিয়া কহিল "কবে এলেন ?"

অমিয়া আসিয়া প্রকাশের হাত ধরিল। আনন্দিত মুখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"আচ্ছা প্রকাশদা আপনি আমাদের কাছে একখানাও চিঠি লেখেন নি কেন ?"

"ভুলে গিয়েছিলাম" বলিয়া প্রকাশ হাসিল। তারার দিকে চাহিয়া কহিল "এখনি আসছি—তোমরা সব ভালো আছ ? মা—পিসিমা ?"

অমিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল—"সবাই ভাল ; আচ্ছা প্রকাশদা, আপনি পাহাড়ে খুব বেড়িয়ে বেড়াতেন ? সেখানে অনেক বাঘ ভালুক থাকে, আপনার ভয় করত না ?

'না' বলিয়া সাহাস্যে প্রকাশ অমিয়ার দিকে চাহিল। দুই বৎসরে দেখিতে সে অনেক বড় হইলেও তাহার প্রকৃতির কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। তেমনি চঞ্চলা মুখরা হাস্যময়ীই সে আছে।

তারা কহিল—"প্রকাশদা এখনো খাননি বুঝি অমিয়া—"

অমিয়া কহিল—"সত্যি খাননি ? তা হ'লে আসুন না আমাদের বাড়ী, সব জিনিসই আছে, তারা আজ ডাল এত ভাল রেঁধেছিল মরে যাই—কেউ খেতে পারে নি। আমিও রান্না শিখ্‌ছি।"

"সত্যি নাকি ? তা'হলে আর একদিন তোমার আতিথ্য গ্রহণ করবো, আজ ছাড়ো অমিয়া, যাই।"

"আচ্ছা বেশ, আমি নিমন্ত্রণ করব আপনাকে ; আর সঙ্গে দেখা করবেন না ?"

"ও বেলা আস্‌বো" বলিয়া প্রকাশ চলিয়া গেল।

তারা বইখানি হাতে করিয়া ফুলীর মেয়েটিকে কোলে তুলিয়া লইল। অমিয়া কহিল—"যাস্‌নে ভাই আমার একা একা ভাল লাগ্‌বেনা।"

তারা হাসিয়া কহিল—"বেশ মজা তো—তাই ব'লে আমি তোমার কাছে বসে থাকবো। আমায় খই বাছ্‌তে হবেনা ?"

"সে হবে এখন, তুই বোস"—বলিয়া অমিয়া দোলায় বসিয়া হাত বাড়াইয়া কহিল—"বেলাকে আমার কাছে দে' ওকে একটু দোল খাওয়াই।"

খুকীকে তাহার কোলে দিয়া তারা কহিল—"মামীমা বকেন যদি, বিকেলেই মুড়কী ক'রবেন বলেছিলেন। তুই যদি আমার হাতে হাতে খই বেছে দিস্ তা'হলে থাকি।"

"বয়ে গেছে আমার খই বাছ্‌তে—" বলিয়া অমিয়া তুলিতে সুরু করিল।

"তবে তুই থাক্‌—" বলিয়া তারাও বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

এই দুই বৎসরের মধ্যে রায়বাড়ীতে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। শুধু অমিয়া ও তারা বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে এবং কিরণ সন্তানের জননী হইয়াছে; গৃহিণী বড় আশা করিয়াছিলেন ছেলে হইলে ন্যায়তঃ অৰ্দ্ধেক সম্পত্তির দাবীদার হইবে। কিন্তু তাঁহাকে হতাশ করিয়া একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

প্রকাশের বিবাহ হয় নাই। প্রকাশের মা অত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছিলেন। তাঁহাকে লইয়া প্রকাশ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পাহাড়ে গিয়াছিল। অবশ্য ঐ সঙ্গে অনেক তীর্থ ভ্রমণও হইয়াছে। সুনীতি মার সঙ্গেই ছিল; শরৎও কিছুদিন ছিল। গত মাঘমাসে সে সুনীতিকে লইয়া বাড়ীতে আসিয়াছে; প্রকাশ মাতাকে লইয়া ফাল্গুন মাসেই কলিকাতা ফিরিয়াছিল; এখন সুনীতির সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে।

অপরাহ্ন বেলায় প্রবোধ গিয়া প্রকাশকে গ্রেপ্তার করিল। প্রকাশ কহিল—"কল্‌কাতায় এসে আর খোঁজ পাইনে—গ্রীষ্মের ছুটী তো এখনো হয়নি, এত আগেই এসেছিস্‌ কেন?"

প্রবোধ কহিল "জ্বরটা কি রকম হচ্ছিল তা' জান? বাড়ীতে এসে তবে ভাল হ'য়েছি; চল্‌ আমাদের বাড়ী।"

"চল্‌, তার আগে আর একটা জায়গা ঘুরে আসি; আমার মাসীমার মেয়ের বিয়ে—এই মাত্র চিঠি পেলাম—দিদি যাচ্ছে—চল্‌ বিয়েটা দেখে আসি।"

"আমি ?"—প্রবোধ একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—

"সে কি রে, আমার সঙ্গে যেতে তোর আবার সঙ্কোচ কিসের —নিমন্ত্রণ হয়নি ব'লে ?"

"হ্যাঁঃ তার জন্যেই আমি ব্যস্ত—কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখ্‌ছিস্ নে।"

"আমার যা আছে, তাতেই চল্‌বে। দু'দিনের বেশী হবেনা তো—নৌকা তৈরী হয়ে আছে, চল্ যাই—" বলিয়া সে প্রবোধকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

নৌকায় সুনীতি বসিয়াছিল। উভয়কে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া কহিল—"প্রবোধকেও নিয়ে এসেছিস্ বেশ করেছিস্; নিমন্ত্রন হয়নি বলে তুমি কিছু মনে করোনা প্রবোধ— মাসীমা খুব সুখী হবেন তোমায় দেখ্‌লে—তুমি আমাদেরই একজন—"

"প্রকাশটা ছাড়লেনা—জামা কাপড় কিছুই আনতে দিলেনা—" বলিয়া প্রবোধ লাফ দিয়া নৌকায় উঠিল।

সুনীতি সরিয়া বসিয়া উভকে স্থান করিয়া দিল। প্রকাশ কহিল—"আমি যে ওর সঙ্গে সঙ্গে ল্যাংবোটের মত কত জায়গায় অনিমন্ত্রনে গিয়েছি ও তা মনে করেনা দিদি—"।

বিবাহের নিমন্ত্রন সারিয়া ফিরিতে প্রকাশের চৈত্রমাস অতীত হইয়া গেল। প্রবোধ আগেই ফিরিয়াছিল এবং প্রতিদিন প্রকাশের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মাস খানেক পরে প্রকাশ ফিরিল। বিকাল বেলায় এ

বাড়ীতে দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিল। কিরণ বারান্দায় বসিয়া মেয়েকে দুধ খাওয়াইবার যোগাড় করিতেছিল। প্রকাশকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরে চলিয়া গেল। ফুলকুমারী ঘর হইতে বাহির হইয়া সহাস্য মুখে অভ্যর্থনা করিল—"আসুন প্রকাশ দা'—ভালো আছেন ত ?"

মহামায়া তাঁহার ঘর হইতে নামিয়া আসিতেছিলেন। প্রকাশ তাঁহাকে প্রণাম করিল। তারা বারান্দায় বসিয়া সেলাই করিতেছিল। প্রকাশকে প্রণাম করিতে দেখিয়া সেও উঠিয়া আসিয়া প্রবোধ প্রকাশ ও মহামায়াকে প্রণাম করিল।

অমিয়া কহিল—"বাপ্‌রে প্রণাম করবার ধুম—অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ বুঝলি তারা ?" তারা ঈষৎ ভ্রূকুটী করিল; এই ভ্রূভঙ্গীটা তাহার মুখে সুন্দর দেখায়, প্রকাশ চাহিয়া দেখিল।

গৃহিণী রান্না ঘরের দিকে ছিলেন। অমিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। প্রকাশকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। প্রকাশ তাঁহাকে প্রণাম করিলে প্রাণ খুলিয়া তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন—"সুখী হও বাবা—চিরসুখী হও।"

ফুল কুমারী কহিল—"আপনি কি যাবার সময় সুনীতি দিদিকে নিয়ে যাবেন ?"

প্রকাশ কহিল—"না এই ত' দিদি সেদিন এলো ; মা আবার পুরী যাবেন বল্‌ছিলেন—প্রবোধের সঙ্গেই আমি কলকাতা ফিরব দেখি মা কোথায় গিয়ে ভালো থাকেন—"

গৃহিণী কহিলেন—"তা'হলে পড়াটা ছেড়েই দিলে ?"

প্রবোধ হাসিয়া কহিল "ওর ভাবনা কি মা ? ও কোন দুঃখে পড়বে ?"

প্রকাশ হাসিয়া কহিল—"দুঃখে পড়েই বুঝি লোকে লেখাপড়া করে, এই বুদ্ধি হয়েছে তোর ? আমার সব দেখা শোনা কর্‌বার আর কে আছে—আমি ছাড়া ?"

"হ্যাঁ, দেখা শোনা ত' ভারি, মোটার হাঁকিয়ে বেড়ানো আর ব্যাঙ্কের সুদ গুণে নেওয়া— আসলে ওর পড়বার ইচ্ছে নেই, সব বাজে কথা—"

গৃহিণী কহিলেন—"বি, এ টা পাশ করে ছেড়ে দিলেই হ'তো। পড়োনা আবার, প্রবোধ এম এ, ল' পড়ছে শুনেছো বোধ হয় ?"

প্রকাশ কহিল "শুনেছি। আমার আর পড়া হবে না, প্রবোধ যা বল্লে সত্যিই, একবার ছেড়ে দিলে আর হয় না। মার ও তেমন ইচ্ছে নেই, বাড়ীতে থাকতে চান না, তাঁকে নিয়ে আমার ঘুরে বেড়াতে হবে কিছুদিন—"

গৃহিণী প্রকাশের মার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন অল্পে অল্পে সান্ধ্য সভাটা বেশ জমিয়া উঠিল।

প্রকাশকে দেখিয়া গৃহিণী খুবই সুখী হইয়াছিলেন। প্রকাশ পড়া ছাড়িয়া দিলেও পাত্র হিসাবে সে সর্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। দীর্ঘকাল পরে তাহাকে দেখিয়া তাঁহার আশালতা পুনঃ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। অমিয়া বিবাহ যোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে ; প্রকাশের মত পাত্র তিনি কোথায় পাইবেন ? প্রকাশ ও যে এ বাড়ীর আশা এখনো করে, এবং হয় ত এই জন্যই আজ পর্য্যন্ত ও বিবাহ করে নাই—মার অসুখ ওটা বাজে কথা—ইহা গৃহিণী নিজের মনেই

ধরিয়া লইয়াছিলেন। না করিবেই বা কেন, তাঁহার মেয়েদের মত মেয়ে ক'জনার আছে? দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাদের কপাল ভাল নয়।

তারা মায়ের কাছে বসিয়াছিল। ফুলকুমারী ডাকিয়া কহিল—"রাত্রি হয়ে এলো রাঁধবে কখন? রোজই কি মনে করিয়ে দিতে হবে?"

তারা উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। এ বেলার রন্ধনের ভার তাহারই উপর পড়িয়াছিল।

গমনোদ্যতা তারার দিকে চাহিয়া অমিয়া কহিল, "ওর রাঁধ্‌তে ইচ্ছে করে কি না; ধরে বেঁধে হরি ভক্তি! ওবেলার রান্না যা হয়েছিল—"

"অনিচ্ছার কাজ ঐ রকমই হয়ে থাকে। যা'ত অমি, আগে খুকার দুধটা গরম করে দিয়ে যেতে বল তারাকে—"

অমিয়া কহিল—"আমি এখন যেতে পারব না; তুমি ডেকে বল ওকে—"

অগত্যা ফুলকুমারীকে গল্পের আসর হইতে উঠিয়া যাইতে হইল।

তারা বড় হইয়া অবধি গৃহিণীর বিষ-নজরে পড়িয়াছিল। সে যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিত যে তাঁহারই পুত্রকন্যার নিমিত্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিবার জন্যই সে বাড়িয়া উঠিতেছে। কোনরূপেই গৃহিণীর প্রসন্নতা অর্জ্জন করিতে না পারিয়া ইদানীং তারাও তাঁহাকে এড়াইয়া চলিত। বাড়ীর মধ্যে বরদাকান্ত ও প্রবোধের কাছেই সে যা স্নেহাদর পাইত, এবং

ইহাদেরই সেবায় সে কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। আর সকলের প্রতি সে কর্ত্তব্যটুকু সমাপন করিয়া যাইত মাত্র।

মহামায়ার দিন ও অশান্তিতে কাটিতেছিল। একটি মাত্র মেয়ে—তাহার বিবাহ দিয়া সুখী হওয়াও বোধ হয় তাঁহার অদৃষ্টে নাই। একটা সম্বন্ধও ভাল আসিতেছে না। বরদাকান্ত কতই ব্যয় করিতে পারিবেন! অমিয়ার বিবাহের ভার দেবেন গ্রহণ করিয়াছে; মাতার সঞ্চিত অর্থ ত' আছেই। সর্ব্বোপরি ফুলী কিরণ ও গৃহিণীর বাক্য জ্বালাও দিন দিন অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। ফুলী প্রায়ই পিত্রালয়ে আসিয়া থাকে। কিরণ ও এখানেই থাকা পছন্দ করে। দ্বিজেন কোন আপত্তি করে না, কারণ মায়ের সঙ্গে স্ত্রীর প্রতিদিনকার খুঁটি নাটি লইয়া ঝগড়ায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিত। মাঝে মাঝে খেয়াল মত আসিয়া কিরণকে লইয়া যাইত; কিম্বা এখানে আসিয়া ও কিছুদিন থাকিয়া যাইত।

এই দুই কন্যা গৃহিণীর দু'পানি হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। তারা ইহাদের ডাকিনী যোগিনী বলিত,—অবশ্য ঝগড়া হইলে। অমিয়া বলিয়াছিল "দেখ্ আমায় ওসব বলিস্‌নে খবরদার—"ঝটিতি তারা উত্তর করিল—"না তা বলব কেন, তুই যে কুঁদুলী—"তাহার নিজের বিশেষণ ছিল রাক্ষসী।

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি প্রকাশ কলিকাতায় ফিরিল। যাইবার আগের দিন গৃহিণী তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। একটু বেলা করিয়াই সকলের আহার শেষ হইলে—প্রবোধ ও প্রকাশ একসঙ্গে বসিল। অমিয়া এবং তারা পরিবেশন করিতেছিল;

এবং গৃহিনী কাছে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন ও খাওয়ার তদারক করিতেছিলেন।

এক সময় প্রকাশ অমিয়ার দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল—"তোমার জন্য এবার কি আনবো বল দেখি?"

অমিয়া কহিল—"আপনি কি আস্‌বেন আবার?" "আস্‌বো বই কি, পূজার পরে একবার আস্‌বো, দিদিকে নিয়ে যাব তখন। তা তুমি সেই ফার্ষ্ট প্রাইজটা না পেয়ে খুবই দুঃখিত হয়েছিলে, না? সে কথা আমার মনে আছে। কি আন্‌বো তোমার জন্যে, বল?"

"আমিই ত' পেতাম সেটা দাদা"—বলিয়াই অমিয়া চুপ করিল। সে কথা সে আজও ভুলিয়া যায় নাই। ক্ষণেক পরে কহিল—"কি আন্‌বেন—খুব ভাল জিনিস্—সেই পাথরের বাক্সটার চেয়েও ভাল হওয়া চাই,—আমার মনে হচ্ছে না; আচ্ছা, আপনার কাছে যা ভাল মনে হয়, তাই আনবেন।"

তারা থালায় করিয়া নানাবিধ নিরামিষ ব্যঞ্জন সাজাইয়া আনিয়া উভয়কে পরিবেশন করিয়া দিল। নিরামিষ ঘরে সে রাঁধিয়াছিল। আজ দ্বাদশী—সুতরাং বড়বৌ রান্নাঘরের ভার লইয়াছিলেন।

প্রবোধ কহিল—"কে রেঁধেছে রে?" লজ্জিতভাবে তারা কহিল "'আমি'—ভাল হয়নি বুঝি?"

"বটে! তোর কথাটা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। আমিও দুদিন পরেই তো কল্‌কাতায় যাচ্ছি, তোর জন্যে কি আন্‌ব বল্ দেখি?"

তারা কহিল—"যা তোমার ইচ্ছে হয়—" "আচ্ছা বেশ,—আপাততঃ আমার আর একটু মোচার ঘণ্ট পেতে ইচ্ছে হচ্ছে ;—ভারি সুন্দর সব হয়েচে ; লাউয়ের ডাল্‌নাটাও আর একটু আনিস্ ; আর বড়ি দেওয়া ওটা কি, কিসের ঘণ্ট ? ওটা ও ভুলিস্‌নে যেন।" একটু হাসিয়া তারা চলিয়া গেল। প্রবোধ কহিল "অমিয়াকে একটু রান্না বান্না শিখিয়ো মা, কিরণ এখন অবধি কিছু জানে না—"

গৃহিণী কহিলেন—"ওকে রাঁধুনিগিরি করতে হবে না, এম্‌নি ঘরেই আমি মেয়ে বিয়ে দেবো। সেজন্যে তোর ভাবনা নেই —রাঁধতে না জান্‌লেও ওদের দিন চল্‌বে"—ঈঙ্গিতে প্রকাশকেও একটু শোনানো হইল।

প্রবোধ কহিল—"না মা, ওদের তুমি অত আব্‌দার দিয়ো না। রান্না করা বিদ্যাটা সবার উপরে—তার পরে আর সব ; ঠিক তোমার মত রান্না করতে শেখা চাই ওদের—এবার কার্ত্তিক মাসে আমাদের বনভোজনের দিন তোকেই রান্না করে দিতে হবে অমিয়া, মনে থাকে যেন—"

পুত্রের কথায় জননী ঈষৎ হাসিলেন। কহিলেন—"তা' ও না পারে, আমিই দেবো, আমি কি সাধে শিখেচি বাছা—এ বাড়ীতে এসেই আমাকে হাঁড়ি ধরতে হয়েছিল—বাপের বাড়ীতে কোন দিনও রান্নাঘরের ছায়াও মাড়াইনি। যা' শিক্ষা দীক্ষা তোমাদের বাড়ীতেই হয়েচে—অমিয়া দুটো ভাত নিয়ে এসো মা—"

"আমি পারবোনা মা!" বলিয়া অমিয়া আবদার করিয়া

মায়ের গায়ে ঠেসান দিয়া বসিল। তারা ব্যঞ্জন আনিয়া দিতে ছিল। কহিল "আমি এনে দিচ্চি" বলিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে দুইমাস চলিয়া গেল; অথচ প্রকাশকে কিছু বলা হইল না। ইহাতে গৃহিণী মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। নিজ মুখেই কথাটা বলিবেন মনে করিয়া আজ প্রকাশকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই বলিতে পারিলেন না। আর সময়ও নাই; কাল প্রকাশ চলিয়া যাইবে। আজই সন্ধ্যায় কাহাকে দিয়া কথাটা বলাইলে ভাল হয়, গৃহিণী তাহাই মনে মনে ভাবিতেছিলেন।

কিন্তু প্রকাশের যাওয়া হইল না। অপরাহ্ন বেলায় গৃহিণী সংবাদ পাইলেন, নিস্তারিণীর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ সহসা স্থির হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহের কথাটা ছয়মাস ধরিয়া চলিতেছিল। পাত্র বেশ উপযুক্ত বলিয়াই তাহাদের সকল দাবী বজায় রাখিয়াই জগৎ বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। কাল সকালেই পাত্র-পক্ষ কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন। ২রা আষাঢ় বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে; সুতরাং এই কয়েকটা দিনের জন্য প্রকাশের আর যাওয়া হইল না।

শুনিয়া গৃহিণী খুব খুসী হইলেন। দেবেনকে দিয়া কথা পাড়িবেন মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন।

যথাকালে নিস্তারিণীর কন্যার বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এই উপলক্ষে উভয় পরিবারের প্রীতির বন্ধন আরও সুদৃঢ় হইল। বরদাকান্ত স্বয়ং সমস্ত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন; ফলে

কোথাও কোন গোলযোগ হইল না, গৃহিণীও যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রবোধের ত' কথাই নাই।

সেদিন প্রথম আষাঢ়ের জলধারা তৃষিত ধরণী-বক্ষে ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। তারার শরীরটা ভাল ছিলনা, কয়দিন ধরিয়াই একটু একটু জ্বর হইতেছিল।

জানালার কাছে বসিয়া সে উদাস নেত্রে বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। বুঝি বাহিরের মেঘাচ্ছন্ন প্রকৃতির সঙ্গে সে আপনার জীবনের সাদৃশ্য বুঝিতে পারিতেছিল।

মহামায়া দীপহস্তে ঘরে প্রবেশ করিলেন। কহিলেন "এখনো যাসনি, তোর মামী আবার চেঁচামেচি করবে।"

"যাচ্ছি, মা"—বলিয়া তারা উঠিয়া দাঁড়াইল। মা কহিলেন "শরীরটা কি ভাল নেই রে?"

"না, ভালই আছি" বলিয়া তারা পাশের ঘরের দরজা দিয়া চলিয়া গেল। মহামায়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পূজার আসনে বসিলেন। এই বয়সে তারাকে সংসারের সব কাজের ভারই লইতে হইয়াছে। ইহার অদৃষ্টে কি কোন দিন সুখ বা বিশ্রামের অবসর মিলিবে না।

একটা ভরসা তাঁহার ছিল,—তারা পিতৃপ্রতিকৃতি;—সেই মুখ, সেই চোখ—তেমনি দৃপ্ত নির্ভীক প্রকৃতি, সেই স্থির গম্ভীর স্বভাব—বিদ্যুৎবর্ষী সেই দৃষ্টি—এসব সাদৃশ্যই যে প্রতি-মুহূর্ত্তে মহামায়াকে তাঁহার স্বর্গগত স্বামীর কথা স্মরণ করাইয়া দিত। প্রবাদ আছে—পিতৃ-প্রতিচ্ছবি কন্যা এবং মাতৃ-প্রতিকৃতি পুত্র কখনও অসুখী হয় না। পক্ষান্তরে পুত্র

পিতার মত এবং কন্যা মাতার মত হইলে তাহারা সুখী হয় না; সৌভাগ্যবান অর্থশালী হইতে পারে, কিন্তু শান্তি সুখ তাহাদের অদৃষ্টে কদাচ ঘটে। বিশেষ করিয়া কন্যার সম্বন্ধেই এই কথা সফল হয়। অবশ্য নিয়মের ব্যতিক্রমও অনেক স্থলেই দেখা যায়, তবু মহামায়া এই ক্ষীণ আশার বলেই অনেকটা আশান্বিতা হইয়া ছিলেন।

তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। প্রবোধ ও প্রকাশ উভয়ে প্রবোধের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। আজ আর বেড়াইতে যাওয়া হয় নাই; সুতরাং সন্ধ্যাটা তাস খেলিয়া কাটাইবে মনে করিয়া তাস জোড়া লইয়া বসিল। অমিয়া টেবিলের সম্মুখে দাড়াইয়া নূতন মাসিকপত্র খানার ছবি দেখিতেছিল। প্রবোধ কহিল—"অমিয়া, দু'পেয়ালা চা আন্ ত লক্ষ্মিটি—"

গৃহিণী নাতি নাতিনী ও কন্যাগণ সহ নিজের ঘরে বসিয়া ছিলেন। অমিয়া আসিয়া কহিল "মা' দাদা চা করে দিতে বল্লে—"

ফুলী কহিল—"আবার চা কেন? এইত বিকেলে খাওয়া হয়ে গেছে।"

কিরণ কহিল—"দু' পেয়ালা কি হবে রে?"

"প্রকাশ দা আছে যে—বেশী করেই কোরো বাপু, দাদা যা চা খায়—আমারও এক পেয়ালা—"

গৃহিণী কহিলেন—"আহা, তা থাক্। বড় বৌমা, চা করে দিয়ে এস ত; ট্রেতে করে বেশ করে সাজিয়ে দিও। বিকেলে যে খাবার করেছিলে তা'ও দিও; ঘরে বড্ড গরম, চল্ বারেণ্ডায় বসিগে—"

ফুলকুমারী বারেণ্ডায় মাতুর বিছাইল। গৃহিণী সদল বলে আসিয়া বসিলেন। বড় বৌ ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেছিল। গৃহিণীর আদেশমত চলিয়া গেল। গৃহিণী নাতিকে লইয়া খেলা দিতে লাগিলেন। ঘুমাইবার ইচ্ছা তাহার মোটেও ছিল না।

এবার প্রবোধ বাড়ী আসিবার সময় কলিকাতা হইতে নানাবিধ ফ্যাসনের চা-পেয়ালা ও পিরিচ আনিয়াছিল। সেই কথা মনে হইতেই গৃহিণী উঠিয়া ঘরে গেলেন। আলমারী হইতে দুই সেট্ পেয়ালা বাহির করিয়া অমিয়ার হাতে দিয়া কহিলেন— "এই পেয়ালায় চা দিতে বল্‌গে বৌমাকে—"

কিরণ আসিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল। গৃহিণী আলমারী বন্ধ করিতেছিলেন। কহিলেন—"না খেয়েই শুয়ে পড়্‌লি কেন?"

কিরণ কহিল—"খাবার কি হয়েচে, যে খাব? দেখে এলুম রুটী অম্‌নি পড়ে আছে; এখনো ভাজা হয়নি। তারা ঠাকুরুণের হাতে কি কারো শীগ্‌গীর খাবার আশা আছে?"

গৃহিণীর খুব রাগ হইয়াছিল, কহিলেন—"আচ্ছা তুই আমার সঙ্গে আয়; বারেণ্ডায় বোস, আমি খাবার দেওয়াচ্চি—" বলিয়া কন্যাকে লইয়া বারেণ্ডায় আসিলেন। ডাকিয়া কহিলেন "তরু, কিরণের খাবারটা নিয়ে এস আগে—"

রান্না ঘর হইতে তারা উত্তর দিল—"রুটী ভেজে আন্‌চি—"

গৃহিণী তীব্র কণ্ঠে কহিলেন—"এখনো ভাজা হয়নি কেন? যার অসুখ, তার খাবারটা যে আগে করে দিতে হয় তা তুমি জান না? বসে বসে সময় নষ্ট করে এখন দায়সারা কাজ কর্‌তে

গেছ—ফুলী মেয়ের দুধ গরম করে নিয়ে এল, তখন ও তো তুমি রান্না ঘরে যাওনি—"

তারার অপ্রসন্ন কণ্ঠ শোনা গেল ;—"এইত সবে সন্ধ্যা হ'লো, মেজদি এত শীগ্‌গীর খাবে তা আমাকে বল্‌লেই হ'ত।"

—"তুমি ত আর কচি খুকী নও, যে কিছুই জানোনা। দুদিনের জন্যে ওরা এসে যদি একটু যত্ন আদরই না পায় তবে কষ্ট দিতে এনে লাভ কি—"

মহামায়া সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া জপের মালা লইয়া বারেণ্ডায় বসিয়াছিলেন। কহিলেন "ওর শরীরটা ভাল নেই, তাই একটু দেরী হয়ে গেছে ; নইলে ও কখনো বসে' থাকেনা ; অত করে শোনাচ্চ কেন, মেজ বৌমা তোলা উনুনটায় রুটী ক'খানা ভেজে দিক্‌না—মাছের ঘরে নিয়ে দিয়েচে, আমি ত ছোঁবনা, নইলে আমিই দিতাম—"

গৃহিণী তেমনি উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন—"বল্‌ছ বটে ঠাকুরঝি,—কথা বল্‌লেই তোমাদের গায়ে সয়না তা জানি। কিন্তু ঐ মেয়েটির পিছনে কতগুলো টাকা ঢাল্‌তে হবে তা ভেবে দেখেচ ? ভালবাসো, যত্ন কর, খরচ করে বিয়ে দাও, কিন্তু একটি কথা বল্‌তে পার্‌বেনা—অতটা ভাল মানুষ আমরা নই ঠাকুরঝি—"

মহামায়া চুপ করিয়া রহিলেন। তারা থালায় করিয়া খাবার গুছাইয়া আনিয়া কিরণের সম্মুখে রাখিল। রুষ্টভাবে কিরণ কহিল—"এম্‌নি করে খেতে দেয় ? জল নেই—আসন নেই—খাবার ফেলে রেখে গেলেই হলো ?"

গৃহিনী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—"বেগারে কাজ শোধ দেওয়া

এই বয়সেই শিখেচ? গুণের সীমা নেই তোমার বাছা—এখন খাবার জল দেবে, না মেয়েটা অম্‌নি বসে থাক্‌বে তাই শুনি?"

তারা চলিয়া যাইতে ছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"কেন, এক গেলাস জল কি বৌদিরা দিতে পারেনা? আমি এখন মামার লুচীর ময়দা মাখ্‌বো নইলে তাঁর দেরী হয়ে যাবে—"বলিয়া সে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

তীব্র কণ্ঠে গৃহিণী কহিলেন—"কেবল বাদ কেবল হিংসে—এমন হিংসুক ত কোনখানে দেখিনি; অমুকে করুক বা না করুক সে খবরে তোমার দরকার কি? তোমার কাজ তুমি করনা কেন?"

রান্না ঘর হইতে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে তারা উত্তর করিল—"ঠাঁই পিড়ি করা আমার কাজ নয়, অত আমি পার্‌বোনা।"

গৃহিণীর রোষ-পূর্ণ কণ্ঠ সপ্তমে উঠিল—"পারবে না? বটে! খাওয়া পরাটাও অমনি আসেনা তা' ভুলে যেয়োনা,—মনে রেখো—"

হাতের বেড়ী গাছা আছাড়িয়া ফেলিয়া তারা উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল; বিদ্যুৎবর্ষী কালো চোখ দুটীর তীব্র দৃষ্টি গৃহিণীর মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া উদ্দীপ্ত কণ্ঠে তারা কহিল—"খেতে পরতে আপনি দিচ্চেন না, খবরদার, খোঁটা দেবেন না বল্‌চি—"

গোলযোগ শুনিয়া এইদিকের দরজা খুলিয়া প্রবোধ ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাস জোড়া হাতে করিয়া প্রকাশ দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। দেবেন এবং অমরও ব্যস্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। মহামায়া হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া ছিলেন।

তারার মুখের দিকে চাহিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। সে যে সাম্‌না সাম্‌নি দাঁড়াইয়া এরূপভাবে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারে, ইহা কাহারও ধারণা ছিল না। নিঃশব্দে আপন ক্রোধ গোপন রাখিয়া নির্ব্বাক হইয়া থাকাই তাহার স্বভাব, ইহাই সকলে জানিত। তারার কথা শুনিয়া গৃহিণী একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। অসহ্য ক্রোধে চীৎকার করিয়া কহিলেন—"বটে! আমার খেয়ে আমারই ওপর চোখ রাঙিয়ে এসেচ? এতবড় আস্পর্দ্ধা তোমার? কে তোমায় খেতে পরতে দিচ্চে শুনি, তোমার বাপ?"

তেমনি জ্বলন্ত চোখে গৃহিণীর দিকে চাহিয়া সতেজ কণ্ঠে তারা উত্তর করিল—"বাবার কথা বল্‌বেন না, তিনি স্বর্গে গেছেন; —দিচ্ছেন আমার মামা,—আপনি বল্‌বার কে?"—"তারা"— বলিতে বলিতে বরদাকান্ত বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তারার নিকটে আসিয়া তাঁহার মাথায় হাত দিয়া নিজের দিকে ঈষৎ আকর্ষণ করিলেন; সস্নেহে হাসিয়া কহিলেন—"কি বল্‌ছিস পাগ্‌লি?"

এই স্নেহের আহ্বানে তারার উদ্দীপ্ত ক্রোধানল যেন নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। দুই হাতে বরদাকান্তকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া তারা বালিকার মত উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

"আঃ—ছেলেমানুষের মত কি কাঁদ্‌তে আছে? বলিয়া ক্ষণেক তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বরদাকান্ত যেন ব্যস্ত ভাবে কহিলেন—"তারা—আমার খাবারটা শীগ্‌গীর করে আন্‌ত মা, আমি একবার হরিশ বাবুকে দেখ্‌তে যাব—তার ভারি জ্বর হয়েছে শুন্‌লাম। দেখিস্—দেরী হয়না যেন—"

তারা চোখ মুছিতে মুছিতে রান্নাঘরে চলিয়া গেল। অদূরে প্রজ্জলিত ক্রোধাবেগে নির্ব্বাক গৃহিণীর পানে একবারও না চাহিয়া, কাহাকেও একটি কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া, বরদাকান্ত বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এমনি করিয়াই তিনি নিত্য সাংসারিক অশান্তি সহ্য করিতেন।

প্রবোধ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল প্রকাশ চলিয়া গিয়াছে। তারার লাঞ্ছনায় তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। শূন্য শয্যার উপর বসিয়া রুমাল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়াই যেন কহিল—"কাল থেকেই আমি তারার পাত্র খুঁজতে আরম্ভ করব।"

অমিয়ার বিবাহের জন্য গৃহিণী অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। চেষ্টাও হইতেছিল খুব; সম্বন্ধও অনেক আসিতে-ছিল; কিন্তু কোনটাই গৃহিণীর পছন্দ হইতে ছিল না। ফুলকুমারী ও কিরণের বিবাহের যা কিছু ত্রুটি সব তিনি অমিয়ার বিবাহে পূরণ করিয়া লইতে চাহিয়া ছিলেন। সুতরাং তাঁহার উচ্চ কল্পনা রূপকথার রাজপুত্রের রূপ-গুণকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। কনিষ্ঠা কন্যা বলিয়া বরদাকান্তও বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। কন্যার বিবাহ এই শেষ।

সম্প্রতি হরিপুর হইতে যে সম্বন্ধটি আসিয়াছিল, তাহারই কথা বরদাকান্ত গৃহিণীকে বলিতেছিলেন। পাত্রটি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। অবস্থা বেশ ভাল। তাহার একটি ভাগিনেয় আছে, সে এবার আইন পরীক্ষা দিয়াছে; তাহারই সহিত বরদাকান্ত তারার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

ঈর্ষ্যায় গৃহিণীর মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল—তবে ত দু'দিন পরেই মস্ত উকীলের বৌ হইয়া তারা দশজনের একজন হইয়া উঠিবে! তাঁহার মেয়েদের গ্রাহ্যও করিবে না; মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ক'জন পাশ করে? প্রথমতঃ আরও বছর চারেক পড়তে হবে—তারপর ফেল করিলে 'নেটীভ ডাক্তার' বলিয়া লোকে ঠাট্টা করিবে—একটা ভাল সম্বন্ধও কি বাছাদের আসিতে নাই, এমনি বরাত!

বরদাকান্ত তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "কি ভাবছো?"

গৃহিণী কহিলেন—"ভাববো আর কি, আচ্ছা, ঐ আইন-পড়া ছেলেটির সঙ্গে অমিয়ার বিয়ে দিলে হয় না?"

বরদাকান্ত হাসিয়া কহিলেন—"তা'রা বসু যে—স্বগোত্রে কি বিয়ে হয়? কেন ও ছেলেটিকে তোমার পছন্দ হয় না?"

গৃহিণী ধীরে ধীরে কহিলেন—"মেডিক্যাল কলেজে আরও তিন চার বছর পড়তে হবে, তারপর পাশ ফেল অদৃষ্টের কথা—"

"অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই—"বলিয়া বরদাকান্ত ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কহিলেন—"দেখো, অমিয়ার বিবাহের সম্পূর্ণ ভারটা আমার উপরে দেবে?"

প্রশ্নের ধরণে গৃহিণী ঈষৎ সঙ্কুচিতা হইলেন। কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন—"তোমার মেয়ে, তুমি না দিলে—"

—"আমি ভার না নিলেও চলে; আমার জন্য কিছুই আটকায় না। যাক্ ওকে আমি অন্ততঃ সুখী করতে চাই; অবশ্য সবই ভগবানের হাত, কিন্তু আমাদের চেষ্টা করা উচিত—"

গৃহিণী জিজ্ঞাসু ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। বরদা-

কান্ত কহিলেন—"এই ছেলেটির সঙ্গে অমিয়ার বিয়ে দিতে আমি চাই—তুমি স্পষ্ট করে আমায় তোমার মতামত বল।"

গৃহিণী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন—"পাত্রের কে কে আছে?"

"ভয় নেই—"বলিয়া বরদাকান্ত ঈষৎ হাসিলেন।—"পাঁচটার ঘর নয়, তোমার মেয়েরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে গঠিতা হয়েছে; একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিমল সুখ তাদের অদৃষ্টে নেই। সুতরাং তেমন সংসারে দিয়ে আমি ওদের অসুখী করতে চাইনে। তবে তুমি যেমন চাও, ঠিক তেমনটি এ সংসারে মেলে না। ছেলেরা দু'ভাই, ছোটটি এখনও স্কুলের ছাত্র; মা বাপ আছেন। আইন-পড়া ছেলেটি তোমার মনের মতই হয়েছিল, কারণ ওর কেউ নেই—ঘর-জামাই অনায়াসে রাখতে পারতে—" বলিয়া বরদাকান্ত হাসিলেন।

"না—ঘর-জামাই রাখলে কি মেয়ে কখনো সুখী হয়? তুমি আমায় তেমনই মনে কর?"

"তা' হলে ঐটেই ঠিক করতে হবে; খরচ পত্র যথাসাধ্য আমি করব। দু' বিবাহ এক সঙ্গেই হবে।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া গৃহিণী কহিলেন—"দিতে ত চাইছ, তারাকে জানো ত? অমিয়ার সঙ্গে তার চিরদিনকার বাদ; শেষে কি দু'জনে রাতদিন খুনসুটি করে মরবে? আমিয়ার তা'হলে স্বামীর ঘর করা চলবে না; ঐ তারাই সেখানে রাজত্বি করবে—এ আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি—"

—"সে কি? অমিয়া এত নিরীহ হ'ল কবে? আমি জানিনে ত—" বলিয়া বরদাকান্ত গৃহিণীর দিকে চাহিলেন। তাঁহার

প্রত্যেক কথার প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় শ্লেষ গৃহিণীকে বিঁধিতেছিল। কিন্তু বলিবার কিছু ছিল না। একবার স্বামীর অনভিমতে কাজ করিয়া গুরুদণ্ড পাইয়াছেন; স্বাধীনভাবে নিজের মত পরিচালনা করিবার ইচ্ছা আর তাঁহাব নাই। কিন্তু তারার প্রতি বিদ্বেষে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। প্রতিপদে সে তাঁহার মেয়েদের সুখের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে, বিধাতার এ কি অভিশাপ?

কিছুক্ষণ পরে গৃহিণী উঠিয়া গেলেন। বরদাকান্ত তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় আসনে বসিয়া বরদাকান্ত দেখিলেন তারা তাঁহার খাবার আনিতেছে, একটু হাসিয়া কহিলেন—"আজ পাগ্‌লি যে—মহামায়া কই?"

"মার অসুখ করেছে—পূজোয় বসেছেন—" বলিয়া তারা ভাতের থালা নামাইয়া রাখিল গৃহিণী আজ উপস্থিত ছিলেন না, স্নান করিতে গিয়াছিলেন।

তারা কাছে বসিয়া বাতাস করিতেছিল; অল্পক্ষণ পরে মহামায়াও আসিয়া বসিলেন। বরদাকান্ত কহিলেন—"বাড়ীতে কাকেও দেখ্‌ছিনে কেন?"

"আজ কি যোগ, তাই মামীমা দিদিরা অমিয়া, সব নদীতে স্নান কর্‌তে গেছে। মেজ বৌদি আছে শুধু—দুধ জাল কর্‌ছে; মার যাবার ইচ্ছে ছিল, জ্বর বলে যেতে দিইনি—"

"বেশ করেছিস্—তুই গেলিনে?" তারা হাসিয়া কহিল—"তা হলে আপনাকে আজ অম্‌নি কোর্টে যেতে হতো—"

"বটে! তাহ'লে ত না যেয়ে ভালই হয়েচে। সত্যি মামা, পাগ্‌লিটা এই বয়সে এমন সুন্দর রাঁধ্‌তে শিখেচে কেমন করে? কেউ তো ওর মত পারেনা—"

মামার কথা তারা বেদবাক্য বলিয়াই মানিত। তিনি যখন তাহার এতটা সুখ্যাতি—সর্ব্বোপরি আসন প্রদান করিলেন—তারা যেন তাহার সকল কাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাইল। আনন্দের আতিশয্যে সে কহিল—"মামা, আমি দু'বেলাই আপনার জন্যে রান্না করবো—"

"বাঃ—পার্‌বি?"

"পার্‌বোনা?" বলিয়া তারা হাসিল, "খুব পার্‌বো—আর সব কাজের চেয়ে রান্না অনেক ভাল।"

"আমি তা হলে খুব সুখী হব তারা, নিজের হাতে রান্না করে দশ জনকে খাওয়াতে লক্ষ্মী মেয়েদের কোন কষ্ট হওয়া উচিত নয়; আমার মা, তোমার দিদিমার কথা সব শুনেছ তো? তাঁর কথা সব সময় মনে রেখো—"

বরদাকান্তের প্রত্যেকটি কথা দেবতার শুভাশীর্ব্বাদের মতই তারা নতশিরে গ্রহণ করিল। বরদাকান্ত যথার্থই খুব সুখী হইয়াছিলেন; স্বেচ্ছায় তারা যে দুই বেলার রন্ধনের ভার গ্রহণ করিল, ইহাতে গৃহিণীও তাহার উপর খুসী হইবেন বোধ হয়; অন্ততঃ তাহার বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহিণীর মনোভাব তাহার উপরে একটু পরিবর্ত্তিত হওয়াই উচিত এবং প্রয়োজনীয়। তাহাতে অনেকটা সুবিধাও হইবে।

স্নান করিয়া গৃহিণী সদলবলে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

বোন ভাগিনেয়ী কাছে বসিয়া দিব্য কথাবার্ত্তা কহিতেছে, দেখিয়াই তো গৃহিণীর অন্তর তিক্তরসে ভরিয়া উঠিল। একটু অগ্রসর হইয়া কহিলেন—"এরই মধ্যে খেতে বসেচ, আমি তাড়াতাড়ি করে আসচি ; খাওয়া কি হ'লো ? মেজ বৌ কোথা গেলো—কাছে বসে একটু বাতাসও কি কর্‌তে পারেনি সে ?"

মেজ বৌ আনমনে দুধ জ্বালই করিতেছিল। কাজে কর্ম্মে সে বিশেষ পটু নয় ; এবং প্রয়োজনও হয় না। শাশুড়ীর তীব্র কণ্ঠ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া দুধ বাটিতে ঢালিতে লাগিল। গৃহিণী ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন—"কবে আর বুদ্ধি শুদ্ধি হবে শুনি ? শ্বশুরের খাবার কাছে একটু বস্‌তে কি দোষ হয় না কি ? তাই এ ঘরে এসে বসে আছ, খাওয়া ত হয়ে গেল, দুধ দেবে কখন ?

তারা রান্না ঘরে যাইতে যাইতে কহিল "মামার খাওয়া এখনো হয়নি—"

গৃহিণী বক্র দৃষ্টিতে একবার তারার দিকে চাহিলেন। মেজ বৌ দুধ লইয়া যাইতেছিল। ব্যস্ততায় গরম দুধ ছল্‌কিয়া খানিকটা হাতের উপর পড়ায় উঃ করিয়া উঠিল ; "অপদার্থ অকর্ম্মা" বলিয়া বিরক্তিতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া গৃহিণী কাপড় ছাড়িতে চলিয়া গেলেন। বাড়ীতে ঢুকিয়াই রকম দেখিয়া তাঁহার সদ্য-স্নান-নির্ম্মল চিত্ত বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিয়া ছিল। কিছু না শুনিয়াই তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন যে তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে ভ্রাতা ভগিনী মিলিয়া এতক্ষণ তাঁহারই দোষগুণের আলোচনা করিতেছিলেন। অন্য দিন তো মা'-

মেয়েকে এক সঙ্গে কাছে আসিয়া বসিতে দেখা যায় না। এবং সেই জন্যই মেজ বৌয়ের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তাহার প্রতি অতটা রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়া ছিলেন।

বরদাকান্ত আহারান্তে বিছানায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন; গৃহিণী আহ্নিক সারিয়া কাছে আসিয়া বসিলেন। বরদাকান্ত কহিলেন—"শ্রাবণ মাসেই বিবাহ দিতে পার্‌লে সুবিধা হ'তো।"

গৃহিণী কহিলেন—"জল বিষ্টির দিন, লোক লৌকতা আমোদ আহ্লাদ কিছুই সুবিধের হবে না।"

"তবে ঐ ২রা অগ্রহায়ণই দিন ঠিক কর্‌তে হয়; আজই চিঠি লিখে দিতে হবে।"

গৃহিণী তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দু' বিয়েই কি এক সঙ্গে দেবে?"

বরদাকান্ত কহিলেন—"ইচ্ছা তো আছে।"

গৃহিণী কহিলেন—"ওদের যা খাঁই, এখনো মেয়েই দেখা হয়নি, কি হবে তার ঠিক কি?"

বরদাকান্ত কহিলেন—"ছেলের পড়বার খরচটা নেবে আর কি; ছেলের বাপ লোক ভালই; কাল পরশুর মধ্যেই মেয়ে দেখ্‌তে আস্‌বে—"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গৃহিণী সঙ্কোচ-জড়িতকণ্ঠে কহিলেন—"আচ্ছা, প্রকাশের সঙ্গে অমিয়ার বিয়েটা দাও না কেন?"

বরদাকান্ত গৃহিণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন "তাদের সঙ্গে কি বলে আবার কথা বল্‌তে চাও? আমরা তাদের সঙ্গে যা ব্যবহার করেছি, ইতরেও তা করতে পারেনা—"

গৃহিণী মনের দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া জোর দিয়া কহিলেন—"কেন ? কি এমন করেছি আমরা ? যত বড় দোষ বলে তুমি মনে করছ, ততটা হয়নি ; এই ত হরিপুরে কথা হচ্চে, এখন যদি তারা বিয়ে না দেয় কি আমরাই না দিই ত অমনি দোষ হয়ে যাবে ? ওসব কোন কাজের কথা নয়। তুমি একবার চেষ্টা দেখ না, অমিয়াকে সে ভালবাসে, রাজীও হতে পারে।"

বরদাকান্ত কহিলেন—"আমি পারবো না, সে চেষ্টাও করবো না। আমাদের মত ঘর তার যোগ্য নয়।"

গৃহিণী সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া বলিলেন--"তুমি নিজে না বল্লে, তুমি যদি মত দাও, তবে আমি চেষ্টা দেখ্‌তে পারি।"

বরদাকান্ত কহিলেন—"তা দেখ'—কিন্তু সে রাজী হবে না। তার মান অপমান জ্ঞান আছে বলেই আমার বিশ্বাস—"

গৃহিণী কথাটাকে তত বিশ্বাস করিলেন না। পুরুষ মানুষ আবার মান অপমান নিয়ে বসে থাকে ? কেন, তাঁহার মেয়েরাই কি রূপে গুণে ধনে মানে বংশমর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নয় ?

অপরাহ্ণ বেলায় শরৎ কোর্ট হইতে ফিরিলে তাহাদের বাড়ী গিয়া দেবেন মাতার আজ্ঞামত শরতের নিকট প্রকাশের সহিত অমিয়ার বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপিত করিল। শরৎ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল—"প্রকাশ ও তার দিদির মতামত না জেনে আমি কিছু বল্‌তে পারবো না।"

দেবেন চলিয়া আসিলে শরৎ বেড়াইবার ছড়ি আনিবার জন্য শয়ন ঘরে ঢুকিয়া সুনীতিকে দেখিতে পাইল ; এবং কথাটা তাহাকে শুনাইল।

শুনিয়া সুনীতি রাগে আগুন হইয়া উঠিল। সশব্দে আলমারী বন্ধ করিয়া ঝনাৎ করিয়া চাবির গোছা পিঠে ফেলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"কেন? আমার ভাই মানুষ নয় বুঝি? তারা মনে করেছে কি? তাদের মত অভদ্রের ঘরে প্রকাশের বিয়ে দেবো? কখনও না। তুমি কেন স্পষ্ট জবাব দিয়ে দিলে না? আমি যদি হ'তাম তাহ'লে দেখিয়ে দিতাম; ওই মেয়েদের চেয়ে হাজার গুণে ভাল হাজারটা বৌ প্রকাশের বিয়ে দিয়ে নিয়ে আস্‌তে পারি তা জানো?"

"থামো—থামো—। আমি তোমার প্রবল প্রতাপ জানি; কিন্তু কি বল্‌ছ ভেবে দেখ, হাজারটা বৌ এনে রাখবে কোথায়? শেষে যে তোমাকেই ভিটে মাটি ছাড়তে হবে; বৌ এসে, রায়-বাঘিনী ব'লে ননদকেই আগে তাড়ায় জান না?"

অপ্রতিভ হইয়া সুনীতি হাসিল। কহিল, 'তা' তুমি যা করে বল্লে, তাতে রাগই ধরে। যাক্ গে, তুমি স্পষ্ট জবাব দিয়ে দাও, দেরী ক'রোনা। প্রকাশকে ডাকাইয়া আনিয়া সুনীতি তাহাকেও তিরস্কার আরম্ভ করিয়া দিল—"ছেলে খালি ঘুরে ঘুরে ঐ বাড়ীতেই যাবেন! এত ক'রে বারণ করি তা শোনা হয় না! এই তো তোর সঙ্গে অমিয়ার বিয়ের সম্বন্ধ ওরা তুলেছে, ওরা তোকে কি মনে করেছে বল্ দেখি?"

প্রকাশ হাসিয়া কহিল—"মনে করেছে, আমি বুঝি বিয়ের জন্যেই ওদের বাড়ী যাই, নয়?"

সক্রোধে সুনীতি কহিল—"তা নয় ত কি? পুরুষ মানুষ—একটু তেজ নেই, আমি হলে সাত জন্মে ওদের বাড়ীর ধার দিয়ে

হাঁটতাম না। তুই আর ওখানে যেতে পাবিনে কোনদিন, একেবারে মান অপমান জ্ঞান নেই তোর।"

"কেন? ওরা তো আমায় বাড়ী থেকে বার ক'রে দেয়নি কোনদিন, অপমানটা কিসে হলো, বল দেখি?"

সুনীতি অবাক হইয়া কহিল—"এতেও যার চৈতন্য হয় না সে একেবারে পিত্তি শূন্য মানুষ।" প্রকাশ হাসিয়া কহিল—"তা নইলে তোমার গালাগাল এমন নির্ব্বিবাদে হজম করি?"

সুনীতি বলিয়া উঠিল—"ষাট্ ষাট্ বালাই! গাল দিতে যাব কেন? তোরই বুদ্ধি দেখে রাগ হয় যে, তাইতো না বলে পারিনে। সত্যি, তুই আর ওখানে যাস্‌নে—"

"আচ্ছা—" বলিয়া প্রকাশ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। সুনীতি ভ্রাতার সুমতির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া রান্না ঘরের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

দেবেন মাতাকে আসিয়া সব বলিল; এবং তাহাদের যে বিবাহ দিতে ইচ্ছা নাই, নহিলে শরৎ নিজেই বলিত, প্রকাশ বা সুনীতির অনুমতির অপেক্ষা রাখিত না—ওটা পরোক্ষে অসম্মতি প্রকাশ মাত্র, তাহাও মাকে বুঝাইয়া বলিল।

গৃহিণী কিন্তু নিরাশ হইলেন না। তাঁহাদের বংশের কন্যা, বিশেষতঃ তাঁহার কন্যাদিগকে যে কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারে ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। প্রবোধকে ডাকিয়া প্রকাশের মত জানিতে বলিলেন; প্রবোধ প্রথমে অসম্মত হইলেও জননীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শেষে অগত্যা স্বীকার করিল।

পরদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল; সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়া

নিগৃহীতা

প্রবোধ শরৎদের বাড়ীর সামনে আসিয়া প্রকাশকে ডাকিতেই সে বাহির হইয়া আসিল; প্রবোধ কহিল—"এসো, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

"চল" বলিয়া প্রকাশ বাহির হইয়া পড়িল। সুনীতির কড়া শাসনে আজ সে ঘরেই ছিল।

নদীর তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে প্রকাশ কহিল—"বল—কি কথা ?"

"বল্‌ছি—" বলিয়া প্রবোধ তৃণাবৃত উচ্চ পাড়ে বসিল; প্রকাশও তাহার পাশে স্থান গ্রহণ করিল। ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া কহিল—"কই প্রবোধ, কিছুই তো বল্‌ছ না ?"

প্রবোধ একটু ইতস্ততঃ করিল। ভূমিকা সে করিতে জানিত না। নদীর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল—"অমিয়ার—তোমার সঙ্গে অমিয়ার বিয়ে দিতে চাই আমরা—একবার যা' হয়ে গেছে—তোমার মহৎ-হৃদয়, নিশ্চয় তা' ভুলে গেছ; যদিও অমিয়া তোমার যোগ্য নয়, তবু—"

"আমায় মাপ কর ভাই—"

প্রবোধ তেমনি নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। প্রকাশ বন্ধুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ অনুতপ্ত স্বরে কহিল—"তোমায় কি আমি ব্যথা দিলাম ? বলিয়া তাহার কাঁধের উপরে হাত রাখিল। স্নিগ্ধস্বরে কহিল—"অমিয়াকে আমি বোনের মত ভালবাসি—চিরদিন সেই রকমই বাস্‌বো; তাকে বিয়ে করা আমার সম্ভবেনা। তুমি কিছু মনে কোরোনা প্রবোধ—"

প্রত্যাখানের বেদনা ভুলিয়া বন্ধুর প্রতি স্নেহে, প্রেমে

প্রবোধের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ঈষৎ হাসিয়া সে কহিল —"না, মনে কর্‌লে তোমার উপর—অবিচার করা হয়—তুমি কুটুম্ব নও তো—তুমি প্রকাশ—"

উভয়ে নীরবে নদীবক্ষে তরঙ্গলীলা দেখিতে লাগিল। ক্রমে দিবালোক মিলাইয়া গিয়া আঁধার হইয়া আসিল। আকাশে চাঁদ উঠিল।

প্রকাশ হাসিয়া প্রবোধের দিকে চাহিয়া কহিল—"আমি ভাগ্যবান বটে, বিয়ে হোক্ বা না হোক, সম্বন্ধটা জোটে খুব।"

প্রবোধ লজ্জা পাইলেও উত্তর দিতে ছাড়িল না। কহিল— "আর আমাদেরই বাড়ী থেকে! তোমার বিয়ের ফুল এখনো ফোটেনি বোধ হচ্চে।"

"কেন? কাল আমার গায়ে প্রজাপতি বসেছিল; দিদি বল্‌লে, শীগ্‌গীর বিয়ে হবে।" উভয়ে হাসিতে লাগিল।

ক্ষণেক পরে প্রকাশ কহিল—"আচ্ছা,—আর একটিকে বাকী রাখ্‌লে কেন? তোমাদের তারার সঙ্গেও একবার কথাটা উত্থাপন ক'রে দেখ্‌তে।" প্রকাশ হাসিয়া উঠিল।

পরিহাস মনে করিয়া প্রবোধ বিরক্ত হইল। ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল—"তোমার সঙ্গে তার বিয়ে অসম্ভব বলেই করিনি। অতটা অসম্মান তোমায়—"

অর্দ্ধ পথে প্রকাশ বাধা দিল। কহিল—"না বলেই বরং বেশী অসম্মান করেছ; আমরা যে বিনা পণে দরিদ্রের মেয়ে বিয়ে ক'রে যথার্থ পক্ষে দেশের উপকার করব, এটা কি আমাদের চিরদিনকার আদর্শ নয়? আজ সে কথা আমরা ভুলে গেছি বটে—কিন্তু আমার

এমন কোন অভাব নেই যার জন্যে বিয়ের যৌতুকের প্রত্যাশা কর্‌তে হবে ; আমাকে কি তুমি জানো না ?”

প্রবোধ ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে প্রকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল। নিজের দক্ষিণ হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—“সত্যি বল্‌ছ ?”

উভয় হাতের মধ্যে সেই হাতখানি সাদরে গ্রহণ করিয়া প্রকাশ কহিল—“সত্যই বল্‌ছি।”

অনেকক্ষণ উভয়ে সেই নির্জ্জন নদীতীরে বসিয়া রহিল—কিন্তু নীরবে ; হৃদয় পরিপূর্ণ হইলে কণ্ঠ ভাষাহীন হইয়া যায়।

অনেকক্ষণ পরে প্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল—“রাত্রি অনেক হয়েছে, চল বাড়ী যাই।” “চল” বলিয়া প্রবোধও উঠিয়া দাঁড়াইল। যখন বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

“কাল সকালেই তোমার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে যাবো” বলিয়া প্রবোধ বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রকাশ ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল। মৃদু স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে ; স্নিগ্ধ পবনে আম্রবৃক্ষের নবীন-পত্ররাশি ঈষৎ কাঁপিতেছে। ঐ বেদীতে উপবিষ্টা তারাকে সে প্রথম দিনে দেখিতে পাইয়াছিল। তাহার আনত-নেত্রে কি আগ্রহ, মুখখানিতে ঈষৎ কৌতুহলের সহিত কি শান্ত গাম্ভীর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল !

প্রকাশ চলিতে আরম্ভ করিল। পথ নির্জ্জন, সে একাকী—কিন্তু সঙ্গীহীনতার কথা তাহার মনে ছিল না। সেই প্রথমদিবস-দৃষ্টা কুমারী তারা যেন অবিচ্ছিন্ন সঙ্গিনীর মতই তাহার পাশে আসিয়া

দাঁড়াইল; দীর্ঘ কৃষ্ণনয়নের স্থির জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টি তাহারই মুখের উপরে স্থাপন করিয়া মূর্ত্তিমতী শান্তির মত বিরাজ করিতে লাগিল। ঈষৎ পুলক-কম্পিত হৃদয়ে সুখাবেশময় মৃদুমন্দকণ্ঠে স্বপ্নাভিভূতের মতই প্রকাশ আপনার মনে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল—"তারা—তারা—তারা।"

১৩

জ্ঞান হইয়া অবধি পরস্পরের জন্য যাহাদের হৃদয়ে প্রীতির লেশমাত্রও ছিল না; আজ জীবনের সর্ব্বপ্রধান ভাগ্য নির্ণয় ক্ষেত্রে তাহারাই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে সন্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল।

তারাও অমিয়াকে সুদৃষ্টিতে দেখিত না। শিশুকালেও অমিয়ার একটি খেলনা কি কোন জিনিসে হাত দিতে গেলে যে গুরুদণ্ড সে পাইয়াছে, আজও তাহা ভুলিয়া যায় নাই। সে স্বল্প-ভাষিণী ও চিন্তাশীলা; প্রতিদিনের কাহিনীগুলি তাহার কোমল হৃদয়ে গভীর রেখা টানিয়া অঙ্কিত হইয়া আছে।

তবে তাহার বিদ্বেষ অমিয়ার মত অতটা তীব্র নয়। অমিয়া প্রতিপদে তাহাকে লাঞ্ছিত করিবার সুযোগ খুঁজিত, এবং প্রায়ই কৃতকার্য্য হইত। তাহার এই দুষ্ট চেষ্টাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া তারা নীরবে থাকিত। মায়ের চরিত্রের আদর্শ সে যথার্থভাবে গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু মায়ের মত শান্ত গাম্ভীর্য্য তাহার ছিল না। সে পিতার মত তেজস্বী প্রকৃতির হইয়াছিল। সংযত, কিন্তু

সহিষ্ণু নয়। সে যে নীরবে থাকিত তাহা শুধু অনর্থক বাদ প্রতিবাদকে তীব্র ঘৃণা করিয়া—সহ্য করিয়া নয়।

অমিয়ার বিবাহের ভার দেবেন গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য সবটা নয়, আজ সকালে স্বর্ণকার আসিয়া অলঙ্কারগুলি দিয়া দেবেনের নিকট হইতে প্রাপ্য বুঝিয়া লইয়া গিয়াছিল। বড় দালানের বারাণ্ডায় রীতিমত মজলিস বসিয়া গিয়াছে; দেবেন মাতাকে প্রত্যেক জিনিসের বাণী ও ওজনের পরিমাণ বুঝাইয়া বলিতেছিল। মেজবৌ শুধু ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল—ভাসুরের সামনে আসিবার উপায় নাই।

গৃহিণী ডাকিলেন—"ঠাকুরঝি—অমিয়ার গহনা সব এসেচে দেখ এসে।"

মহামায়া আসিলেন। গৃহিণী হাসিমুখে নেকলেস্‌টি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়া কহিলেন—"দেখতো কেমন হয়েছে?"

মহামায়া কহিলেন—"বেশ হয়েছে; ওকে মানাবে ভাল।"

অমিয়া আনন্দে একটু অগ্রসর হইয়া কহিল "পরিয়ে দাও না মা!"

ফুলকুমারী হাসিয়া কহিল—"বিয়ের গয়না পরতে চাচ্চিস্ কি বলে? তোর একটু লজ্জা নেই—"

"বেশ—তোমার তো আছে? তাহলেই হলো—দাও না মা—"

গৃহিণী কহিলেন "বরণ না হলে গয়না পরতে নেই।" অগত্যা অলঙ্কার পরিবার সাধটা অমিয়াকে তখনকার মত তুলিয়া রাখিতে হইল।

"রতনচুড় জোড়ার বাণী কত নিলে রে? গড়েছে বেশ্।" মাতার হাত হইতে কিরণ লইয়া দেখিতে লাগিল; কহিল—"মা আমার খুকীর জন্যে এখনি এক জোড়া গড়িয়ে দাও।"

গৃহিণী হাসিয়া উঠিলেন—"ঐটুকু মেয়ে কি রতনচুড় পরে পাগল? বিয়ের কনে নইলে ও জিনিসটা মানায় না। তোর মেয়ের অভাব কি? বড় হোক্—ঠাকুরমাই দেবে নাতনীর গা সাজিয়ে।"

তাচ্ছল্যের সুরে কিরণ কহিল—"হঁ্যা, তাদের বয়ে গেছে ওকে সাজাতে—বেলা অমলরাই তাদের প্রাণ। আর গহনা তারা পরায় না মা, বেলার হাত খালি—শুধু পোষাকের ঘটা।"

"ভারি কৃপণ তো—" বলিয়া গৃহিণী কহিলেন—"তারাকে ডাকো ঠাকুরঝি, দেখুক এসে—" নিজের পছন্দ মত জিনিস পরকে দেখাইয়াও একপ্রকার সুখ আছে। মহামায়া কহিলেন—"সে রান্না চড়িয়েছে।" "আচ্ছা, কড়া নামিয়ে রেখে একটু আসুক না,—ডাক্তো অমিয়া।"

অমিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল—"তারা শাগ্গীর আয়—আমার গয়না এসেছে—দেখে যা।"

জিনিসগুলির কেস্ কলিকাতা হইতে আনা হইয়াছিল। অলঙ্কারগুলি তাহাতে তুলিতে তুলিতে গৃহিণী কহিলেন—"সবই ভাল হয়েছে; ও এত ভাল গড়তে পারে, আর আমার চুড়ি অমন খারাপ করেছিল কেন?"

দেবেন হাসিয়া কহিল—"এখন শিখেচে, এর পর আরো ভাল হবে; দু'বৌয়ের জন্যে দু'জোড়া চুড়ি তৈরী কর্তে দিয়ে এসেচি—বিয়ের আগেই দেবে।"

বড় বৌ একটু হাসিয়া মাথায় কাপড় একটু টানিয়া দিল। গৃহিণী কিছু বলিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে না জানাইয়াই দেবেন বৌয়ের জন্যে গহনা গড়াইতে দিয়াছে—ইহাতে তিনি মনে মনে অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন।

ফুলী কহিল—"আমাদের জন্যে?"

দেবেন হাসিয়া কহিল—"তোদের কি কিছু নেই না কি?"

—"থাক্‌লেই বা, তাই বলে তুমি দেবে না? আমরা দু'বোন সামনে রয়েচি, কি বলে নিজের বৌটির চুড়ি গড়াতে দিয়ে এলে বল দেখি?"

দেবেন হাসিয়া কহিল—"তোরা তো একবার পেয়েছিস্, সেখানকার জিনিসপত্রও সব তোদেরই; আর ও-বেচারীদের আমরা না দিলে উপায় কি বল্?"

কিরণ কহিল—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ—কলিকালে যার যার বুঝ সে-ই বোঝে।" দেবেন হাসিতে লাগিল।

অমিয়ার হাত হইতে ব্রেসলেট্ লইয়া গৃহিণী কেসে বন্ধ করিলেন। অমিয়া কহিল—"আমায় বালা কেন দিলে না মা? আমি অমৃতি পাকের বালা নেবো—"

মা হাসিয়া কহিলেন—"সবই যদি আমরা দিই তবে প্রকাশের মার অত জিনিস পর্‌বে কে? শুনেছি সবই আনকোরা নূতন রয়েচে, বেশী দিন পর্‌বার বরাত হয়নি।" গৃহিণী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন প্রকাশের সহিতই অমিয়ার বিবাহ হইবে।

"নে, এগুলো তুলে রাখ্ ফুলী—তারা দেখ্‌লে না এসে?"

অমিয়া বলিয়া উঠিল—"আমার গহনা দেখ্‌তে তার বয়ে গেছে, হিংসেই ফেটে মরুছে বলে—"

কিরণ কহিল—"সত্যি বাপু, আমরা কিন্তু কারুর কিছু দেখে কখনো হিংসে করিনি—"

গৃহিণী গম্ভীর মুখে কহিলেন—'সেই জন্যেই তোমাদের ছ'খানা পরবার বরাত ভগবান দিয়েছেন। মেয়ে মানুষের অত হিংসুক হওয়া কি ভাল? আপনা আপনির মধ্যে, তাই সয়ে যাচ্ছে" বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

তারার বিয়ের গহনাও তৈয়ার হইয়া আসিল। অমিয়ার চেয়ে অনেক কম—গৃহিণীর পুরাতন অলঙ্কারগুলি সবই অমিয়ার জন্য বাহির করিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং তাহার সহিত তারার তুলনা হয় না। তারার সমুদয় ব্যয়ভার বরদাকান্তের, তথাপি তারার জিনিসগুলিও খুব মূল্যবান এবং সুন্দর হইয়াছিল। প্রবোধ নিজে কলিকাতায় অর্ডার দিয়া আসিয়াছিল; সে বাড়ী থাকিতেই ডাকযোগে জিনিসগুলি আসিল। এখানে কে তত্ত্বাবধান করিয়া তারার গহনা তৈয়ার করিবে?

প্রবোধ বরদাকান্তকে জানাইল যে প্রকাশ তারাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক; শুনিয়া বরদাকান্তের হর্ষ-বিষাদ হইল। প্রকাশকে পাইলে তিনি যে রাজপুত্রকেও প্রত্যাখান করিতে প্রস্তুত ছিলেন—প্রকাশ সকলের এমনই কাম্য ও প্রিয় ছিল। কিন্তু হরিপুরে কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া গিয়াছে, আর তাহাদের ফিরাইবার উপায় নাই।

এই সংবাদটা সকলের অগোচর থাকিলেও বরদাকান্তের কাছে

গৃহিণী শুনিতে পাইয়া যেন অন্তরে বাহিরে জ্বলিতে লাগিলেন। প্রকাশের ভরসায় তিনি অমিয়ার বিবাহের পাকা কথাবার্ত্তা হইতে দেন নাই, সেই প্রকাশের মুখে এমন কথা! প্রকাশের সঙ্গে তারার বিবাহ? এ যে আলাউদ্দীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ পাওয়ার মতই অসম্ভব গল্প! এ যেন ঘুঁটে-কুড়ানীর রাজরাণী হইবার কাহিনী সত্য কথায় পরিণত হইতে চায়!

মা যখন শুনিয়াছেন, মেয়েরাও শুনিল। তারার প্রতি প্রীতি-রসে যে তাহাদের অন্তর ভরিয়া উঠিলনা তাহা বলাই বাহুল্য। ফুলী কহিল—"নিশ্চয় পিসিমা প্রকাশ দা'কে বলেছিল—নইলে তার কি দায় পড়েছে।" গৃহিণীও কথাটাকে বিশ্বাস করিলেন। যে প্রকাশকে কন্যা দান করিতে পারিলে তিনিও মনে মনে নিজেকে ধন্য বলিয়া মানেন, সেই প্রকাশের কি এমনই নীচ অন্তঃকরণ যে অমিয়াকে প্রত্যাখান করিয়া তারাকে বিবাহ করিতে চাহিবে!

ফুলী কহিল—"পিসিমাটি কম মানুষ নয় বাপু, যা বল তোমরা, ছি—নিজে বল্‌লে কি ক'রে! প্রকাশ দা' যদি রাজী না হ'তো, তাহলে মুখখানা কোথায় থাক্‌তো?"

কিরণ কহিল—"তুই যেমন! মান অপমান জ্ঞান থাক্‌লে কি কেউ বল্‌তেই পারে?"

ব্যাপারটা এইখানেই মিটিল; কারণ বিবাহের সম্ভাবনা ছিল না। তারার অসম্ভাবিত সুখ সৌভাগ্য কল্পনা করিয়াই মা এবং মেয়েরা অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। সত্য সত্য বিবাহ হইলে যে তাঁহারা কি করিতেন তাহা বলা কঠিন।

সেবার দুর্গাপূজা আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহেই পড়িয়াছিল।

পূজার ছুটীতে প্রবোধ বাড়ী আসিবার সময় অমিয়া ও তারার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি লইয়া আসিল। এগুলির খরচ বরদাকান্ত পাঠাইয়াছিলেন। দুইজনের জন্যে দু'খানি কমলা রংয়ের বেনারসী চেলী এবং প্রবোধ নিজের ব্যয় হইতে তারার জন্য একটি পাথর বসানো ব্রোচ্ কিনিয়া আনিয়াছিল। ব্রোচ্‌টা দেখিয়াই অমিয়া কহিল—"ওটা আমি নেবো।" প্রবোধ কহিল "তোরটা তবে তারাকে দে, ওর একটাও নেই।"

অমিয়া সুর টানিয়া কহিল—"বা-রে, আমি কেন দিতে যাবো? তুমি কেন এক-চোখোমি কর্‌লে? আমি বুঝি কেউ নই?—তোমার আপন ঐ তারা রাক্ষসি।"

রান্না-ঘরের সামনে দাড়াইয়া কথা হইতেছিল; গৃহিণী কহিলেন—"সত্যি প্রবোধ? একজনের জন্যে কি বলে এনেছিস্? যে ছোট তারই জন্যে বরং আন্‌তে হয়—তোরা আপনার ভাই হয়ে যদি এমন ধারা করিস—তবে আর কার কথা বল্‌বো?"

"ওকে তুমি যে গড়িয়ে দিয়েছ মা, দেখে গেছি বলেই ত আনিনি। ব্রোচ্ আবার ক'টা দরকার হয়?" অমিয়া কহিল—"এক এক রকম এক একটা চাই।"

"শ্বশুর বাড়ী থেকে দেবে" বলিয়া প্রবোধ রান্না ঘরে প্রবেশ করিল; কহিল—"এই নে, ভাল হয়নি? দেখতো।" "বেশ হয়েছে, তোমার কাছেই রাখো দাদা—আমি পরে নেবো।"

প্রবোধ চলিয়া গেল। অমিয়া কহিল—"দাদা আমাদের একটুও দেখ্‌তে পারে না, ভালবাসে ঐ রাক্ষসীকে।"

ঘরের মধ্য হইতে তারা তর্জ্জন করিয়া কহিল—"তুই শুধু

শুধু আমাকে রাক্ষসী বল্‌ছিস কেন রে? কুঁদুলী কোথা-কার!"

অমিয়া পেয়ারা গাছটির ডাল ধরিয়া ঝুল খাইতে খাইতে কহিল—"বল্‌বে না—বল্‌বে না—খাতির কর্‌বে! আমার সব উনি কেড়ে কেড়ে নেবেন! তুই না থাক্‌লে তো দাদা ওটা আমাকেই দিত।"

এক কোলে মেয়ে এবং অন্য হাতে দুধের বাটী লইয়া কিরণ রান্না ঘরের দ্বারে দেখা দিল। গৃহিণী পেয়ারা তলায় বসিয়া নাতি নাতিনীদের স্নান করাইবার জন্য তেল মাখাইতেছিলেন। মহামায়া রান্নাঘরের সামনের চত্বরে বসিয়া তরকারি কুটিয়া দিতে ছিলেন। দুধের বাটী নামাইয়া কিরণ কহিল—"আচ্ছা মা, আমার মেয়েটা কি তোমাদের কেউ নয়? এখন অবধি কিছু খেলে না! দিদি নিজের মেয়েকে দণ্ডে দণ্ডে খাওয়ায়, আমার মেয়ের কথা মনেও করে না।"

গৃহিণী কহিলেন—"তোরাই বা কেমন, অতটুকু মেয়েকে না খাইয়ে রেখেছিস; দাড়া, আমি দিচ্ছি খাইয়ে, আমার কি অত মনে থাকে বাপু।"

মুখ ভার করিয়া কিরণ জবাব দিল—"কাজ কি, তুমি নাতি নাত্‌নীদের নিয়ে আহ্লাদ কর; যেমন আমার পোড়া কপাল; তারা, এই দুধের বাটীটা নাও, একটু গরম ক'রে দাও, না দেবে না?"

তারা ডালের হাঁড়িতে কাটি দিতেছিল। একবার চাহিল, কিছু বলিল না; অমিয়ার কথায় তাহার মন বিরক্ত হইয়া উঠিয়া

ছিল। আর দুই বেলা রান্নার সময় দুই বোন অন্ততঃ তিন চারিবার করিয়া মেয়ের দুধ গরম করিতে আসেন! হাতের কাজ ফেলিয়া বার বার উঠিতে তারার অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হয়।

কিরণ একটু চড়া সুরেই কহিল—"চেয়ে দেখ্‌লে যে, দেবে না যে স্পষ্ট বল্‌লেই হয়—মেয়েটা হয়েচে তোমাদের আপদ—"

ডালের হাঁড়ি নামাইয়া রাখিয়া কড়া চড়াইয়া দিয়া তেল ঢালিতে ঢালিতে তারা কহিল—"বাজে কথা বল কেন? আমি কি, না-করেছি?"

এবার কিরণ ঝাঁঝিয়া উঠিল—"না-করনি বটে, দিচ্ছ কই? কথা বল্লে তোমার কানে যায় না বুঝি, ভারি অহঙ্কার হয়েচে দেখ্‌চি।"

অমিয়া কহিল—"ব্রোচ্‌ পেয়েছে যে, অহঙ্কার হবে না কেন: আ-দেখ্‌লে যা পায়, তাইতেই খুসী! ব্যাঙ্‌ টাকা পেয়ে কি করেছিল জান না?"

ঘরের মধ্য হইতে তেলে ফোড়ন ছাড়িবার শব্দ হইল; সঙ্গে সঙ্গে তারার সতর্জ্জন কণ্ঠ শোনা গেল—"তুই-ই ব্রোচ্‌ নিয়ে চতুর্ব্বর্গ লাভ কর্‌গে—যা, আমি চাইনে।"

অমিয়া কহিল—"তা হলে তুই এনে দে না।" কিরণ ধমকাইয়া উঠিল—"চুপ কর বল্‌চি!—তারা, দুধ গরম ক'রে দেবে কি না?"

কড়াটা উনুন হইতে ঠাস্‌ করিয়া নামাইয়া রাখিয়া তারা উঠিয়া আসিল। তাহার মুখ চোখের ভাব দেখিয়া কিরণ অবাক হইয়া কহিল—"কি, মারবে নাকি?"

"না—" বলিয়া তারা হাসিয়া ফেলিল। তাহার রাগ অভিমান এই হাসির ছটায় দূর হইয়া গেল।

রান্না-ঘর হইতে বাহির হইয়া সে প্রবোধকে দেখিতে পাইল। প্রবোধ এই দিকে আসিতেছিল। তারা কহিল—"দাদা ব্রোচ্‌টা দাও তো।"

"এই নে" বলিয়া প্রবোধ পকেট হইতে ক্ষুদ্র ভেলভেট মোড়া বাক্সটী তাহার হাতে দিল। সেটাকে অমিয়ার গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া তারা রান্নাঘরে ঢুকিল। হাতা করিয়া আগুন তুলিয়া দুধের বাটী তাহার উপর বসাইয়া দিয়া তারা পুনরায় নামানো কড়া চড়াইয়া দিল।

প্রবোধ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"কি হয়েছে রে?" গৃহিণী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ছিলেন, কিছু কহিলেন না। অমিয়া পূর্ব্ববৎ ঝোল খাইতেছিল। কিরণ দুধের বাটী ও কন্যা সহ প্রস্থান করিল; মহামায়া ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন।

২রা অগ্রহায়ণ তারার এবং ১০ই অগ্রহায়ণ অমিয়ার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল; অবশ্য ইহা গৃহিণীর মতানুসারে; অমিয়ার বিবাহে তিনি আশ মিটাইয়া ধূম ধাম করিবেন, সুতরাং তাহার বিবাহ পরে হওয়াই ভাল। তারার বিবাহ আগে মিটিয়া গেলে কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না।

বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। সানাইয়ের বাজনা শুনিয়া মহামায়ার বুকের সঞ্চিত বেদনা যেন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার তারা আজ পরের হইবে; দিবানিশি তাঁহার ছায়ার ন্যায় সঙ্গিনী তারা এ বাড়ীতে নাই, তাঁহার কাছে

নাই, এমন অবস্থা কল্পনা করিতেও মহামায়া পারিতেছিলেন না।

বাদ্য বাজিতে লাগিল। এ যেন বোধনে বিসর্জ্জনের গান হইতেছে; অমঙ্গল আশঙ্কা সত্ত্বেও তাঁহার চোখ পুনঃ পুনঃ জলে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। এত আনন্দের মাঝখানে এমন বিষাদ!

বেলা প্রায় তিনটা, মহামায়া পূজার ঘরে বসিয়া শ্রাদ্ধ-কর্ম্মের দ্রব্যাদি সাজাইতে ছিলেন।

উঠান হইতে গৃহিণীর কণ্ঠ শোনা গেল—"ঠাকুরঝি, আমি আর পারিনে বাপু, একবার বেরোও দেখি, বরণডালাটা সাজাতে হবে; কৃলী মাথা ধরে শুয়ে আছে; কিরণ ছেলে মানুষ, এসব জানে না। পাড়ার কেউ তো এখনো এলো না: সুনীতিকে আবার ডাকতে পাঠালুম, এদিকে সময়ও আর নেই।"

মহামায়া কহিলেন—"আমি তো বরণডালা সাজাতে পারবোনা, আর কাউকে দিয়ে করিয়ে নাও।"

"নাও, নাও মাকে অত বাচবিচার করতে হয়না, এসো তুমি।"

মহামায়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—"এই কাজটা তুমি কাউকে দিয়ে করিয়ে নাও বৌ, আমি নাই করলাম।"

"কাকে আবার এখন পাই বল দেখি, কি গেরো!" বলিতে বলিতে গৃহিণী চলিয়া গেলেন। মহামায়া ফিরিয়া আসিয়া অসমাপ্ত কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চোখে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল,—আজ তারার বরণডালাটা সাজাইবার লোকও নাই, সে এতই নিঃসহায়া!

মহামায়ার ঘরের এক পাশে নূতন পাটী বিছানো হইয়াছে। তাহার সম্মুখে মাঙ্গলিক দ্রব্য সকল সাজানো, বিবাহ-বেশে সজ্জিতা তারা সেই পাটীর উপরে বসিয়া ছিল; অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই স্নান করানো হইয়াছে, ভিজা চুলগুলি পিঠ ছাড়াইয়া পাটীর উপরে পড়িয়াছে। স্থির প্রতিমার মত তারা নীরবে একাকী বসিয়াছিল।

মহামায়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। আলমারী খুলিয়া তারার শাল-খানি বাহির করিলেন। একটু আগেই গৃহিণী ও মহামায়ার কথা-বার্ত্তা সে শুনিতে পাইয়াছিল; মুখ তুলিয়া কহিল—"তুমি বরণডালা সাজালে না কেন?"

"আমাকে ছুঁতে নেই যে—" বলিয়া শালটা মহামায়া পাটীর উপরে রাখিলেন।

তারা চুপ করিয়া রহিল। মহামায়া রামায়ণখানি হাতে লইয়া কহিলেন—"একা বসে আছিস, তার চাইতে রামায়ণ পড়— আমি তো এখনি আবার যাবো; কেউ এলোনা এখনো। তোর কাছে কে-বা বস্‌বে—অমিয়াকে ডেকে দেবো?"

তারা শ্রান্ত কণ্ঠে কহিল—"না—আমার মাথাটা বড় ধরেছে মা, তোমার ঠাণ্ডা হাতটা আমার কপালে একটু দাও।"

মহামায়া একটু চিন্তিত ভাবে কন্যার উপবাসক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"ওই জান্‌লার কপাটটা খুলে দে, হাওয়া লাগ্‌লেই ছেড়ে যাবে।"

"না—একটু টিপে দিতে হবে, দাও না মা, বলিতে বলিতে তারা উঠিয়া দাঁড়াইল। মহামায়া ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—"এদিকে আসিস্ নে, মাটীতে পা দিতে নেই আজ।"

"না, নেই—" বলিয়া হাত বাড়াইয়া তারা মাকে স্পর্শ করিল।

মহামায়া কন্যার কাছে আসিয়া বসিলেন। তারা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মাথা রাখিয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল। সারাদিন মাকে কাছে না পাইয়া সে অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

জানালাটা খুলিয়া দিয়া মহামায়া নিঃশব্দে অঞ্চলে অশ্রু মুছিলেন। মেয়ের কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে মৃদু কণ্ঠে কহিলেন—"সব সময়ই তোর পাগলামি—যা করতে নেই, তারই উপরে জেদ,—তোর সঙ্গে আমি আর পারিনে।"

—"তোমার সঙ্গেও তো আমি পারিনে, কথা শোন না তুমি" বলিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া তারা হাসিল।—"আর তুমি আমার কাছ থেকে উঠে যেতে পাবে না "বলিয়া আবার মায়ের বুকে মাথা রাখিল।

হাসি ও গল্প করিতে করিতে এতক্ষণে প্রতিবেশী নিমন্ত্রিতা মহিলাগণ দেখা দিলেন। কক্ষের মাঝখানে তাঁহাদের জন্য শয্যা আস্তৃত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। কন্যার কাছেই আজ বসিবার নিয়ম। ঝি পানের বাটা রাখিয়া গেল; সুনীতি সহাস্য মুখে কহিল—"তারা সুন্দরী আজ আমাদের ফেলে চল্লেন। যা সুন্দর বর এসেচে, এর পর কি আমাদের কথা তারার মনে পড়্বে?"

"মন থাক্‌লেই মনে পড়্বে" বলিয়া ফুলী ঘরের মধ্যে আসিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল—"তুমি কেন তারাকে ছুঁয়েছ পিসিমা?"

তারার ভ্রু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। নিস্তারিণী কহিলেন—"সত্যিই তো; আজকের দিনটা—জীবনের একটা দিন—শাস্তর মেনে চল্‌তে হয় বৈ কি, কিসে কি হয় বলা যায় না তো।"

মহামায়া কহিলেন—"তারার মাথা ধরেছে খুব; কাছেও কেউ ছিল না, কাজেই আমাকেই আস্‌তে হ'লো।"

অমলার মা কহিলেন—"সে কি? বিয়ের ক'নে কি একা রাখ্‌তে আছে? বোনেরা কাছে বসেনি কেন?"

অপ্রসন্ন মুখে ফুলী কহিল—"কিরণ ত মেয়ে নিয়েই অস্থির—আমার বড্ড মাথা ধরেছিল,—শুয়েছিলাম। তা' ডাক্‌লেই হ'তো; বেশ, আপনার মন্দ আপনি ডেকে আন্‌লে আর কে কি করবে?"

সুনীতি বলিয়া উঠিল—"ষাট্‌—ষাট্‌; আজকের দিনে ওকি কথা? মন্দ হবে কেন? মায়ের বাড়া সংসারে আর কে আছে? বরং আজকের দিনে তাঁরই হাতের আশীর্ব্বাদ আগে নিতে হয়। আমার বিয়ের দিন মা আমাকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন।" সে নিজে বিধবার কন্যা, এই কথায় তাহার মাকে মনে পড়িল। তারার মতই সেও তাহার মায়ের আদরিণী।

ফুলকুমারী সুনীতির উপরে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। সে যে সৌভাগ্যবতী, একথা নিজের মুখেই এক রকম বলা হইল! তার পরে ফুলী ও কিরণের উপরেও বোধ হয় একটু ঠেস্‌ দেওয়া হইল, কারণ তাহারা কেহই যে পতিপ্রিয়া নহে! অথচ তাহাদের বিবাহের সময় গৃহিণীর সাবধানতার অন্ত ছিল না।

তারা স্নিগ্ধ নয়নে সুনীতির দিকে একবার চাহিল। মহিলাগণ আসন গ্রহণ করিলেন। স্নিগ্ধ মাধুর্য্যময়ী তারার দিকে সকলেই পুনঃ পুনঃ চাহিয়া দেখিতেছিলেন।

"তারাকে গৌরীর মতই দেখাচ্চে।" সুনীতির কথায়

উত্তরে নিস্তারিণী কহিলেন—"গৌরী যে ফরসা গো,—এই যে গৌরী এসে উপস্থিত—" বলিয়া অমিয়ার হাত ধরিয়া নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিলেন—"দেখে দেখে তোর আর সইছে না, ১০ই অগ্রহা'ণের এখনো অনেক দেরী, না-রে?"

"যাও" বলিয়া মুখ ঘুড়াইয়া মৃদু হাসিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া অমিয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণী আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। একেই স্থূল কায়া, তার উপরে ভারি ভারি গহনার ভারে তিনি হাঁপাইতে ছিলেন। সমস্ত জিনিসগুলির ওজন সত্তর আশী ভরির কম হবে না। ফুলি এবং কিরণও যেন এক একখানা জুয়েলারী ফারমের ক্যাটালগের মতই সাজিয়াছিল। অমিয়ার অঙ্গে আবার মায়ের অবশিষ্ট অলঙ্কার ক'খানাও উঠিয়া ছিল; ফুল টিকলী সিঁথি কানের বাহুল্যে তাহার মাথার চুল দেখাই যায় না। বিবাহের গহনা যে আগে পরিতে নাই, এ নিষেধ সে আজ মানে নাই।

বিবাহ বাড়ীতে মহামায়াকে এমন নিশ্চিন্ত ভাবে কন্যাকে লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া গৃহিণী যেন জ্বলিয়া উঠিলেন; মেয়ে রাজরাণী হইতেছে, আর ভাবনা কি? করিবার কিছু থাক্ বা না থাক্, বসিয়া থাকাটা চোখে সহ্য হইতে চায় না। নিস্তারিণী হাসিমুখে সমাদর করিয়া কহিলেন—"এই যে—দিদির আজ দেখা পাওয়াই ভার; ভাগ্নীর বিয়ে--আজ তোমার নাগাল পায় কে?"

গৃহিণীর অপ্রসন্ন মুখে হাসি ফুটিল। নিস্তারিণীর কাছে বসিয়া পড়িয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আর ভাই,

বিয়ে-বাড়ীতে কি বস্‌বার যো আছে? সব তো আমাকেই দেখ্‌তে হয়, কর্‌বার্‌ আর কে আছে বল? কাল মেয়ে জামাই পাল্কীতে তুলে দিয়ে তবে যদি নিশ্চিন্দি হয়ে বসি—”

সুনীতি তারার কাছে আসিয়া বসিল। ফুলীও আসিয়া বসিয়া কিরণকে কহিল—“তাস্‌ জোড়া নিয়ে আয়তো রে, একটু খেলা যাক।”

মহামায়া উঠিয়া গেলেন। মুক্ত জানালা—পথে বিবাহমণ্ডপ দেখা যাইতেছিল; তখন আলো দেওয়া হইতেছে; প্রবোধ সর্ব্বাপেক্ষা উদ্যোগী ও ব্যস্ত, আজ তাহার এক তিল অবসর নাই। বরদাকান্তের উচ্চ গম্ভীর কণ্ঠস্বর পুনঃ পুনঃ প্রত্যেককে সময়োপযোগী কার্য্যের আদেশ প্রদান করিতেছিল।

লঘু-শ্বেত মেঘখণ্ডের অন্তরাল হইতে ত্রয়োদশী চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্না আসিয়া তারার কেশের উপর পড়িল। সুনীতি মুগ্ধ নেত্রে তাহার ঈষৎ আনত স্নিগ্ধ-গম্ভীর মুখ খানির দিকে চাহিয়া ছিল; ধীরে ধীরে তারার মুক্ত কেশ জড়াইয়া বাঁধিয়া দিল। আজ বেণী করিয়া চুল বাঁধিতে নাই।

বিপুল উদ্যমে বাদ্য বাজিতেছিল; লগ্ন উপস্থিত। সুনীতি ও ফুলকুমারী তারাকে ধরিয়া তুলিল। তারা দাঁড়াইয়া ডাকিল—‘মা!’

মহামায়া কাছেই ছিলেন; তারা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁধে মাথা রাখিল, অতি মৃদু কণ্ঠে আবার ডাকিল—‘মা!’

মহামায়া ঈষৎ উদ্বিগ্ন ভাবে কন্যার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, কহিলেন—“অসুখ করেছে কি মা?”

তারা কথা কহিল না। সজল চোখে মাহামায়া বাহুবন্ধন মুক্ত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন—"এসো আমার লক্ষ্মী মা—মা দুর্গা, তোমায় আশীর্ব্বাদ করবেন।" নিজের হৃদয় দিয়া তিনি কন্যার হৃদয় বুঝিতেছিলেন। তারা আর কিছু বলিল না। আলপনা দেওয়া পীঁড়ির উপর বসিয়া মাথার চেলীর কাপড় টানিয়া দিল।

মহিলাগণ চিকের আড়ালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিলেন। গৃহিণী তারার পরিত্যক্ত পাটীটার উপরেই বালিশটা টানিয়া লইয়া অর্দ্ধশায়িতভাবে শুইয়া পড়িলেন। ফুলকুমারী তাঁহার পাশেই জানালার কাছে বসিয়া ছিল। গৃহিণী কহিলেন—"এক গেলাস জল আন দেখি মা।"

জল পান করিয়া গৃহিণী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। আদেশমত ফুলকুমারী পানের বাটা আনিয়া দিল। গৃহিণী কহিলেন—"ঝি মাগী গুলোর একটারও যদি দেখা পাওয়া যায়, সব ডুমুরের ফুল হয়েছে! রান্না-বাড়ী ছেড়ে এক পা নড়্‌বে না। খোকার চাকরটা কি তার নাম? মনেও আসে না ছাই; তা সেটা-কেও দেখ্‌চিনে; এক গেলাস জল, কি পান, কারুর কাছে পাবার আশা নেই। ফুলী, তোর মেয়েকে এইখানে নিয়ে আয়—জানালা দিয়ে দিব্যি দেখ্‌বে! কিরণকেও ডাক্, সে বুঝি চিকের আড়ালে গিয়ে বসেচে? মেয়ে নিয়ে তো সোয়াস্তি পাবেনা ওখানে; কি মেয়েই হয়েছে বাপু, রাত দিন কান্না। এত দেখে শুনে এমন ঘরেই বিয়ে দিলুম! পোড়া বরাত আর কাকে বলে! একটা ঝি অবধি মেয়ের জন্যে রেখে দেয়নি; ওর

নিজের শরীর ভালো নয়, তার উপর মেয়ে নিয়ে রাত দিন অসোয়াস্তি—”

মুক্ত জানালাপথে বিবাহ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গৃহিণী কহিলেন—“সাজিয়েছে বেশ—প্রবোধটার এসব আসে খুব—সারাদিন ধরেই ঐ সব ক’র্ছে, বিকেলে কিছু খায়ওনি আজ। আলো ঐটে কলকাতা থেকে এসেছে বুঝি? অমিয়ার বিয়ের দিন আমি আলো দিয়ে রাত্তিরকে দিন ক’রে তুল্‌ব। সব রংয়ের আলো আনাতে ওঁকে বল্‌ব, পাওয়া যায় না? আচ্ছা, বর কই?”

ফুল কুমারী কহিল—“দেখ মা, যৌতুকের জিনিস কি সুন্দর ক’রে সাজিয়ে রেখেছে; বর ধন্য হয়ে যাবে এমন সব জিনিস পেয়ে—”

বিবাহের দান যৌতুক অমিয়া এবং তারার একরূপই করা হইয়াছিল। গৃহিণী নিজ ব্যয়ে একটা হীরার অঙ্গুরী ও একজোড়া দামী শাল স্বতন্ত্র ভাবে আনাইয়া ছিলেন। তাঁহার পছন্দ মত পাত্র হইলে আরও কিছু দিতেন। এসব কন্যার মাতৃধন; সুতরাং কাহারও কিছু বলিবার ছিলনা।

কিন্তু কন্যার কথার উত্তরে কহিলেন—“হুঁ—ভাগ্নীর বেলায় হাতে ওঠে খুব। সবার ছোট মেয়েটা,—নিয়ে এলেন তার জন্যে হাবাতে ঘর খুঁজে—”

ফুলী হাসিয়া কহিল—“হাবাতে হবে কেন মা? তাদের বেশ অবস্থা; ছেলেও—”

“তুই থাম্ বাছা—তেমন ছেলে হলে মাথার মনি করে নিতাম। এখনো পড়াই শেষ হয়নি; কি কর্‌বে না কর্‌বে তা সে জানে

আর তার কপালে জানে। আমি আর কিছু বলতেও যাবনা। একটা জামাই যদি মনের মত হল! কি বরাত আমার!"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া গৃহিণীর চৈতন্য হইল। মেয়ে না জানি কথাটাকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিবে। কিন্তু ফুলকুমারী মায়েরই মেয়ে—হাঁসিয়া কহিল—"কেন—তোমার বড় জামাই মন্দ কি মা?" মাও হাসিয়া কহিলেন—"ভালো ত কত বাছা—দাদা বৌদিদি অন্ত প্রাণ।" বলিয়া কহিলেন—"তা অনাথের এ গুণটুকু আছে, সে সাতেও নেই পাচেও নেই আর শ্বশুর বাপও দরদ আছে।"

এতক্ষণে সপার্ষদ বর আসিয়া উপস্থিত হইল। গরদের জোড় পরা সুন্দর-কান্তি যুবক। চাহিয়া দেখিয়া গৃহিণীর নির্ব্বাপিত মনঃক্ষোভ আবার জ্বলিয়া উঠিল। "এই কি তারার বর?"

পাত্রের নিকট আত্মীয় কেহ নাই বটে, কিন্তু বরযাত্রী প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন আসিয়াছিল। জন ত্রিশেক কলেজের ছাত্র। শীতের দিনেও তাহাদের গায়ে পাঞ্জাবী, পায়ে পাম্পসু, চোখে চশ্‌মা এবং হাতে রিষ্ট ওয়াচ—পুনঃ পুনঃ হাত তুলিয়া সময় দেখিতেছিল। প্রত্যেকেই একরূপ বেশে সজ্জিত; কয়েকজন সভাস্থ লোকের সহিত বসিয়াছিল। বাকী সকলে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল। আলোকিত বিবাহ সভার মাঝে বরের আশে পাশে এই ক্ষুদ্র বাহিনীটিকে একরূপ মন্দ দেখাইতেছিলনা।

বরের পিস্তুত এক ভাই বরকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছিলেন। অমিয়ার ভাবী শ্বশুর অসুস্থতার জন্য আসিতে পারেন নাই।

বরকর্ত্তা সদল বলে সমস্ত জিনিস পরীক্ষা করিয়া দেখিতে

লাগিলেন। বর দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার চারি পাশে তাহাদেরই আত্মীয় বন্ধুগণ কি সব বলা বলি করিতেছিল ; অতদূরের কথা স্পষ্ট শোনা যায় না।

ফুলী কহিল—"মা দেখ, বর কি সুন্দর! আমাদের দ্বিজেনের চেয়েও ভাল দেখ্‌তে, নয়? তারার খুব ভাগ্যি বল্‌তে হবে কিন্তু,—আচ্ছা, বর দাঁড়িয়ে রইলো কেন? সময় তো অনেকক্ষণ হয়েচে ; ও কে মা? ওই যে বসে আছে—ওই উঠে দাঁড়ালো? প্রকাশ দা নয়? হাঁ্যা, সেই তো—" বলিয়া ফুলী হাসিল। কহিল—"ওঁর চিরদিনই একরকম, আজও খদ্দরের জামাটা ছাড়তে পারেন নি ; ছোড়দারই সঙ্গী কিনা!"

গৃহিণী চাহিয়া দেখিলেন। খদ্দরের একটা জামা পরিলে যে মানুষকে এমন মানায় তা তাঁর জানা ছিলনা। ঘড়ি চেন শাল জামিয়ার—না হইলে ভদ্রোচিত পোষাক হয়না ইহাই জানা কথা। কিন্তু ঐ যে বিবাহ সভার অসংখ্য লোক,—দু'তিন ডজন কলেজের স্কুল বাবু—যাহাদের ঢাকাই ধুতির জরির টানা এখান হইতেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—প্রকাশের মত অমন উন্নত দীর্ঘ দেহকান্তি, অমন অনুপম লাবণ্য, আর কাহার আছে? সুগৌর প্রশস্ত ললাটের উপরে সজ্জিত কেশগুচ্ছ কর্ম্ম ব্যস্ততায় ঈষৎ বিশৃঙ্খল ; ঘড়ির সূক্ষ্ম সোনার কারুটি বুকের উপরে মাঝে মাঝে ঝিক্ ঝিক্ করিয়া উঠিতেছে।

দেখিয়া দেখিয়া গৃহিণীর চোখে পলক—পড়িতে চাইতে ছিলনা। প্রকাশকে তাঁহারা হেলায় হারাইয়াছেন ; দুই দুই বার প্রাংশুলভ্য ফল স্পর্শের অতীত হইয়া গেল, সে দোষ কাহার?

নিগৃহীতা

বিবাহ সভার গুঞ্জন ধ্বনি ক্রমশঃ উচ্চ ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। বরকর্ত্তা এবং বরযাত্রীদল বরের কাছেই একত্র হইয়া দাঁড়াইলেন। রকম দেখিয়া কন্যাপক্ষগণ অগ্রসর হইয়া গেলেন। সর্ব্বাগ্রে বরদাকান্ত। "এই যে ইনি" বলিয়া বরকর্ত্তা একটু অগ্রসর হইয়া আসিলেন। "শুনুন, ভয়ানক ভুল করেছেন আপনারা,—ভয়ানক অন্যায়—"

বরদাকান্ত কহিলেন—"কি অন্যায় হয়েছে?"—"কন্যা গৌরবর্ণা নয়, একথা আপনারা গোপন ক'রে গেছেন কেন?"

বরদাকান্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"গোপন কর্‌ব কেন? সব স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। পাত্র নিজেই উপস্থিত ছিল, তার সামনেই কথা বার্ত্তা ঠিক করা হয়েছে; পাত্রের মামা, আমার ভাবী বৈবাহিক, নিজে কন্যা দেখে পছন্দ করে গিয়েছেন, এবং বিবাহের দিনও পাত্রের ইচ্ছা মতই স্থির করা হয়েছে।

বরকর্ত্তা কহিলেন—"তা তিনি দেখুন—তাঁর চোখ দিয়ে দেখ্‌লে আমাদের চল্‌বেনা; নিজের মোট তিনি ভাল ক'রে বাঁধবার যোগাড়ই করেছেন, কাজেই ভাগ্নের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেবার প্রয়োজন হয় নি। এই জন্যেই তিনি আসেন নি, তা বুঝতে পার্‌ছি—"

বরকর্ত্তার কথায় বাধা দিয়া বরদাকান্ত কহিলেন—"তিনি এলে এসব অনর্থক গোলযোগ হ'তোও না। যৌতুক পাত্রের ইচ্ছামতই করা হয়েচে; সে নিজে উপার্জ্জনশীল—, নিজ মুখে বলেছিল, বিবাহে পণ গ্রহণ সে কর্‌বে না—"

"ও কথা বল্‌লেই আমরা শুন্‌ব কেন? আজ কালকার দিনে

—হ্যাঁঃ—ওর বয়ে গিয়েছে অমন কথা বল্‌তে; ও কি হেলাফেলার ছেলে? কই হে বিজয়, তুমি কি বলেছিলে বিনাপণে বিবাহ কর্‌বে?"

বর নীরবে রহিল বরকর্ত্তা কহিলেন—"আর যদি বলেই থাকে তাতেই বা কি, আমরা অভিভাবক থাক্‌তে ওর কথা গ্রাহ্য হবে কেন? মামাতো ভাইটি অতগুলো টাকা গুণে নেবে, আর ও মুখ চূণ ক'রে বিনাপণে বিয়ে ক'রে যাবে? অমন ছেলে আর একটী খুঁজে আনুন দেখি—"

ঘরের ভিতরে কুলী কহিল—"ওমা, বিয়ে হলোনা যে—ভয়ানক গণ্ডগোল হচ্চে, বল্‌ছে—মেয়ে ফরসা নয়, বিয়ে দেবেনা; চল ওদিকে যাই, দেখি কি হয়—"

গৃহিণী কহিলেন—"তা বলবে বৈকি, অমন সুন্দর ছেলে—অত উপযুক্ত—সমান সমান না হলে বিয়ে কর্‌বেই বা কেন? উনি মনে করেন ওঁর ভাগ্নীকে সবাই ওঁর চোখেই দেখ্‌বে। আমরা কিছু বল্‌লেই দোষ হয়—" ততক্ষণে ফুলী ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

বাড়ীর ভিতর জনশূন্য; কাজ ফেলিয়া সবাই বিবাহ সভায় ছুটিয়া গিয়াছে। অদূরস্থ পূজার ঘর হইতে আলোক রশ্মি বাহির হইয়া জ্যোৎস্নার সহিত মিশিয়া গিয়াছে; ঘরের মেঝেয় প্রস্তর মূর্ত্তির মত মহামায়া বসিয়া—;

বিবাহ-সভা ভাঙ্গিয়া সমস্ত লোক চারিপাশে দাড়াইয়াছিল; বাদ্য ধ্বনি অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে।

প্রবোধ ও প্রকাশ বরদাকান্তের কাছে আসিয়া দাড়াইল;

ইহাদের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বরকর্ত্তা কহিলেন—"আজ কালকার দিনে নিজের পাওনা গণ্ডা কে ছেড়ে দেয় বলুন দেখি? আপনারই কন্যাদায় উপস্থিত, আমাদের নয়; আমরা কেন মিছামিছি ঠক্‌তে যাব?"

দেবেন কহিল—"এসব কথা আগে বলা হয়নি কেন? মামা উপলক্ষ মাত্র, পাত্র নিজেই তো বিবাহ ঠিক করেছিল—"

বরকর্ত্তা কহিলেন—"বল্‌বে আবার কি? বিবাহ সভায় সব ঠিক ক'রে নেবে; আগে যা বলবে তাই ধরে থাকতে হবে? এমন নিয়ম তো নয়!"

বিরক্ত হইয়া দেবেন কহিল—"কেন মিছে—কতকগুলো বক্‌চেন? কি চান স্পষ্ট করে বলুন না—"

—"তুমি কে হে বাপু? আমরা কথা বলছি—তুমি তার মধ্যে এসে দাঁড়াও কেন?"

দেবেন উত্তর করিল—"আমি কন্যার ভাই, আর কেউ নয়, এদিকে লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যায় যে—"

বরকর্ত্তা ঝাঁঝিয়া উঠিয়া কহিলেন—"যাকগে, মিটমাট না হলে বিয়ে হবে না। আমাদের তেমন বোকা পাওনি;" বলিয়া বরদাকান্তের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"যা বল্‌বার বলুন, আর দেরি করে লাভ কি?"

প্রবোধ সক্রোধে দাঁতে দাঁতে চাপিতেছিল। কিন্তু প্রকাশ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী আইন পাশ করা বিজয় নামধারী লোকটির প্রতি ঘৃণাভরে চাহিয়াছিল। সে যে তাহার এই ভ্রাতাটি এবং এই সব বান্ধবগণের পরামর্শে এমন গোলযোগ

বাঁধাইয়াছে তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী ছিল না। শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও উহার অন্তঃকরণ এত নীচ হইল কি করিয়া, প্রকাশ তাহাই ভাবিতেছিল। আর এই কলেজের ছাত্রগুলি, সব পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছে, কেহ কেহ হাসিতেছে। ইহাদের একটারও এতটুকু মনুষ্যত্ব কি নাই? সবই এক ধাতুতে গড়া?

বরকর্ত্তা একাই বিবাহ আসর জমকাইয়া তুলিয়াছিলেন। ঘণ্টা দুই পরে আর একটা লগ্ন আছে, সেইটার ভরসায় তাঁহার কথা আর ফুরাইতে চায় না।

সহসা পুরোহিত ডাকিলেন—"প্রবোধ এদিকে এসো,—কন্যাকে দেখ—" প্রবোধ ছুটিয়া গিয়া পতনোন্মুখী তারাকে ধরিয়া ফেলিল। চোখে মুখে জলের ছিটা দিয়া মাথায় মৃদু বাতাস করিতেই তারা প্রকৃতিস্থ হইল। অমর জানু পাতিয়া বসিয়া তাহাকে আপনার বুকের উপরে ধরিয়া রাখিল।

বরদাকান্ত কহিলেন—"কি চান আপনারা—স্পষ্ট ক'রে বলুন—" ততক্ষণ পাড়ার উকীল সম্প্রদায় ও অন্যান্য প্রতিবেশীগণ বরদাকান্তের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কন্যার অবস্থা সকলকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল।

বরকর্ত্তা একবার ফিরিয়া আপনার দলের দিকে চাহিলেন। একজন যুবক অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল—"বিজয় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না—"

"না পারে বসুক না কেন, বসতে তো বারণ করা হয়নি তাকে?" বলিয়া বরকর্ত্তা বরদাকান্তের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"দেখুন আপনি ভদ্রলোক, আমরা আপনার অনিষ্ট করিতে

চাইনে—হাজার তিনেক টাকা হলেই আপাততঃ আমাদের আর কোন আপত্তি হবে না। সৎ পাত্রে কন্যাদান করা যে কি কষ্ট, তা বোধ হয় আপনি জানেন না; জানলে আর এমন হ'তো না; আর বিজয়ের ঘড়িটা তত সুবিধায় হয়নি; বোধ হচ্চে নেহাৎ অল্প দামের; ওর নিজেরও একটা ভাল ঘড়িই আছে, ইচ্ছে হলে দেখ্‌তে পারেন; অবশ্য বিজয়ের ইচ্ছা মতই এই সব আপত্তির কথা আমার বল্‌তে হচ্ছে; ওর মামাতো ভাই এই বাড়ী থেকেই কি রকমটা পাচ্ছে, তা ও জান্‌তে পেরেছে কিনা, হাজার হোক, কলিকালের ছেলে—"

বলিয়া বরকর্ত্তা একটু মোলায়েম ধরণের হাসি হাসিলেন। হাসিয়াই কহিলেন—"তা'হলে ঐ কথাই ঠিক রইলো? ঘড়ির জন্যে কিছু আট্‌কাবে না, বিয়ের পরেও বদলে দিতে পার্‌বেন; আপাততঃ ওতেই চল্‌বে—"

—"আপাততঃ আমাদের সে ইচ্ছা মোটেও নেই—"তীব্র শ্লেষ সহকারে কথাটা বলিয়া প্রবোধ পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বরকর্ত্তা রুষ্ট হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"কে তুমি? কথাবার্ত্তা এখনো ভদ্রলোকের মত বল্‌তে শেখনি দেখ্‌চি যে—" তাঁহার পিছন হইতে দুইজন চশ্‌মাধারী সৌখিন যুবক আস্তিন গুটাইবার ভঙ্গীতে একটু অগ্রসর হইয়া আসিল।

বরদাকান্ত বরকর্ত্তার কথার উত্তর দিতে যাইতেছিলেন। প্রবোধ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ় অথচ বিনীত কণ্ঠে কহিল—"বাবা, একটি ঘণ্টার জন্যে আমাকে স্বাধীনভাবে কাজ কর্‌বার্ অনুমতি করুন—"

এই প্রথমে সে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া নির্ভীক ও দৃপ্তভাবে কথা কহিল। বরকর্ত্তার অসম্মানকর ভাষায়—বিশেষতঃ বরদাকান্তের প্রতি,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলিতেছিল। মানীর মান যে রাখিতে জানেনা, সে বিষয়ে তাহাকে ভাল করিয়াই শিক্ষা দিতে হয়।

পিতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই—প্রবোধ সোজা বিজয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া সতেজ কণ্ঠে কহিল "আপনার কি মত, তাই জানতে চাই আমি—" বিজয় শান্তভাবে কহিল—"আমি আর কি বলব? যা বলবার দাদাই তো বলছেন—" ভ্রাতার আদেশানুসারে সে তখন বসিবার উপক্রম করিতেছিল।

"তা হলে এসব আপনারই কথা কেমন? আমরা ভুল বুঝেছিলুম আপনাকে—"

বিজয় নীরবে রহিল। প্রবোধ কহিল "ইতস্ততঃ করছেন কেন? বলুন কি চান আপনি? এক্ষেত্রে আপনার কথাই ধার্য্য বলে নেব আমরা; শিক্ষার অভিমান করবেন না, যথার্থ ক'রে হৃদয়ের কথা বলুন—"

প্রবোধের উদ্ধতভাবে বিজয় উষ্ণ হইয়া উঠিয়া কহিল—"আমরা ভদ্র ব্যবহার করব বলেই মনে করেছিলাম, কিন্তু আপনাদের রকম দেখে—"

"কি? অভদ্র ব্যবহার করতে ইচ্ছে হচ্ছে? তা হলে কি এই বুঝ্‌তে হবে যে আপনার দাদার কথামত কাজ না হলে বিবাহ হবেনা? দেখ্‌ছেন কন্যার অবস্থা!—"

"ওসব দেখ্‌লে আমাদের চলেনা।" তীব্র কণ্ঠে বিজয় কহিল—"উপযুক্ত মর্য্যাদা না রাখ্‌লে আমি বিবাহ কর্‌তে প্রস্তুত নই—"

প্রবোধ মুখ লাল করিয়া কি জবাব দিতে যাইতেছিল; পশ্চাৎ হইতে প্রকাশ তাহাকে আকর্ষণ করিয়া কহিল—"এই প্রবোধ—"

হাত ছাড়াইয়া লইয়া প্রবোধ কহিল—"ঠিক বল্‌চেন? উপযুক্ত মর্য্যাদা অর্থে কি আপনার দাদার তিন হাজার টাকা? না আর কিছু?"

প্রবোধের মুখ চোখের ভাব দেখিয়া বিজয় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল; তীব্রস্বরে কহিল—"নিশ্চয়ই—মনে করেছিলাম শ' পাঁচেক টাকা ছেড়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু আপনার এই অভদ্র ব্যবহার আর আপনার বাবার লুকোচুরি—"

"খবর দার—"

প্রবোধের গর্জ্জনে সকলে সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ভদ্রলোকেরা বরকর্ত্তার সহিত একটা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সহসা এই গোলযোগে সত্বরপদে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। বরকর্ত্তা একেবারে দৌড়াইয়া আসিয়া কহিলেন—"কি, কি হয়েছে?"

"আপনি ভদ্রলোকের মেয়েকে বিবাহ কর্‌বার উপযুক্ত হন্‌নি এখনো—নেমে আসুন আসন থেকে—"

"এই প্রবোধ,—পাগল হলে না কি? থাম—থাম—" বলিতে বলিতে ব্যস্তভাবে জগৎ অগ্রসর হইয়া আসিলেন; ততক্ষণ প্রবোধ বিজয়ের হাত ধরিয়াছে।

হাত ছাড়াইয়া লইয়া ক্রুদ্ধ বিজয় কহিল—"জোচ্চোর, ছোট লোক! কন্যাপক্ষীয় হ'য়ে এত আস্পর্দ্ধা তোমার! আমার গায়ে হাত দাও?"

রুদ্ধকণ্ঠে প্রবোধ কহিল—"তুমি ভদ্রলোক নও—"

অন্তরালে নিমন্ত্রিতা মহিলাগণও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। গৃহিণী হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন—"ওমা, ওমা—কি দস্যি ছেলে গো, কি দস্যি ছেলে! না, প্রবোধকে নিয়ে আমার আর উপায় নেই; মারামারিই—করবে নাকি, তার ঠিক নেই। দেখ্ ফুলী, দেখ—যা' ক'রে দাঁড়িয়েছে, যেন যুদ্ধ হচ্ছে—"

বরকর্ত্তা চীৎকার করিয়া কহিয়া উঠিলেন—"বিয়ে দিতে এসে —ছেলের বিয়ে দিতে এসে এত অপমান!" ক্রোধে তাঁহার মুখে আর কথা বাহির হইতে ছিল না।

বরদাকান্ত উভয় দলের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অমরও তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাড়াইল। পিতার মতই সে শান্ত স্থির-স্বভাব; বরকর্ত্তার দিকে চাহিয়া ধীর কণ্ঠে কহিল—"কিছু মনে করবেন না; ছেলেমানুষ বলে মাপ করুন ওকে—"

বরদাকান্ত কহিলেন—"আমি আপনার কথামতই একটা মিটমাটের—"

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই প্রবোধের রোষতীব্র কণ্ঠ বিবাহসভা ধ্বনিত করিয়া উঠিল—"বাবা! এমন ইতরের ঘরে কখনো তারার বিবাহ দেবেন না, তার চাইতে ওকে জলে ডুবিয়ে দিন—"

"কি ?" বলিয়া বরের বন্ধু ও আত্মীয়গণ রুখিয়া দাঁড়াইল। ভদ্রলোকেরা একটা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোলযোগ ভীষণভাবে বাধিয়া উঠিল। হাতের অঙ্গুরী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিজয় তর্জ্জন করিয়া কহিল—"চলুন দাদা এখান থেকে—"

বরকর্ত্তা ততোধিক উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—"চল—এখনি চল ; এর শোধ আমরাও নেবো : মনে করোনা আমাদের কোন ক্ষমতা নেই—"

বলিতে বলিতে ক্রোধভরে তিনি সবেগে অগ্রসর হইলেন। জগৎ এবং শরৎ তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু বরকর্ত্তা মানিলেন না। কহিলেন—"বাধা দেবেন না আপনারা, এমন ঘরে কিছুতেই আমরা কাজ করব না ; এত অপমান ! দেখি ভদ্রলোকের জাত রক্ষা হয় কি ক'রে—"

প্রবোধ কহিল—"সেজন্যে আপনার বৃথা ভাবনার প্রয়োজন নেই—"

কন্যা পক্ষের মুখে এমন কথা শুনিয়া বরকর্ত্তা একেবারেই অবাক হইয়া গেলেন,—ক্রোধ ভুলিয়া গিয়া দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন—"বাগ্‌দত্তা কন্যার বিয়ে এখন কি ক'রে দেবে বল দেখি ? বড় যে জোর দেখাচ্চো, পাত্র পাবে কোথায় ? আজ রাত্রিতেই বিয়ে না দিলে সমাজে যে চিরদিন পতিত হয়ে থাক্‌তে হবে—" তাঁহার মনে খুব জোর ছিল যে বরদাকান্ত সাধা সাধনা করিয়া অবশ্যই তাঁহার প্রস্তাবিত অর্থ দান করিয়া বিবাহ দেবেন।

প্রবোধ কহিল—"সে আমরা জানি,—আপনাকে আর কষ্ট ক'রে বিধান দিতে হবেনা।"

প্রবোধের কাণ্ড দেখিয়া সকলেই কেমন হতবুদ্ধি হইয়া ক্ষণকালের জন্য নির্ব্বাক রহিলেন। কিন্তু প্রবোধের কথায় বিজয় অত্যন্ত আহত হইল, অপমান এবং প্রত্যাখানের জ্বালায় স্থান কাল ভুলিয়া গিয়া তীব্র শ্লেষ করিয়া কহিল—"তা'হলে পাত্র তোমাদের ঠিক করাই ছিল বোধ হয় ? এই সভায়ই তিনি বোধ হয় উপস্থিত আছেন কেমন ?"

বিজয়ের শ্লেষ পূর্ণ কথায় প্রবোধও অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সতেজ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আছে—" বলিয়া হতবুদ্ধি প্রকাশের বাহু ধরিয়া কহিল—"এই যে পাত্র !" তখন বিবাহ সভার অবস্থাটা সহজেই অনুমেয় ! আর একটিও কথা না বলিয়া মন্ত্র নিরুদ্ধ-বীর্য্য সর্পের মত নত মস্তকে বৃহৎ বরযাত্র দলটি বিবাহ সভা ত্যাগ করিলেন। শরৎ প্রকাশের মুখের দিকে একবার অলক্ষ্যে চাহিয়া দেখিলেন। বুঝিলেন, বন্ধুত্বের দাবী দুর্ব্বিসহ হয় নাই।

বরদাকান্তও প্রকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট উদ্বিগ্ন মুখশ্রী প্রশান্ত হইয়া আসিল। বিজয় মিথ্যা কথা বলে নাই ; ভগবান তারার পাত্র ঠিক করিয়াই রাখিয়াছেন।

বিপুল উৎসাহে নব উদ্যমে বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সকলে স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করিলেন। যুদ্ধ বিগ্রহ মিটিয়া গিয়া যেন শান্তির সুবাতাস বহিল।

"চেলীর যোড় কই ?" বলিয়া শব্দ উঠিল। অমর যোড় আনিতে ছুটিল ; জগৎ হো—হো—করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন —"আহা—যোড়টা অন্ততঃ তাদের থাকতে দাও, একেবারে— খালি হাতে ফিরে যাবে—"

বরদাকান্ত কহিলেন—"রমেন্দ্রের জন্য যে যোড় আনা হয়েছে, সেইটা নিয়ে এসো—ওটা আনতে যেও না—"

অভিভূতার মতই তারা বসিয়াছিল। তাহার মাথার চেলীর কাপড় কখন পড়িয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে সে সামনের দিকে হেলিয়া পড়িতেছিল। পুরোহিত প্রকাশের হাতের উপরে তাহার কোমল শিথিল হাতখানি রাখিয়া দিতেই সে ঈষৎ চকিতভাবে সোজা হইয়া বসিল।

সুনীতি ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়াছিল। তারপরই সে নিস্তারিণীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া অনভ্যস্ত হুলুধ্বনি দিতে আরম্ভ করিল।

বিবাহ হইয়া গেল। এক মুহূর্ত্তেই যেন—রঙ্গভূমিতে অভিনেয় বিষয়ের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সুনীতি ও নিস্তারিণী সকলের অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া বিবাহ সভায় প্রবেশ করিয়া সাদরে বরকন্যাকে তুলিয়া লইয়া আসিল। সর্ব্বাগ্রে বরদাকান্ত আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রকাশ ভক্তিভরে তাঁহার চরণ ধূলি মাথায় তুলিয়া নিল। স্নেহগম্ভীর মুখে প্রকাশের মাথায় হাত রাখিয়া তিনি কহিলেন—"কল্যাণ হোক।"

মহামায়াকে পূজার ঘর হইতে ডাকিয়া আনা হইল। তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন ; কিন্তু কোন আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। কন্যা-জামাতার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া

দেখিবার সাহস হইতেছিল না। কি জানি, সুখের স্বপ্ন যদি ভাসিয়া যায়। উচ্ছ্বসিত অশ্রুজলে তাঁহার দৃষ্টি রোধ করিল।

অসুস্থ হইয়া গৃহিণী শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কন্যাদ্বয়ও তাঁহার কাছে ছিল। অমিয়া আসিয়া কহিল—"মা এসো, প্রকাশদা'কে আশীর্ব্বাদ ক'রতে হবে যে।"

মা কথা কহিলেন না। ফুলী কহিল—"যা—যা, তোর আর মোসায়েবি কর্‌তে হবে না! রাত্রি হয়েছে কত! শুয়ে পড় এসে—" অমিয়া মুখ ঘুরাইয়া কহিল—"আহা কি মজার কথা গো! এখন বলে বাসরে কত গান বাজনা হবে, আর আমি এসে শুয়ে পড়ি—"

কিরণ তাচ্ছল্যভরে কহিল—"কতজনে গান-বাজনা কর্‌তে যাবে! যাস্‌নে ওখানে বল্‌চি—"

অমিয়া শুনিয়াও শুনিল না। অঞ্চল ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

বরদাকান্ত গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনিও গৃহিণীর অসুস্থতার বার্ত্তা পাইয়াছিলেন। কহিলেন—"খুব কি অসুস্থ বোধ কর্‌ছো? একবার আশীর্ব্বাদ ক'রে এসো ওদের—"

গৃহিণী কথা কহিলেন না। ফুলী কহিল—"মার মাথার যন্ত্রণা খুব হয়েছে—জ্বরও হয়েছে একটু,—এখন যেতে পার্‌বেন না বোধ হয়—"

অসুখের কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু সত্যই গৃহিণী যাইতে পারিতেছিলেন না। পুত্রের প্রতি দুর্জ্জয় ক্রোধ ও অভিমানে তিনি ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া অসময়ে শয্যা গ্রহণ

করিয়াছিলেন। তাঁহার কত কামনার কত আশার প্রকাশ,—সেই প্রকাশের বামে তারাকে তিনি কেমন করিয়া দেখিবেন!

বরদাকান্ত অগ্রসর হইয়া গৃহিণীর ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিলেন। কহিলেন—"জ্বর একটু হয়েছে বোধ হয়; একবার যাও; তুমিই প্রধান—তোমার প্রতীক্ষায় সকলে বসে আছে—তারার আর কে আছে তোমরা ছাড়া? তোরা এখানে কেন, ওঘরে গিয়ে বোস্‌গে যা—"

বলিয়া বরদাকান্ত চলিয়া গেলেন। গৃহিণী স্বামীর প্রশান্ত আনন্দদীপ্ত মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু স্বামীর আদেশ অমান্য করিতে পারিলেন না; ক্ষণকাল পরে উঠিয়া গিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িলেন।

সুনীতি জানু পাতিয়া বসিয়া তারাকে সরবৎ পান করাইতেছিল। নিস্তারিণী প্রকাশের কাছে ছিলেন, হাসিয়া কহিলেন—"বাসর জাগ্‌বে—কে রে ছোট বৌ?"

অমিয়া প্রকাশের কাছেই বসিয়াছিল। হাসিয়া কহিল—"কেন, আপনি, সুনীতি দি, আর আমি, পার্‌বো না? আমার ঘুম পায়নি একটুও— অমলাকে ডাকি—"

প্রকাশ হাসিয়া কহিল—"ধন্যবাদ, কিন্তু তোমাকে অত কষ্ট কর্‌তে হবে না।"

"কষ্ট কিসের? আমি বাসর জাগ্‌তে ভালবাসি। আপনি গান গাইবেন, বেশ শুন্‌বো—"

সুনীতি সহাস্যে কহিল—"হয়েছে, হয়েছে—এত রাত্তিরে আর গান শুনে কাজ নেই, কাল শুনিস্—"

অমিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া কহিয়া উঠিল—"বুঝেছি গো বুঝেছি,—নিজের ভাইটির কষ্ট হবে কিনা তাই,—প্রকাশ দা' বুঝি আমাদের কেউ নয়? না প্রকাশদা', আপনি দিদির কথা শুন্‌বেন না—আপনি গান্—সেই—'পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি' সেই গানটা—" প্রকাশ হাসিতে লাগিল।

সত্যই বাসর জাগিবার কেহ ছিলনা। কুলী বা কিরণ কেহই এঘরে আসে নাই। তারপর প্রকাশ সকলেরই পরিচিত; অনেক মহিলাই তাহার সামনে বাহির হইতেন না। আজ হঠাৎ ঘোমটা ফেলিয়া কি বলিয়া তাহার সহিত হাস্য পরিহাস করিবেন? সুতরাং আমোদ প্রমোদ কিছুই হইল না। আধ ঘোমটা টানিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ক্ষুন্নমনে সকলেই প্রায় উঠিয়া গেলেন।

প্রকাশ রক্ষা পাইল। বাসর নির্জ্জন হইলে সে শরৎকে ডাকিয়া পাঠাইল। শরৎ আসিলে কহিল—"কালই যাবার বন্দোবস্ত ঠিক কর্‌বেন; আপনাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে—"

অমিয়া কহিল—"আমিও যাবো আপনার সঙ্গে, আমার ভারি কল্‌কাতা যেতে ইচ্ছে করে—"

প্রকাশ হাসিয়া তাহার পিঠে হাত রাখিয়া কহিল—"দুদিন পরেই যে তোমার বিয়ে; পরে নিয়ে যাবো তোমাকে—" "যান্" বলিয়া অমিয়া মুখ ঘুরাইয়া লইল।

প্রকাশের কথার উত্তরে শরৎ হাসিয়া কহিল—"আমাকে সঙ্গে যেতে হবে কেন? বডিগার্ড হয়ে না কি?"

প্রকাশও হাসিয়া কহিল—"হ্যাঁ, দিদিও যাবে।"

১৫

কর্ম্ম-চঞ্চল কলিকাতা নগরী। বেলা তখন প্রায় বারোটা বাজে। প্রকাশের মা আহারান্তে বিছানায় বসিয়া তিন চারিটা বালিশের উপর দেহভার রক্ষা করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এখনো তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সারে নাই; প্রকাশকে আসিতে লিখিয়া মনে মনে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রকাশ কাছে না থাকিলে তাঁহার দিন যাইতে চায় না।

দূর হইতে বাদ্য ধ্বনির মৃদুরব তাঁহার কাণে আসিয়া পৌছিল। একটু ক্ষণ শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন এ বিবাহের বাজনা; বাজনা ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। ধ্বনিও মৃদুতর হইয়া মিলাইয়া গেল। কলিকাতা সহর;—নিত্য কত বিবাহ হইতেছে, তার ঠিক নাই। উন্মুক্ত জানালা পথে বিবাহ সমারোহটা দেখিতে দেখিতে প্রকাশের মা একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। ভাবিলেন—প্রকাশের বৌ কতদিনে আস্‌বে তার ঠিক কি।

সহসা সিঁড়িতে অতি দ্রুত পদ শব্দ শুনিয়া একটু বিস্মিত চোখে দরজার দিকে চাহিলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঝি আসিয়া কহিল—"ওমা, মা—দাদাবাবু বিয়ে ক'রে বৌ নিয়ে আস্‌চে—"

প্রকাশের মা হাসিয়া কহিলেন—"দূর পাগ্‌লি, কাকে দেখে কি বলিস তার ঠিক নেই—"

ব্যাকুলভাবে ঝি কহিল—"সত্যি মা, সত্যি; বিশ্বেস না কর দেখ্‌বে এসো—ওই যে ওনারা আস্‌চে—"

বাড়ীর সামনে গাড়ীটা থামিতেই প্রকাশ লাফ দিয়া নামিয়া পড়িল। সরাসরি বৈঠকখানা পার হইয়া দুই তিন সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া উপরে উঠিতে লাগিল। সুনীতি কহিল—"থাম একটু একসঙ্গেই যাই—"

"না—আমায় আগে মার কাছে যেতে হবে···" উদ্বেগে তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল।

জননী দ্বারের দিকে চাহিয়াছিলেন। প্রকাশ ঘরে ঢুকিয়া মাতাকে প্রণাম করিয়া কহিল—"মা আমি বিয়ে করে এসেচি—"

সুনীতি তারার হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তৎপশ্চাতে প্রবোধ; মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া সুনীতি কহিল—"মা এই তোমার বৌ নাও—"

মাতা উঠিয়া বসিলেন। সকলের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন; তারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি মাথায় নিতেই জননী সস্নেহে তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন। ললাট চুম্বন করিয়া কহিলেন—"এসো আমার ঘরের লক্ষ্মী—"

এতক্ষণে দুর্ভাবনা-মুক্ত হইয়া ভ্রাতা ভগিনী আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া উপবেশন করিল। সুনীতি কহিল—"মা, সবাই অনাহারে—"

"ওমা, সত্যিইত, আমার যেন কি হয়েছে! তুই বৌকে নিয়ে স্নান ক'রে আয় মা; তোমরাও স্নান কর প্রবোধ—ও কিশোর, ও সুধী—ওরে তোরা শীগ্‌গির আয়—" বলিতে বলিতে তারাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া গৃহিণী ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুনীতি কহিল—"মা, তুমি শোও। অসুখ শরীরে অত ব্যস্ত হয়ো না; ওরা সব করবে এখন—"

মা কহিলেন—"ওদের ভরসায় থাক্‌লে—তবেই তোরা খেয়েছিস—"

প্রকাশ জননীর গতিরোধ করিল। কহিল—"না তুমি যেতে পাবে না; আবার যদি ফিট্ হয়, তা হলে আমাদের খাওয়া দাওয়া সব ঘুচে যাবে। তার চেয়ে ওদের ডেকে দিই, যা কর্‌তে হবে বলে দাও।"

ডাকিতে হইল না। নবাগতদিগের জিনিসপত্র ঘরে তুলিয়া তাহারা আপনিই ছুটিয়া আসিল। ঝিয়ের কোল হইতে নাতিকে কোলে লইয়া সকলকে যথাযোগ্য আদেশ দিয়া গৃহিণী ফিরিয়া গিয়া শয্যায় বসিলেন। দৌহিত্রকে আদর করিতে করিতে কহিলেন—"দাদামণি!—ও কি কিছু খায়নি না কি? মুখ শুক্‌নো—কেন? কি তোদের আক্কেল—"

প্রকাশ কহিল—"ওর জন্যে পথে পথে লোক দুধ নিয়ে বসে আছে!"

সুনীতি হাসিয়া কহিল—"ওর দুধ আমি বাড়ী থেকেই এনেছিলাম। ক্ষিধে পেলে অত ফুর্ত্তি হয় কি?" বলিয়া জননীর ক্রোড়ে প্রফুল্লভাবে ক্রীড়া রত পুত্রের দিকে চাহিয়া সে একটু হাঁসিল।

বলিষ্ঠ শিশুর খেলার ঝোঁক গৃহিণী বেশীক্ষণ সামলাইতে পারিলেন না। শয্যার উপরে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া নিজের মশলার কৌটা, পাখা, রামায়ণ সব তাহার দিকে আগাইয়া দিয়া

কিছুক্ষণ তাহার খেলা দেখিলেন। তারপর রামায়ণখানি কপালে স্পর্শ করাইয়া বালিশের নীচে রাখিয়া হাসিয়া কহিলেন—"তোমরা কেউ আমার বৌ এনে দিতে পার্‌লে না? অবশেষে প্রকাশকে নিজেই বিয়ে কর্‌তে হলো?"

প্রবোধ হাসিয়া উত্তর করিল—"আপনার বৌ আমিই এনে দিয়েছি যে, জিজ্ঞাসা করুন—প্রকাশকে—"

পরিহাস মনে করিয়া জননী হাসিতেছিলেন। কিন্তু কথাটা যথার্থই সত্য, প্রকাশের বলে বলীয়ান হইয়াই প্রবোধ বরকর্ত্তার সহিত সমান সমান ব্যবহার করিতে পশ্চাদপদ হয় নাই। নহিলে অপমান সহিয়া তাহাদেরই হাতে পায়ে ধরিয়া তারার বিবাহ দিতে হইত।

প্রকাশের মা কহিলেন—"আচ্ছা, প্রকাশটার কি কোনদিন বুদ্ধি হবেনা? একখানা টেলিগ্রাম কি কর্‌তে পারিস্ নি? তাহ'লে ত এই কষ্টটা পেতে হতো না! তোদের জ্বালায় আমি আর পারিনে; বৌয়ের মুখ শুকিয়ে গেছে একেবারে; ছেলেমানুষ উপরো উপরি দু'দিন উপোষ গেছে—এখন অসুখ না কর্‌লে বাচি—"

সুনীতি হাসিয়া কহিল—"মা, এখনই যে আমাদের চেয়ে বৌয়ের উপর তোমার টান হলো বেশী—"

সস্নেহনেত্রে বধুর দিকে চাহিয়া মাতা হাস্যমুখে উত্তর করিলেন —"তা হয় বৈ কি বাছা—"

সুনীতি কহিল—"প্রকাশ কাল দুপুর বেলার গাড়ীতেই আস্‌তে চেয়েছিল, কিন্তু বাসী বিয়ে হতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল; তাই আজ ভোরের গাড়ী ধর্‌তে হয়েছে; কষ্টের একশেষ—বল্‌লাম

রাত্রির ট্রেণে যাবো, ভোরে পৌছবো, সেই বেশ হবে ; তা ও কিছুতে মান্‌লে না—"

প্রকাশ তাহার দিকে চাহিয়া কহিল—"হুঁ—তোমার তো কোন ভাবনা ছিল না, কাজেই আরাম ক'রে আস্‌তে চেয়েছিলে—"

সারাটি দ্বিপ্রহর মায়ের কাছে বসিয়া সুনীতি বিবাহের ইতিহাস শোনাইল। সব শুনিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন—"ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।"

শীতের সূর্য্য স্বল্পকাল মধ্যেই পাটে বসিলেন। আজই ফুল-শয্যা। গৃহিণী আলমারীর চাবি সুনীতির হাতে দিয়া কহিলেন —"বৌমাকে সাজিয়ে দে।"

আপনার বস্ত্রালঙ্কার তিনি কন্যা ও বধূর জন্য তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সুনীতি কোনদিন তাহা ব্যবহার করে নাই ; বলিয়াছিল, বৌ আসিলে দুইজনে একসঙ্গে পরিব। মায়ের অঙ্গের এইসব আভরণগুলি সে পূজার জিনিসের মতই সুপবিত্র বলিয়া মনে করিত। সেইজন্যই এতদিন সে সব জিনিস যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারে নাই।

ফুল-শয্যার জিনিসপত্র আনিবার জন্য প্রবোধ ও প্রকাশকে পাঠাইয়া দিয়া পরিচিত ও প্রিয় কয়েকজন সখিস্থানীয়াকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়া সুনীতি ব্যস্ত হইয়া ঘর দ্বার তদারক করিয়া বেড়াইতে লাগিল। দিনের আলো ডুবিয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। সন্ধ্যা সমাপন হইলে ননদের আদেশমত শাশুড়ীকে প্রণাম করিতে যাইবার পূর্ব্বে তারা ননদকে প্রণাম করিল, প্রতিদানে ননদ গাল

টিপিয়া ধরিয়া কহিল "দূর পোড়ার মুখী, আমি কি আমাকে প্রণাম করতে বল্‌লাম?"

"ষাট্, ষাট্, বেঁচে থাকো" বলিয়া শাশুড়ী বধূকে কাছে বসাইলেন; সস্নেহ চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বধূবেশীনী তারাকে কল্যাণময়ী লক্ষ্মী প্রতিমার মতই সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার নির্ম্মল ললাটে সিন্দূরবিন্দু মঙ্গল প্রদীপের মতই জ্বল জ্বল করিতেছিল। শাশুড়ীর দৃষ্টিতলে নীরবে তারা আনত মুখে বসিয়া রহিল।

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া মহিলাগণ চলিয়া গেলেন। সুনীতিও ক্লান্ত হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া বসিয়াছিল। কন্যা ও বধূর হাত দুখানি বুকের উপরে রাখিয়া প্রকাশের জননী নিমীলিত চোখে শুইয়াছিলেন; তাঁহার নেত্র-কোণ বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতেছিল। এ আনন্দের দিনে আজ প্রকাশের পিতা কোথায়? "মা—" বলিয়া সুনীতি মায়ের চোখ মুছাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার বুকের উপরে মাথা রাখিল। তারার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; মাকে স্মরণ করিয়া তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে সুনীতি চকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। কহিল —"বারোটা বাজ্‌ল যে—"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রকাশের মা কহিলেন "হ্যাঁ শোও এসে মা—আর দেরী করো না।"

প্রকাশের সজ্জিত গৃহে বিস্তৃত শুভ্র শয্যার উপর বসিয়া প্রকাশ দেওয়াল-বিলম্বী একখানা চিত্রের দিকে অন্য মনে চাহিয়াছিল।

গৃহ বৈদ্যুতিক আলোক-দীপ্ত ; টেবিলের উপরকার সব কয়টি ফুলদানীই আজ নানাবিধ ফুলের তোড়ায় সজ্জিত ; একপাশে রূপার থালায় দুইগাছি বড় বড় সাদা গোলাপের মালা রহিয়াছে।

ঝি তারাকে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। গৃহে প্রবেশ করিয়াই প্রকাশকে দেখিয়া তারা দাঁড়াইয়া পড়িল। বিবাহের পর সে এই প্রথম প্রকাশকে ভাল করিয়া দেখিল ; উজ্জ্বল আলোক দীপ্ত-কান্তি—প্রকাশকে যেন আর একজন বলিয়া মনে হইতেছিল। এ যেন সে প্রকাশ নয়।

দ্বারের শব্দে প্রকাশ ফিরিয়া চাহিল। সেও এই প্রথম তারাকে ভাল করিয়া দেখিল ; এই দুইদিন মনের উদ্বেগে সে তারার দিকে লক্ষ্য রাখিবার অবসর পায় নাই।

ধীর কণ্ঠে প্রকাশ কহিল—"রাত্রি অনেক হয়েছে, শোও এসে —আর মিছে রাত জেগো না—"

মৃদু পদে তারা অগ্রসর হইয়া আসিল। প্রকাশ তাহার দিকে চাহিয়া কহিল—"কাপড়খানা তোমাকে এমন মানাবে, আমি তা মনে করিনি ; আমার ভয় হচ্ছিল, দিদি বুঝি ফিরিয়ে দেবে।"

তারা চুপ করিয়া রহিল ; প্রকাশ তাহাকে কাছে বসাইয়া মাথার কাপড়টা একটু সরাইয়া দিয়া কহিল—"আমায় দেখে কোন দিন কি ঘোমটা দিয়েছ ? সেই ভাবেই চল্‌তে হবে বুঝ্‌লে ? আমি তোমার অপরিচিত নইতো—"

তারা একটু হাসিয়া মুখ নীচু করিল ; তাহার মুখে লজ্জার রক্তরাগ সুন্দর দেখাইল। প্রকাশ মুগ্ধ চোখে তাহার দিকে

চাহিয়া রহিল ; এই মুখখানিই একদিন তাহার কাছে বড় সুন্দর বলিয়া মনে হইয়াছিল। তখন তারাকে সে আপনার বলিয়াই ভাবিয়াছিল ; তারপর সে আশা ঘুচিয়া গেলেও তারাকে সে ভুলিতে পারিয়া ছিলনা। কিন্তু সেদিনকার সে সুকুমারী কিশোরীর সহিত আজ এ লক্ষ্মী রূপিনীর কত প্রভেদ ! আজ সে তাহারই দত্ত বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া তাহারই গৃহলক্ষ্মী পদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে ; তাই কি তারাকে এত মাধুর্য্যময়ী বলিয়া মনে হইতেছিল, কে জানে !

নিজের পাশে তাহাকে বসাইয়া প্রকাশ কহিল—"আচ্ছা, বিয়ের সময় ফিট্ হয়েছিল কেন বল দেখি ?" তারা কথা কহিল না ; কিন্তু প্রকাশ তাহাকে নিষ্কৃতি দিল না : পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে বিব্রত হইয়া শেষে তারা কহিল—"আগে থেকেই মাথা ধরেছিল। তারপরে যে গণ্ডগোল হচ্ছিল—"

"আচ্ছা তখন তোমার মনে কি হলো ?—ফিট ভাঙ্গলো যখন ?"

তারা মৃদু কণ্ঠে কহিল—"মনে হচ্ছিল, ফিট্ না ভাঙ্গলেই ভাল হতো, আমার মা নিশ্চিন্ত হতেন ; আমাকে নিয়েই তাঁর যত অশান্তি—"বলিয়া অশ্রু গোপন করিবার জন্য মুখ নীচু করিল।

প্রকাশ ব্যাপারটাকে লঘু করিবার জন্য হাসিয়া কহিল—"আর আমি যখন তোমায় বিয়ে করতে বস্‌লাম—খুব আপ্‌শোষ হচ্ছিল তোমার, নয় ? সত্যি তারা ! তোমার সেই বর দেখ্‌তে ভারি সুন্দর ছিল কিন্তু—"

সবেগে তারা মুখ তুলিল ; অশ্রুভরা কালো চোখের নীরব তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রকাশের প্রতি চাহিয়া ভ্রুভঙ্গী করিল।

সে চাহনির ভঙ্গী দেখিয়া প্রকাশ ঈষৎ হাসিল। তারপর তারাকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মুখ খানা বুকের উপরে রাখিয়া সস্নেহে কহিল—"তুমি অনেক দুঃখ পেয়েছ তারা, ভগবান তোমায় বোধ হয় এবার সুখী করবেন ; আমি তোমায় কখনো কষ্ট দেব না—"

দৈববাণীর মতই কথা কয়েকটি তারার হৃদয় স্পর্শ করিল। সে নীরব হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে স্বামীর এই প্রশস্ত স্নেহপূর্ণ হৃদয়ই তাহার একমাত্র আশ্রয় ও জুড়াইবার স্থান।

স্বপ্নের মতই দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল। সকাল বেলা সুনীতির তদারকে প্রাতরাশ সমাপন করিয়া প্রবোধ ও প্রকাশ তাস খেলিতে বসিত। মধ্যাহ্নে মায়ের তাড়ায় উঠিয়া স্নানাহার সারিয়া দীর্ঘ দিবা নিদ্রা—অপরাহ্নে সুপ্রচুর জলযোগান্তে সুনীতি ও তারাকে লইয়া উভয়ে মোটরে করিয়া বেড়াইতে যাইত, এবং সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত মায়ের কাছে বসিয়া সকলে গল্প করিত।

অমিয়ার বিবাহের দুইদিন পূর্ব্বে প্রবোধ চলিয়া গেল। প্রকাশের জননী তারাকে যাইতে দিলেন না। প্রবোধ ফিরিয়া আসিয়া তারাকে লইয়া যাইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছিল।

দিন পনের কাটিয়া গেল। প্রকাশের জননী পীড়িতা হইয়া পড়িলে প্রকাশ তাঁহার জন্য একজন ব্রাহ্মণকন্যা নিযুক্ত করিয়া

দিয়াছিল। পুত্রের অতিরিক্ত সাবধানতা ও অনুরোধ অনুযোগের ফলে মা অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিলেও পুত্রের নিয়োজিত ব্যবস্থা মতই চলিতেন। অন্যথা করিয়া তাহাকে মনক্ষুণ্ণ করিতেন না। তাই যখন প্রকাশ তাঁহার রাঁধুনীর বন্দোবস্ত করিয়া দিল, তখন সে বেচারার ঊর্দ্ধতন ও নিম্নতন কয় পুরুষের নাম নক্ষত্র গোত্রের পরিচয় পুনঃপুনঃ লইয়াও স্বচ্ছন্দচিত্ত হইতে পারিয়াছিলেন না; কিন্তু পুত্রের মুখ চাহিয়া তাহাকে বিদায় করিয়াও দিতে পারেন নাই; কিছুদিন পরে তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহ মমতা ও করুণার বশে ভাবিতেন—আহা অনর্থক চাকরীটা গেলে ওর কি উপায় হইবে। আছে থাক্—একটা মানুষে আর কতই খরচ।

সেদিন সকাল বেলা সুনীতি মায়ের রান্নার জন্য তরকারী কুটিতেছিল। বামুন ঠাকুরাণীর তখনও স্নান হয় নাই। তারা ঝিকে কহিল—"তুমি আমাকে সব দেখিয়ে দেবে চল, মার জন্যে আমি রান্না কর্‌ব—আজ—" ঝি এক গাল হাসিয়া ফেলিল—"ওমা সেকি? নূতন বৌকে কি রাঁধতে আছে?"

তাহার ভাব দেখিয়া তারাও হাসিয়া কহিল—"থাক্‌বে না কেন? চল তুমি—" ঝি সত্যই অবাক হইয়া গিয়াছিল; আজ পর্য্যন্ত সে কোন মেয়ের মুখে এমন কথা শোনে নাই। কিন্তু তারা ত সকলের মত নহে।

তারা আপনিই আসিয়া ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। সুনীতি মুখ তুলিয়া দেখিয়া কহিল,—"এরি মধ্যে স্নান হয়ে গিয়েছে? খুব তো কাজের মেয়ে,—আমার চুলটা খুলে দে না ভাই—"

সুনীতির চুলের বেণী খুলিতে খুলিতে তারা কহিল—"উনুনে

আগুন দিতে বল দিদি, মা'র জন্যে আমি আজ রান্না করবো।"

আনন্দিত হইয়া সুনীতি মুখ ফিরাইয়া তারার দিকে চাহিল, কহিল—"সত্যি? মা খুব খুসি হবেন তা হ'লে; জানিস্ তারা, কিরণের সঙ্গে যখন প্রকাশের বিয়ের কথা হয়েছিল সেই তিন বছর আগে—, মাকে আমি বলেছিলাম তোর কথা, যে, সেবা শুশ্রূষা পেতে চাও তো তারাকে বৌ করে আনো,—অবিশ্যি ঠাট্টা করে— তখন ত—" বলিতে বলিতে সুনীতি থামিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে স্নান সারিয়া বামুন ঠাকুরাণী ঘরের সম্মুখে আসিয়া নববধূকে রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া ক্ষণেক নির্ব্বাক থাকিয়া শেষে একটু হাসিয়া কহিলেন—"আমার অন্ন উঠ্‌লো তবে?"

সুনীতিও হাসিয়া কহিল—"অন্ন উঠ্‌বে কেন বামুন দি? ঠাকুর বাড়ী যেতে চাইচে; ও ঘরের আসন তুমি দখল ক'রে বোসো গে; খুখি শোন্, বৌয়ের রান্না হ'লে উনুনটা নিকিয়ে দিস্, বামুন দি নিজের জন্যে দুটো রেঁধে নেবে এখন—" বলিয়া সে মায়ের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

প্রকাশের জননী পূজা সারিয়া বারেণ্ডায় আসিয়া দেখিলেন কম্বলের আসন পাতিয়া জল ছিটাইয়া পরিস্কার করিয়া তাঁহার খাবার জায়গা করা হইয়াছে। সাদা পাথরের ছোট একটা বাটীতে কয়েকটি চন্দন-সিক্ত তুলসী পাতা এবং পাথরের গ্লাসে একগ্লাস জল একপাশে রহিয়াছে। খুসী হইয়া সুনীতিকে কহিলেন —"এ বুঝি বৌয়ের কাজ? খুব শুদ্ধাচারী মায়েরই মেয়ে বটে—"

সুনীতি হাসিয়া কহিল—"মা তারা বল, ও দুষ্টু মেয়েটা কেউটে সাপটা আবার বৌ হ'লো কবে ?"

বলিতে বলিতেই শ্বেত পাথরের থালায় সুন্দর করিয়া আহার্য্য সাজাইয়া আনিয়া তারা আসনের সামনে নামাইয়া রাখিল। শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া মৃদু কোমল কণ্ঠে কহিল—"মা বসুন—"

"এই বস্‌চি মা,—তুলসী কি তুমি রেখে গেছ ?" তারা নম্র কণ্ঠে কহিল—"হ্যাঁ—তুলসী দেবেন না ? আমার মা তুলসীকে না দিয়ে খান্ না—"

"ঠিকই করেন তিনি,—আমরা যে কি কর্‌ছি তার ঠিক নেই, নিজের দেহ নিয়েই অস্থির, কত পাপই করেছিলাম—"

প্রকাশের জননী আসনে বসিয়া হাত ধুইয়া নিবেদন সারিয়া প্রণাম করিলেন। দণ্ডায়মানা বধূর দিকে চাহিয়া প্রসন্ন হাস্যের সহিত কহিলেন—"এইজন্যে তোমায় দেখ্‌তে পাইনি এতক্ষণ ? পাগলের মেয়ে করেছিস্ কি, এত কি আমি খেতে পারি ?"

সুনীতি হাসিয়া কহিল—"মা তোমার কল্যাণে আজ আমাদের পাকস্পর্শ হ'লো, বৌ কেমন রাঁধে পরীক্ষা কর্‌ব আজ—"

আহার শেষে আচমন সারিয়া প্রকাশের মা শয়ন করিলেন। মস্‌লার কৌটা খুলিয়া সামনে রাখিয়া তারা তাঁহার পায়ের কাছে বসিল।

খোলা জানালা পথে রৌদ্র আসিয়া মেঝেয় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে বসিয়া সুনীতি চুল শুকাইতেছিল। মা কহিলেন—"এইবার তোরা খেয়ে আয়।"

"খাব এখন, প্রকাশ আস্থক আগে—বৌ বুঝি আগে খেয়ে বসে থাকবে!"

জননী একটু হাসিলেন। পাশ ফিরিয়া বধূর পিঠে হাত রাখিয়া স্নেহের সহিত কহিলেন—"এইটুকু বয়সে এমন গিন্নিপনা এমন সেবা যত্ন কোথায় শিখ্‌লে বাছা?"

সুনীতি কহিল—"ওকে তো কিছু শিখ্‌তে হয়নি মা; সংসারের সব কাজ ক'রেও মাকে ও যা যত্ন কর্‌ত, দেখলে তুমি অবাক হয়ে যেতে; সেই দশ বছর বয়স থেকেই মায়ের জন্যে রোজ রান্না ক'রে ও রাঁধতে শিখেচে।"

ইহা অতি সত্য কথা। অবস্থাভেদে তারা সথ করিয়া কিছু না শিখিলেও সে সর্ব্ববিধ কর্ম্মে নিপুণা হইয়া উঠিয়াছিল। আর সথ করিয়া শিখিবার অবসরই বা ছিল কই, শিক্ষাকে কাছে পাইয়াই সে বরণ করিয়া লইয়াছে; সাধ্য সাধনা করিয়া আনিতে হয় নাই।

দেখিতে দেখিতে একমাস কাটিয়া গেল। তারার হৃদয় ফিরিবার জন্য ভিতরে ভিতরে খুব উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ করিয়া কিছু বলিবার অভ্যাস তাহার কোনদিনই ছিল না। সেদিন সকালে প্রবোধ আসিয়া পৌঁছিল; তাহারই কাছে তারা শুনিতে পাইল, মহামায়ার জ্বর হইয়াছে, এবং তারাকে দেখিবার জন্য তিনি খুব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তারা বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল। প্রকাশের মা আসিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিলেন—"ছি—মা, কাঁদতে নেই, যখনই যেতে চাইবে, পাঠিয়ে দেবো।"

তারা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"মার কখনও এমন অসুখ হয়নি—"

শাশুড়ী সস্নেহে কহিলেন—"দূরে থাক্‌লে—সামান্য অসুখও বেশী বলে মনে হয়। কিছু ভয় নেই, মা ভাল হয়ে উঠ্‌বেন—" বলিয়া তারাকে সান্ত্বনা দিয়া প্রকাশের মা যাত্রার দিন স্থির করিয়া দিলেন। প্রবোধ সুনীতি ও তারাকে লইয়া যাইবে; প্রকাশ কয়েকদিন পরে গিয়া দিন দুই থাকিয়া আবার আসিবে ইহাই স্থির হইল। বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী একবার যাইতে হয়, ইহাই নিয়ম, নহিলে প্রকাশের যাইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

সুনীতিকে মা কহিলেন—"তুই যাসনে বাছা, আর দুটো দিন আমার কাছে থাক্।"

সুনীতি অনুনয় করিয়া কহিল—"না—মা আমি যাই; আমি না থাক্‌লে ওঁর বড্ড অসুবিধে হয়। দিদিরা ছেলে পিলে নিয়ে ব্যস্ত, সব দেখে উঠ্‌তে পারেন না। মেয়েটাকেও রেখে এলুম; এখন যাই, পূজোর সময় আবার আস্‌বো ত; এই তো তোমার কাছে এক বছর থেকে গেলুম—ওদের দিকেও একটু চাইতে হয়—"

মেয়ের গিন্নীধরণের কথা শুনিয়া মা হাসিয়া কহিলেন—"সত্যি, আচ্ছা যাও" বলিয়াই একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"বড় খালি হয়ে যায় বাড়ীটা, টিক্‌তে পারিনে—"

বিকালবেলা তারা আল্‌নায় কাপড় গোছাইয়া তুলিতেছিল। তাহার ভাবনা দূর হইয়াছে; আর দুইটি দিন পরেই সে মাকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু শাশুড়ী ও প্রকাশের জন্যও মনে ব্যথা লাগিতেছে; ইঁহাদের কথা ভাবিয়াই যাত্রার অর্দ্ধেক আনন্দ যেন

কমিয়া যাইতেছে ; এই ঘরদ্বার জিনিসপত্র একান্তই তাহার ; সে নিজে দেখিয়া শুনিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া রাখে ; না করিলেও বলিবার কেহ নাই। এই বৃহৎ ভবনটার পরিচালনার ভার যে স্বেচ্ছায় সাদরে নিজের হাতে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। মনে হয় ইহার প্রতিটি রেণু তাহার একান্তই আপনার ও নিজস্ব। এই দুইদিনে এখানকার প্রতি এতটা মমতা জন্মিল কি করিয়া, নিপুন ভাবে কাপড় গোছাইতে গোছাইতে তারা তাহাই ভাবিতেছিল।

হঠাৎ চুলে টান পাইয়া উঃ বলিয়া ফিরিয়া দেখিল—প্রকাশ। একটু হাসিয়া আবার মন দিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিল।

—"বটে! এত অমনোযোগ! তবু ত এখনও বাপের বাড়ী পা দাওনি ; সেখানে গেলে যে তোমায় এঁটে ওঠাই দায় হবে—"

মুখ না ফিরাইয়াই তারা কহিল—"তুমি ত আর যাবে না—"

"নাই গেলাম, তাতে কার কি ক্ষতি বৃদ্ধি—" বলিয়া প্রকাশ মুখ গম্ভীর করিল। অপাঙ্গ দৃষ্টিতে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিয়া তারা প্রকাশের শালখানা ভাঁজ করিতে লাগিল।

প্রকাশ ডাকিল—"তারামণি, শোনো—" তারা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিল "যাও, আমার নাম খারাপ ক'রো না—দাদার কাছে শিখেচো বুঝি?"

"কি তবে তোমার নাম? তারাসুন্দরী?" "না—সুন্দরী ও নই মণিও নই, শুধু তারা—"

"আচ্ছা—তাই হোক্ শোনো তারা সত্যি ক'রে বল দেখি, তোমার মনে কি হচ্চে? বাবার জন্যে খুবই আনন্দ হচ্চে, না?"

তারা প্রকাশের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল—"মানে আবার কি হবে? আমাদের সঙ্গে চল তুমি—যাবে না?"

প্রকাশ কহিল—"একটা কাজ আছে—সেইটা সেরে দুদিন পরে যাব।"

তারা কহিল—"কি এমন দরকারি কাজ, না হয় আমরা দুদিন দেরি করি?" তারা আগ্রহভরে প্রকাশের দিকে চাহিল।

তাহার বিশ্বাস-দীপ্ত চোখ দুইটির দিকে চাহিয়া প্রকাশ স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল—"না, তোমরা—আগেই যাও, আমি পরে যাব।" বলিয়া একটু হাসিল; কহিল—"তোমাদের সঙ্গে গেলেও তো—দুদিন পরেই আবার ফিরে আস্তে হবে? না হয় কয়েকদিন দেরি করেই যাই, একই কথা হ'ল—"

তারা কহিল—"সে পরের কথা পরে হবে, এখন ত চল।"

প্রকাশ তাহার দিকে চাহিয়া কহিল—"পরে মানে কি? আস্তে দেবেনা না কি?"

"যাও আমি বুঝি তাই বল্‌ছি" বলিয়া তারা লজ্জিত হয়ে মুখ নীচু করিল।

"তবে কেন আমায় যেতে বল্‌ছ?" বলিয়া প্রকাশ উত্তরের প্রত্যাশায় তারার দিকে চাহিয়া রহিল। তারা একটু হাসিয়া কহিল—"তুমি না গেলে ভাল লাগবে না।"

প্রকাশ একটু হাসিয়া কহিল—"কেন বল দেখি?"

"কি জানি—" বলিয়া হাসিয়া তারা মুখ ফিরাইল।

প্রকাশ তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া সহাস্য চোখে তাহার লজ্জিত মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিল—"আচ্ছা,

সত্যি ক'রে বল দেখি, আমি যখন তোমাদের ওখান থেকে চলে আস্‌তাম তখনও কি আমার জন্যে তোমার এমনি খারাপ লাগ্‌তো ?"

প্রকাশের সাগ্রহ প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতলে তারা অত্যন্ত বিপন্না হইয়া পড়িল। সে কি বলিবে ? বলিবার যে তাহার কিছুই নাই ; প্রকাশ তাহাকে ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে ; কিন্তু সে প্রবোধের বন্ধু বলিয়া এবং সহৃদয়তার জন্য শ্রদ্ধা করিয়াছে মাত্র। বিবাহের পূর্ব্বক্ষণেও প্রকাশের জন্য তাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও স্থান ছিল না ; দিনান্তে প্রকাশের নাম তাহার মনে পড়িয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু এমন নিষ্ঠুর কথা কি এই পরম স্নেহশীল স্বামীর মুখের উপরে আজ বলা যায় ?

লজ্জা-কুণ্ঠিতা তারার নীরব আনত মুখের দিকে চাহিয়া প্রকাশ সকৌতুকে ঈষৎ হাসিল। কহিল—"আচ্ছা, তখনকার কথা যাক্‌ এখন ?"

তারা মুখ তুলিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর প্রতি চাহিল ; সে কোমল দৃষ্টিতে তাহার হৃদয়ের সবখানি স্নেহ মমতা যেন প্রকাশের কাছে ধরা পড়িয়া গেল। কি বলিতে গিয়া সে থামিয়া পড়িল।

ক্ষণেকপরে সুকোমল স্নিগ্ধকণ্ঠে ধীরে ধীরে তারা কহিল—"মা ছাড়া আর কেউ আমাকে তোমার মত এত ভালবাসে না—"

"কথা ফিরিয়েছো—" বলিয়া প্রকাশ হাসিল। তারপর তারার মুখের উপর হইতে চুলগুলি সযত্নে সরাইয়া দিতে দিতে কহিল—"শোন—ইতিহাস,—কিরণের সঙ্গে ত বিয়ে হ'লো না,—তারপর—অমিয়ার সঙ্গে যে দিন—",

মুখ তুলিয়া প্রকাশের দিকে চাহিয়া ঈষৎ বিরক্তভাবে তারা ভ্রুকুঞ্চিত করিল। এই কথাটা সে সহিতে পারিত না। প্রকাশের সঙ্গে আবার কাহার বিবাহের কথা হইবে! সে যে তারার স্বামী; শুধু এ' জনমে নয় জন্ম জন্মান্তর হইতেই তারা পত্নীরূপে প্রকাশের পার্শ্বে স্থান পাইয়া আসিয়াছে। এ'কথা সে মায়ের মুখে শুনিয়াছে। কিন্তু বেশী কথা বলিতে জানিত না বলিয়া প্রতিবাদ করিল না। অপ্রসন্ন মুখে চুপ করিয়া রহিল।

প্রকাশ হাল ছাড়িয়া দিয়া তারাকে কাছে টানিয়া লইল; হাসিয়া কহিল—"তোমার কাছে সব বিষয়েই আমি হার মান্‌লুম।"

রাত্রি তখন প্রায় নয়টা হইবে। আহারান্তে প্রকাশ আসিয়া মায়ের কাছে বসিল, সুনীতি তখনও জিনিস-পত্র গোছ করিতেছে দেখিয়া প্রকাশ কহিল—"আজই ত যাচ্ছ না, ওসব কর্‌বার ঢের সময় আছে, তুমি খেতে যাও।"

সুনীতি কহিল—"হয়েছে প্রায়; সবই কি আর আমাদের সঙ্গে যাবে? মা'র জিনিস পত্রও সব গুছিয়ে রেখে দিলাম। মা'র কাছে দুটোদিন বস্‌তে পাব তা'হলে।"

মা একটু ম্লান হাসিয়া কহিলেন—"আর বাছা মাকে ফেলে সবাই চল্লে,"—বলিয়া প্রবোধের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"ছেড়ে দিচ্চি বোনকে, কিন্তু বোশেখ মাসেই দিয়ে যেতে হবে বাবা, তা যদি স্বীকার কর তবেই যেতে দিই—"

প্রবোধ কহিল "প্রকাশকে বলুন—"

মা কহিলেন—"হ্যাঁ, ও আবার মানুষ—তাই ওকে বলব;

যে কাজের ভারটি ওকে দেবো সেইটেই সকলের আগে মাটী ক'রে বসে থাক্‌বে ; ওর সঙ্গে কি আমি পারি ?"

প্রকাশ হাসিতে হাসিতে কহিল—"মা সবার কাছে আমার অত ক'রে নিন্দে কোরো না, তোমার বৌ এনে দিইনি ? আমার মাথাটী তো খেয়ে ফেল্‌বার যোগাড় করেছিলে ।"

"তা দিয়েছিস্ বটে—" বলিয়া জননী হাসিতে লাগিলেন ; কহিলেন—"তা বেশ্, তোকেই বল্‌চি—বোশেখ মাসের প্রথমেই গিয়ে অমনি নিয়ে আস্‌বি ।"

সুনীতি কহিল—"মা অত ক'রে বোলো না, তা'হলে অহঙ্কারে বৌয়ের পা মাটীতে পড়বে না ; মা তোমার সাপের মত ফণাধরা বৌ, তেমন লক্ষ্মী মেয়ে হলে না জানি কি করতে—"

"তা ভাল বৌ আর কই এনে দিলি তোরা ; কতদিন থেকেই তো বলে রেখেছি ; এই বৌ নিয়েই সংসার করতে হবে আমায় এখন, কি আর কর্‌ব বল্" বলিয়া হাসিয়া প্রকাশের মাতা দ্বারান্তরালবর্ত্তিনী বধূর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেন ।

১৬

১০ই পৌষের কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাতে মূর্ত্তিমতী ঊষার মত ঈষদারক্ত-বসনা তারা পাল্কী হইতে নামিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল । তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই, পূর্ব্বাকাশ আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে মাত্র ।

বরদাকান্ত শয্যাত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে যাইতেছিলেন । তারা তাঁহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া প্রণাম করিল । "মা

এসেছ” বলিয়া গভীর স্নেহে তিনি তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন, তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া তারা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল।

বাড়ীর ভিতরে তখনও কেহ জাগে নাই। বরদাকান্ত ও মহামায়ার মত প্রত্যুষে উঠিবার অভ্যাস কাহারও ছিল না।

তারা মায়ের ঘরে প্রবেশ করিল। এক মুহূর্ত্ত শয্যাশায়িতা মায়ের প্রতি চাহিয়া রহিল। তার পরে ধীরপদে অগ্রসর হইয়া মহামায়ার বুকের উপরে পড়িয়া দুই হাতে তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া স্বপ্নাভিভূতের মতই মৃদু মৃদু মধুর কণ্ঠে কহিতে লাগিল “মা—মা—মা।”

মহামায়া নীরবে কন্যার স্নিগ্ধ-কোমল-স্পর্শ অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলেন। তারা কহিল—“মা, জ্বর কেন হ’ল ?”

—“এইবার সারবে ; তারা, উঠে বোস্ মা, একবার ভাল ক’রে তোকে দেখি, কতদিন দেখিনি—” কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মহামায়ার তৃপ্তি হইতে ছিল না, এতদিনে কি ভগবান তাঁহার সকল দুঃখ মন্থন করা অমৃত আনিয়া দিলেন।

সদ্যঃনিদ্রোত্থিতা অমিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ছুটিয়া আসিল। তারাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল “বা—বেশ মেয়ে! তোর পরে শশুর বাড়ী গিয়ে আমি ফিরে এলাম, আর তোর আস্‌বার নামটি নেই। মায়া মমতা নেই কি না! এদিকে পিসিমা জ্বরে বাঁচে না —আমি হলে কখনও থাক্‌তে পারতুম না অতদিন। ঐ জন্যেই তো পিসিমা কাশীতে দিদিমার কাছে গিয়ে থাক্‌বে বলেচে—”

সহাস্য মুখে তারা অমিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার

শেষ কথা শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"সত্যি তুমি কাশী যাবে মা ?"

"আর কেন মা, আমার বন্ধন ছিলে তুমি, তোমার সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি, এখন ত আর কোন বাধা নেই।"

তারা স্তব্ধ হইয়া মায়ের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল; অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"তা যাবে বৈ কি, আমি তো আর তোমার কেউ নই, থাকবে কার জন্যে! এক্ষুণি যাও না, না গেলেতো আমার দিব্যি লাগ্‌বে তোমায়—"

মহামায়া হাসিয়া কহিলেন—"দূর পাগ্‌লি! যাব বলে কি এখনই যাচ্ছি? তোর মামীমাকে প্রণাম করিস্‌নি?"

সে কথার উত্তর না দিয়া তারা কহিল—"কোন দিনও তুমি যেতে পাবেনা কাশী, তা ব'লে রাখছি—"

মহামায়া কহিলেন—"আচ্ছা না গেলাম; তুই মামীমার সঙ্গে দেখা করে আয়।"

"মামী মা এখনও ওঠেন নি" বলিয়া তারা অগ্রসর হইয়া সহাস্য মুখে অমিয়ার হাত ধরিল। অমিয়া কহিল—"এত দেরি করলি কেন? তাই তো পিসিমার রাগ হয়েছিল—আমি বলে কত কান্নাকাটি ক'রে তবে চলে এসেচি—নিজে না থাক্‌লে কি কেউ ধ'রে বেঁধে রাখ্‌তে পারে? না পিসি মা?"

তারা প্রীতিপূর্ণ নেত্রে ক্ষণেক অমিয়ার দিকে চাহিয়া রহিল। কতদিন পরে যেন অমিয়ার সঙ্গে তাহার দেখা হইল; সে যেন তাহার অবিচ্ছিন্ন সঙ্গিনী; বুঝি ইহারই অভাব অজ্ঞাতসারে

তাহার মনকে পীড়িত করিতেছিল। অমিয়ার কথা তাই আজ তারার কাণে মধুর হইয়া বাজিল।

গৃহিণী সবে মাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন; তাঁহার পাশে মেজ বৌ, ফুলী ও কিরণ লেপের নীচে শুইয়া শুইয়াই গল্প করিতেছে। এমনি সময়ে তারা ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

'সুখে থাক' বলিয়া গৃহিণী তারার দিকে চাহিলেন, চাহিয়াই রহিলেন; তাহার কাণে হীরার ইয়ারিং দুলিতেছে, মাথায় মুক্তার টায়রার বেষ্টনীর মধ্যে সজ্জিত কেশরাশি ঈষৎ বিশৃঙ্খল ও রুক্ষ; সূক্ষ্ম সীমন্তে দীর্ঘ সিন্দূররেখা জ্বল জ্বল করিতেছে, গলায় মুক্তার হার। হাতের চুড়িগুলি সম্পূর্ণ নূতন ফ্যাশানের, দেখিয়া দেখিয়া গৃহিণী আপনার চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিতে ছিলেন না—সত্তঃ নির্ম্মল প্রভাতে এমন মধুর মনোহারিণী বেশে কে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল! এই কি সেই চিরদিনের নিগৃহীতা তারা!

প্রণাম করিয়া তারা দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গী তেমনি দৃপ্ত ও নির্ভীক, কিন্তু বিশাল কৃষ্ণ-নয়ন দু'টীর দৃষ্টিতে কি অতুলন সুখ ও শান্তির ছায়া বিরাজ করিতেছে!

গৃহিণী কোন কথা বলিলেন না দেখিয়া সকলেই নীরব রহিল। কিন্তু তারা আজ আর ইহাতে আপনাকে অবমানিতা জ্ঞান করিল না। এই বাড়ী, এই ঘর, এই পরিজন ইহাদিগকে আজ কত আপনার বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। দীর্ঘ দিন অদর্শনের ফলে সমস্ত বিরক্তি বিদ্বেষ নিঃশেষে দূর হইয়া সকলের প্রতি অকপট

প্রীতি ও ভালবাসায় তাহার হৃদয় প্রভাতাকাশের মতই নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। "মাছিমা মাছিমা" বলিয়া ফুলীর মেয়েটি লেপ ঠেলিয়া উঠিয়া বসিল। "এসো মাসীমা—" বলিয়া হাত বাড়াইয়া তারা সাদরে তাহাকে কোলে টানিয়া লইল।

গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন—"কখন এলে? প্রবোধ কই?" তারা কহিল—"একটুক্ষণ আগে এসেচি। দাদা বাইরে আছেন; বড়দি, মেজদি উঠ্‌বে না তোমরা? বৌদি, ওঠ না ভাই—"

"উঠ্‌ছি" বলিয়া ফুলী উঠিয়া বসিল।—"থাক্ থাক্ আর প্রণাম কর্‌তে হবে না;—আমাদের কথা কি মনে ছিল তোমার?"

তারা খুকীকে আদর করিতে করিতে কহিল—"কে বল্লে ছিল না?"

ফুলী কহিল—"থাক্‌লেই ভালো। রকম দেখে মনে হয় না যে ছিল।"

তখন সূর্য্যোদয় হইতেছিল। গৃহিণী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

পূর্ব্বেকার মতই স্নান করিয়া আসিয়া তারা রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া উনুন জ্বালিল। কিছুক্ষণ পরে বড়বৌ ঘরে আসিল; মহামায়ার অসুখের পর এ বেলার রন্ধনের ভার তাহারই ছিল, ও বেলাটা মেজবৌ কোন রকমে চালাইয়া দিত।

তারাকে রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া বড়বৌ কহিল—"সে কি ভাই, তুমি রাস্তার কষ্ট সয়ে এসেচ, আগুণ তাতে অসুখ কর্‌বে যে?"

"কষ্ট হয়নি কিছু, গাড়ী রিজার্ভ করা ছিল। মামার জন্যে কতদিন রাঁধিনি। আজও কি রাঁধব না?" বলিয়া তারা ডালের হাঁড়ি নামাইয়া রাখিয়া কড়া চড়াইয়া দিল।

"আচ্ছা—তবে আমি তোমার কিছু সাহায্য করি" বলিয়া বড়বৌ কোটা তরকারীর থালাগুলি সামনে টানিয়া লইয়া গামলার জলে ফেলিয়া ধুইয়া তুলিতে তুলিতে কহিল—"সেখানে—কলকাতায় তোমাকে রোজই রাঁধ্‌তে হতো বুঝি?"

তারা সংক্ষিপ্ত উত্তর করিল—"না—রাঁধুনী আছে।" বড়বৌ কহিল—"তোমার শাশুড়ী বামুনের হাতে খান্‌না শুনেছিলাম?" তারা কহিল—"এখন খান। তা তাঁর জন্যে আমিই রান্না কর্‌তাম। সে কি আবার রান্না না কি? ছেলেখেলার মত—" বলিয়া তারা হাসিল।

বাহির হইতে ফুলা ডাকিল—"তারা তোমায় দেখ্‌তে এসেচেন সবাই, এদিকে এসো।"

তারা বাহিরে আসিয়া দেখিল চত্বরে ছোট খাট একটি নারী-বাহিনী। প্রণাম আশীর্ব্বাদের পালা সাঙ্গ হইলে জনৈকা মহিলা তারার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া লইলেন।

তারার অচিন্তনীয় বিবাহের পর তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার অবসর কাহারও ঘটে নাই। সেই জন্যেই সকৌতূহল বিস্ময়ের সহিত সকলেই তাহাকে দেখিতেছিলেন। তারা চিরদিনই সকলের মনের বাহিরে ছিল; কিন্তু বিবাহ রাত্রি হইতে নারী-মহলে তাহার কথাই একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। সে দিন পর্য্যন্ত যে অবহেলিতা অনাদৃতা হইয়া সকলের অন্তরালে

নীরবে অবস্থান করিত, আজ কোন্ যাদুকরের কুহক বলে সহসা সে সুখস্বর্গের স্বর্ণসিংহাসনে রাজরাণী রূপে অধিষ্ঠিতা হইয়া সকলের নয়ন মন আকর্ষণ করিয়া লইল! অদৃষ্টের বল কি এতই বলীয়ান হয়?

প্রত্যেকের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া উঠিলেও আজ তারা বিরক্ত বোধ করিতেছিল না। কিন্তু শীঘ্রই সে নিস্তার পাইল। সকাল বেলাটা কাজের সময়, গল্প করিবার নয়; সুতরাং আপনাপন কাজে সকলেই চলিয়া গেলেন।

গৃহিণী দরজার সামনে দাঁড়াইয়া কহিলেন—"তুমি আজই হেঁসেলে এসেছ কেন, পথের কষ্ট সয়ে এসেছ—"

বড়বৌ মুখ টিপিয়া একটু বিদ্রূপের স্বরে কহিল—"কষ্ট হবে কেন, প্রকাশ বাবু সেকেন ক্লাশ গাড়ী রিজার্ভ ক'রে দিয়েছিলেন।"

গৃহিণী কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। বড় বৌয়ের কথার সুরটা তারার কাণে বাজিল। সে ফিরিয়া একবার বড়বৌয়ের মুখের দিকে চাহিল। মুহূর্ত্তের জন্য তার মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। নিজের মনের বিকৃতিতে নিজেই একটু লজ্জিত হইল। ইহাতে দোষের কথা এমন কি ছিল যে তাহার রাগ হইয়া উঠিল।

তিন চারি দিনের মধ্যেই মহামায়া সুস্থ হইয়া উঠিলেন। সে দিন সকাল বেলা তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া তারা মায়ের জন্য রান্না করিতেছিল, এমন সময় অমিয়া তাহার স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিল—"ও মা, মা—প্রকাশদা' এসেছে।"

গৃহিণী গম্ভীর মুখে ঘর হইতে বাহির হইলেন। প্রকাশ

তাঁহাকে প্রণাম করিল। আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহিণী কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রকাশ একদিন তাঁহার কাছে অতি আদর ও সম্ভ্রমের পাত্র ছিল। তারাকে বিবাহ করিয়া সে গৃহিণীর স্নেহাদর হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু গৃহিণীপনার কোন ত্রুটি হইল না। হাজার হোক বাড়ীর জামাই। গৃহিণী প্রকাশের জলযোগের উদ্যোগ আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলেন।

মহামায়া পূজা সারিয়া আসনেই বসিয়াছিলেন, প্রকাশ গৃহে প্রবেশ করিয়া সশ্রদ্ধভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিল; এই চির তপস্বিনীকে সে মায়ের মতই শ্রদ্ধা ভক্তি করিত।

মহামায়া সজল-স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে ক্ষণকাল প্রকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন; দেব পদতল হইতে পুষ্প-নির্ম্মাল্য লইয়া জামাতার মাথায় রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ক্ষণেক কথাবার্ত্তা কহিয়া মহামায়া চলিয়া গেলেন। অমিয়া কাছেই ছিল; প্রকাশ কহিল,—"অমিয়া, তোমার তারাকে একবার ডাকো ত।"

অমিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল—"তারা, শীগ্‌গীর এসো—প্রকাশ দা' ডাক্‌ছে—"

প্রকাশ হাসিয়া ব্যস্তভাবে তাহাকে বাধা দিল "দূর পাগলী—অমন ক'রে চেঁচিয়ে বুঝি ডাক্‌তে হয়?"

অমিয়া বিজ্ঞভাবে কহিল—"তাতে কি? বাবা বাড়ীতে নেই।"

"আচ্ছা—তুমি ডেকে নিয়ে এস তাকে।" তারা অমিয়ার

আহ্বান শুনিতে পাইয়াছিল। কিন্তু উঠিল না। অমিয়া আসিয়া দুয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া কহিল—"প্রকাশ দা ডাকছে।"

"এখন আমি কি ক'রে যাব—কাজ করছি দেখছিস্ নে ?" বলিয়া তারা উনুন নিকাইতে সুরু করিল।

অমিয়া কহিল—"কাজ তো হয়ে গেছে ; তুই আয় একবার —আমি প্রকাশদা'কে ব'লে এসেছি যে—"

তারা হাত ধুইয়া দুধের কড়া উনানে বসাইয়া দিয়া কহিল—"আচ্ছা চল্ তবে—মা কই ?"

অমিয়া কহিল—"কি জানি, রান্নাবাড়ীর দিকে গেছেন বুঝি—"

উভয়ে অগ্রসর হইল, এমন সময় গৃহিণীর কণ্ঠস্বর তারার কাণে আসিল, তিনি কহিতেছিলেন "তারাকে রাঁধ্তে বারণ করগে ফুলি, প্রকাশ হয়ত মনে করবে ওকে দিয়েই আমরা বারমাস রান্না করাই ; ঠাকুরঝি যা' হয় ক'রে নেবে এখন, না হয় মেজ বৌ যাক্, তারা যখন ছিল না তখন কি আমাদের চলেনি ?"

তারা থমকিয়া দাঁড়াইল। অমিয়া তাহাকে চিনিত, ব্যগ্র-ভাবে কহিল "যা ভাই মা যা বলে বলুক, কাণ দিস্নি ওকথায়। আচ্ছা আমি তোর দুধ দেখ্ছি তুই শুনে আয় শীগগির।"

অমিয়ার সহৃদয়তায় তারার হাসি পাইল। কিছু না বলিয়া ধীর পদে সে গৃহে প্রবেশ করিল। প্রকাশ খাটের উপরে বসিয়া ছিল, ঈষৎ লজ্জিত ভাবে কাছে আসিয়া তারা মুখ নাচু করিয়া দাঁড়াইল।

তাহার নীলাম্বরী সাড়ির অঞ্চলটুকু মাথার উপরে তুলিয়া দেওয়া

ছিল। খোলা চুলের মধ্য দিয়া কাণের ইয়ারিংএর দ্যুতি প্রকাশিত হইয়াছে। সদ্যঃস্নাত মুখখানি নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময়। সস্নেহ মুগ্ধ চোখে চাহিয়া প্রকাশ কহিল—"এত সকালেই স্নান করেছ কেন ?"

তারা মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল—"মা—আজ পথ্য কর্‌বেন, সেইজন্যে—"

"পরহিতব্রতেই নিযুক্তা আছ দেখ্‌ছি—" বলিয়া প্রকাশ পকেট হইতে রুমালে জড়ানো একটা মোড়ক বাহির করিল। তারা কহিল "কি ও ?"

"তোমার হার—এর কেসটা দিদির কাছে রেখে এসেচি, ও বেলা এনে দেবো। এদিকে এসো তারা" কাপড়ের আবরণ মুক্ত হইয়া মণি-মুক্তা-খচিত অপূর্ব্ব কারুকার্য্যযুক্ত নেকলেশটা ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল।

তারা সঙ্কুচিতপদে অগ্রসর হইয়া আসিল। সযত্নে ভিজা চুলগুলি পিঠের দিকে সরাইয়া দিয়া প্রকাশ তাহার গলায় হারটি পরাইয়া দিল।—"বাঃ সুন্দর হয়েছে ! তোমার পছন্দ হয়েছে ত ? আর্সী নিয়ে দেখ দেখি, এই হারের জন্যই আমি দুদিন দেরি কর্‌লাম। তাগাদা না দিলে শাঁগ্‌গীর দিতে চায় না, তোমাকে নূতন জিনিস কিছুই দেওয়া হয়নি সেই দুঃখেই মা বাঁচেন না, আর তার ঝাল ঝাড়েন আমার উপর। কেবলি বলেন নূতন সোণা দিয়ে বৌ দেখ্‌তে হয়—তা তোর জন্যে হলো না। ও কি ? কি হয়েছে ?"

ঝর্ ঝর্ করিয়া তারার দুই চোখের জল প্রকাশের হাতের

উপর ঝরিয়া পড়িল। রুদ্ধকণ্ঠে তারা কহিল—"আমাকে বিয়ে ক'রে তুমি কিছুই পেলে না, অমিয়ার সঙ্গে বিয়ে হলে কত ভাল যৌতুক তোমার হতো—"

"ছি—" বলিয়া প্রকাশ তারাকে কাছে টানিয়া লইল, চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে কহিল—"আমার কোন্ জিনিসটার অভাব যে আমি বিয়ের যৌতুকের আশা করুব? বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রকৃত জীবন-সঙ্গিনী যথার্থ সহধর্ম্মিনী লাভ করা। কতকগুলো মূল্যবান জিনিসের অধিকারী হলেই সুখী হওয়া যায় না। তুমি এই কথাটা মনে রেখো' তারা যে আমার যা কিছু সবই তোমার—তোমার কোন অভাব নেই, যা ইচ্ছে হয় হাতে ক'রে আমাকে দিয়ো মনে ক্ষোভ রেখো না।"

তারা নীরবে রহিল। প্রকাশ একটু হাসিয়া কহিল—"আমি তোমার বাজারসরকার তো আছিই, যেমন হুকুম করুবে, তখনি সেই জিনিস এনে দেবো।"

"যাও" বলিয়া তারা মুখ ফিরাইল, তাহার অশ্রু-সিক্ত মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

আশ পাশের জানালা দরজাগুলির আড়াল হইতে মৃদু অলঙ্কার শিঞ্জন ধ্বনি ও চাপা কথার সুর শোনা যাইতেছিল। প্রকাশ সহাস্যে কহিল—"আসুন না সবাই ঘরে, আমি তো আপনাদের অপরিচিত নই, এত ভয় কিসের?"

কিরণ ছুটিয়া পালাইল। ফুলী কৃত্রিম গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে কহিল—"কি জানি যদি শান্তি ভঙ্গ করি, সেইজন্যে আসতে ভয় হয়।"

প্রকাশ সহাস্যে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল—"সে কি! মূর্ত্তিমতী শান্তির আবির্ভাবে কখনো কি অশান্তি হ'তে পারে? আসুন—আসুন, বৌদিরা কই?"

হাস্য-মুখের উপরে ঘোমটা টানিয়া বড় বধূ ঘরে ঢুকিল। মেজ বৌ শাশুড়ীর ভয়ে অতটা পারিল না,—দুয়ারের আড়ালেই দাঁড়াইয়া রহিল।

জানালার দিকে চাহিতে অমিয়ার চোখের উপর প্রকাশের দৃষ্টি পড়িল। সে কহিল—"অমিয়া, তোমার এই কাজ?"

লজ্জা পাইয়া অমিয়া মুখ টানিতে টানিতে ঘরে ঢুকিল—"বা রে আমার দোষ নেই, বড় বৌদি বল্লে কেন?"

প্রকাশ হাসিয়া কহিল—"বাঃ, বেশ তো ব্যবস্থা, চুরি করতে বল্‌লেই তুমি চুরি কর্‌বে? আমি তোমার দাদা হইনে?"

লজ্জার উপরে লজ্জা পাইয়া অমিয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হইল। কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া কহিল—"আমার দোষ নেই, সত্যি প্রকাশদা', কিছু মনে কর্‌বেন না আপনি—ঐ বৌদিই যত নষ্টের গোড়া—" বলিয়া সে রুষ্ট দৃষ্টি বড় বৌয়ের প্রতি নিক্ষেপ করিল।

প্রকাশ হাসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে বসাইয়া কহিল—"আচ্ছা তা' হলে এবারকার মত মাপ কর্‌লুম।"

ফুলী গম্ভীরভাবে কহিল—"গোপনে কি দান করা হলো একবার দেখ্‌তে পাইনে?" হার ছড়া খুলিয়া ফুলীর হাতে দিয়া তারা চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ গল্প করিয়া প্রকাশও চলিয়া গেল। তখন বিপুল সমালোচনা সহকারে হাতে হাতে ঘুরিয়া হারটি গৃহিণীর হাতে গিয়া উঠিল।

কিরণ সাভিমানে কহিল—"খুব সুন্দর হয়েছে নয় মা? এমন একটা আমাদের দিলে না তুমি—"

গৃহিণী কহিলেন—"ওরা কলকাতায় থাকে; কত নূতন রকম জিনিস নিত্যি দেখছে—আমরা কি তা পারি? তা তোর হারটার, লকেটের কাছটায় খুলে গিয়েছে, ভেঙ্গে না হয় এই রকম ক'রে তৈরি ক'রে নে।"

অমিয়া আবদার ধরিল—"তা হলে আমার হার ভেঙ্গেও এই রকম ক'রে দাও।"

অমিয়ার এই কথায় গৃহিণীর স্বাভাবিক অভিমান ও অহঙ্কার ফিরিয়া আসিল। বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন—"মেয়ের অলক্ষণে কথা শোন একবার! নতুন জিনিস ভেঙ্গে ঠুনকো জিনিস কর্‌তে হবে! ওটা কি এমন ভাল বাপু, কেবল পালিশের বাহার; সোণা কি ঠিক আছে? আরও কত রকমের প্যাটান আছে, সে সব দেখে কি তৈরি করা যাবে না? ফিরিয়ে দিয়ে আয় শীগ্‌গীর, পরের জিনিস নিয়ে এত নাড়া চাড়া কর্‌তেও ভালবাসিস্ তোরা।"

ফুলী বাহির হইয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"তারা ঠাকরুণ—এই নাও তোমার সাত রাজার ধন এক মাণিক—"

হবিষ্যঘর হইতে তারা উত্তর করিল "মার কাছে দাও।"

নাতিকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে গৃহিণী কন্যা ও বধূগণের আলোচনা শুনিতেছিলেন। ফুলীও আসিয়া তাহাতে যোগ দিল। অদূরে উঠানে তারের উপরে তারার সাড়ীখানি শুকাইতেছে, তাহার চওড়া লাল পাড়টা রৌদ্রে যেন জ্বলিতেছে,

ইহা তারার স্পর্দ্ধা বলিয়াই গৃহিণীর মনে হইতেছিল। সে যেন ইচ্ছা করিয়াই অমনভাবে সকলের চোখের সামনে কাপড়টা মেলিয়া দিয়াছে।

অপরাহ্ণে সুনীতি আসিয়া চারি ভগিনী ও দুই বৌকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। তারা, অমিয়া ও মেজ বৌকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। কিরণ যাইতে সম্মত হইল না। সন্ধ্যার একটু পরে সুনীতি আবার আসিয়া বাকী তিন জনকে লইয়া গেল।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় কিরণ, ফুলী ও দুই বৌ ফিরিয়া আসিল। গৃহিণী কহিলেন—"অমিয়া কই?"

"সে এলোনা—" বলিয়া কিরণ ব্লাউজ খুলিতে লাগিল। পার্শ্বের গৃহে বরদাকান্ত শয়ন করিয়াছিলেন, সে দিক্‌কার দুয়ারের পর্দ্দা ফেলিয়া দিয়া বড়বৌ ছেলে মেয়েদের মাথার বালিশ ঠিক করিয়া দিতে লাগিল।

আকাশে অল্প অল্প মেঘ করিয়াছিল। ম্লান-জোৎস্না নিস্তব্ধ-ধরিত্রীর দেহে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ক্রমে রাত্রি গভীর হইল।

মেজ বৌ তাস পাড়িয়া আনিল। আজ দেবেন বাড়ীতে নাই সুতরাং খেলিবার খুব সুবিধা হইয়াছে। ফুলী ও কিরণ জামা কাপড় ছাড়িয়া খেলিতে বসিল, তাস খেলায় চারিজনেরই সমান ঝোঁক, এবং দক্ষতাও খুব।

গৃহিণী খেলা দেখিতেছিলেন। আজ সারাদিনই যে কথাটা সকলের মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতেছিল, এই নিভৃত খেলার অবকাশ পাইয়া তাহা অন্তর প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া আসিতে চাহিল।

গৃহিণী বাহিরের দিকে চাহিলেন। উঠানে তখনও কাহার একখানা নীলাম্বরী শুকাইতেছে। নারিকেল গাছের পত্র মর্ম্মর শব্দে সচকিত হইয়া একটা পাখী ডানা ঝাড়া দিয়া উড়িয়া গেল। লেবু গাছের মধ্যে লুকাইয়া কোন এক মধুর কণ্ঠ পাখী নৈশ-নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া আপনার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ঢালিয়া দিতেছিল।

মেঘ-মুক্ত চন্দ্রের নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় পৃথিবী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল. চির অবহেলিতা অনাদৃতা তারা আজ কেমন করিয়া সকল দৈন্যের আবরণ ফেলিয়া দিয়া সৌভাগ্যশালিনীর শ্রেষ্ঠতম আসনে স্থির হইয়া বসিল, পুনঃ পুনঃ আপন মনে প্রশ্ন করিয়াও কেহই ইহার সদুত্তর পাইতেছিল না। অথচ এই সংসারেই আরব্য উপন্যাসের মত এমন অঘটন ঘটনাও সম্ভব হইয়াছে।

গৃহিণী কহিলেন—"অমিয়াকে কেন রেখে এলি? কখন আস্‌বে সে?"

কিরণ কহিল—"কি জানি—আজ তো আসবে না।" ফুলী কহিল—"যা ধূম হচ্ছে—সব মেয়েদের নিমন্ত্রণ হয়েছে, শুধু তোমার ভয়ে আমরাই চলে এলাম, আর সবাই রয়েছে, সুনীতি দিদি তারাকে এমন করে সাজিয়েছে যে দেবী বলেই মনে হচ্ছে।"

কিরণ বিদ্রুপের স্বরে কহিল—"যে পদ্মফুলের মত রং—দেবীই বটে!"

ফুলী হাসিতে লাগিল। বড়বৌ কহিল—"বড় দিদি—প্রকাশ বাবুকে খুব শুনিয়ে দিয়েছেন।"

বড় দিদি অর্থে সুনীতির বড় জা। গৃহিণী কহিলেন—"কি শুনিয়েছে?"

ফুলী তাস ভাগ করিতে করিতে কহিল—"তিনি তেমন কিছু বলেন নি। বলেছেন অমলার দিদি মা। অমলার সঙ্গেও প্রকাশের বিয়ের কথা হয়েছিল না? সেই সব বল্লেন। ঠাট্টার সম্পর্ক—সত্যি কথাই ঠাট্টা ক'রে বলেছেন।"

গৃহিণী কহিলেন—"কি বল্‌লেন তিনি—?" ফুলী হাসিয়া কহিল—"বল্‌লেন কিরণের মত মেয়ে যার পছন্দ হয় না,—অমিয়া অমলাকে যার পছন্দ হয় না, তার পছন্দ এই রকমই হয়ে থাকে। পেঁচা যেমন দিনের আলো সইতে পারে না,—তোমারও তেমনি—"

গৃহিণীর মুখে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। কহিলেন—"আর কি বল্‌লেন?"

—আরও কত কথা অত কি মনে থাকে? তাঁর মনের ঝাল ঝেড়ে দিয়েছেন। সুনীতি দি' হয়ত একটু অসন্তুষ্ট হয়েচে; দিদিমা বল্‌লেন—"যে চোখে তুমি এই সব কন্যে অপছন্দ করেছিলে সে চোখ তোমার কই?"

বড়বৌ কহিল—"প্রকাশ বাবুকে হার মানানো সোজা কথা নয়। তিনি বলিলেন—'সে চোখ খারাপ হয়ে গেছে'।"

ফুলী কহিল—"দিদিমা বল্‌লেন, তাই বুঝি কাচের চোখ পরে বিয়ে কর্‌লে শেষকালে? তারপর চোখ যখন ভাল হয়ে উঠ্‌বে তখন কি উপায় হবে?"

গৃহিণী ঈষৎ আগ্রহের সুরে প্রশ্ন করিলেন "প্রকাশ কি বল্লে?"

তিনি বল্‌লেন—"এ চোখ্ এ জন্মে তো ভাল হবেই না; জন্ম জন্মান্তরেও ভাল হবার আশা নেই।"

সম্পূর্ণ